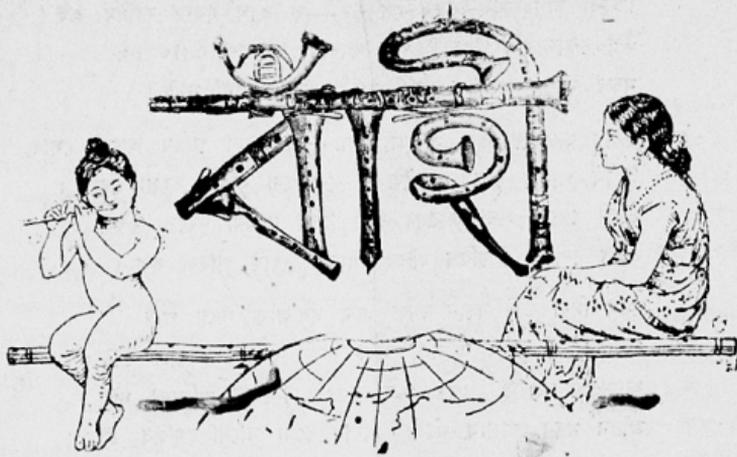


Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of rare Assamese books in collaboration with Assam Sahitya Sabha, Jorhat and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in October 2006

Record No: 2006/165	Language of work: Assamese	
Author (s) / Editor(s): <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ Lokhinath Bezboruah </div>		
Title: <div style="display: flex; align-items: center;"> ১৩) Baāṛhāi </div>		
Transliterated Title: Baāṛhāi		
Translated Title:		
Place of Publication: Calcutta (Kolkata)	Publisher: Editor	
Year: 1925 (1847 Sak)	Edition:	
Size: 22½ cms - 722 pages	Genre: Magazine	
Volumes: 15 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15m)	Condition of the original: Bāṛhāi .	
Remarks: <i>Alind</i>		
Holding institute: Assam Sahitya Sabha, Jorhat	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006.	
Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:



পঞ্চদশ বছৰ
২য় সংখ্যা

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পৰিত্রামিহ বিদ্বতে।”

১৮৪৭ শক
জ্যৈষ্ঠ

মোৰ তীৰ্থ

আহা! তেস্তে হেৰা থায়মব স'তে এৰা জ্ঞানীলৈ জ্ঞানব গাই
এটি কথা মোৰ বাৰিবা মনত পলে পলে সখা জীৱন যায়।
এই জগতত এয়ে মাথোঁ সঁচা, বাকী সকলোটি তেনেই ভুল,—
এবাৰ সবিলে সৃষ্টিৰ বুকুত মূৰুলে ছনাই জীৱন-ফুল।

শিকিবৰ আশে প্ৰথম পুৱাতে কত পণ্ডিতব কাথত গই
শুনিলো বহুত তৰ্ক-বিতৰ্ক এই মাথোঁ এটি বিষয় লই।
নেদেখিলো কতো বিচাৰব শেষ তৰ্কই থাকে জীৱন জুৰি
শেষ লাভ মোৰ—গলো যেই বাটে সেই বাটেদিয়ে আহিলো ঘূৰি।

তেওঁবিলাকৰ লগতেই কলু জ্ঞানৰ পুলিটি গোপন কৰি
চালিলো যতনে নিজ-হাতে পানী বাখিলো হিয়াৰে আৰবি ধৰি।
গছ মোৰ বাঢ়ি উঠিল যেতিয়া গুটিটি দেখিয়ে বুজিলো মই
—সোঁতৰ দৰেই বই বই আহি ঘাওঁ বতাহতে মিহলি হই।

ধবণীর এই সেউজীয়া কোলা, ইয়াতে জনম লভিলো মই,
কিহুবা আহিলো—কিহর সৌতত—কি কাম ইয়াত সাধিম আই!
এই কোলাখনি উদগাই পুরু কাখনো উদ্দেশে উখাও হই
মকর মাজর বতাহর দবে কোন অসীমত মিত্রিমগই!

ইয়ার আগেয়ে কত বা আছিলো—কাক নো মুখিম কথাটি মৌব,
ইয়ার পাছত কোন দেশলৈ?—নোরাবো বুজিব বহসা খৌব।
ঢালা হেস্তে সখা জীরনর হুবা চিন্তা ভাঙ্গনা দূবতে থক
ধবিব নোরবা নিয়তির লীলা পিঙ্গলা ভবাই পাছবা থক।

সেই দিনা উঠি করনা-বপত এবি নখলোক সবগ পাই
সপ্তমিমগুণ, শনিব জামন, আক কত কি যে কুঝিলো চাই!
আগেতে বাটত সংখয় ছেদ কতনো নিচে কুঝিলো মই
জীরন মরণ ভাগ্যব গাঁপটি নৌরাবিলো মাথো মেলির হাঁয়।

সমুগত দেখো এখনি গুরাৰ কাঠিটি বিচাৰি নাপালো তাব,
ঢাকিছে সমুখ অন্ধ আরবণে জুমি চাবলৈকো সাধ্য কার?
শুনিলো আশ্চর্য তুমি আক মই—হল লাহে লাহে হুবটি ক্ষীণ
চুদিনীয়া মাথো তুমি আক মই—শেষত সকলো একতে লীন।

এই পৃথিবীয়ে কত যুগ ধরি কত ঋমি-মুনি জনম দিলে,
কত সাগরর নীৰর বুকুত কত লহরীয়ে নীৰলে খেললে,
কত জোনবিবি পশোমিখ জুবি গ্রহ তবা লাই বগেবে কুবে
সকলোবে মূল কালর ঢকবি সেই একদেবে সদায় যুবে।

অশেষ গঠনে নোরাবিলে কেও অসীম বহসা কবির জেদ
ক্ষণ মানরর ক্ষীণ বুকু-বল জীরন সংখয় নহল ছেদ,
শত পণ্ডিতর জ্ঞানর পোহর অন্তত পোহুরে পেলালে জয়
—প্রতি মুহূর্ততে সৃষ্টির বিকাশ প্রতি মুহূর্ততে ঘটিছে লয়।

জুবি চুয়ো কব সবগ মিয়াই হুঝিলো কাতবে জীরন স্বামি!
কোন পোহরত যাও আগবাচি তিমির পথর হাত্তা আমি?
গঠান হুবেবে ঋজিলে স্ববগে—নাই নাই কতো আলোক পণ
অন্ধ নিয়তির অন্ধ বিশ্বাসত চলে মানরর জীরন-বখ!

“যহু”

সঙ্গীত

(পৌৰাণিক কথা)

বৃহস্পতি পুরাণত সঙ্গীতর বিষয়ে এটি সম্বন্দ আখ্যান আছে। আখ্যানটির কথা যদিও রূপকভাবে আশুত, তার কথাখিনিৰে তবু সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই যে জ্ঞানপ্রাপ্তী হব তাত সন্দেহ নাই।

এখনি নাৰবে বিষ্ণুক কলে, “হে বিষ্ণু, আত্মনি দাক্ষ্য-ব্রহ্ম, আক সঙ্গীত। দাক্ষ্যং ব্রহ্মরূপ, এতেকে তোমালোক হযোটিবে সন্মিলন এযাব দেখিবলৈ ইচ্ছা করে।” তেতিয়া বিষ্ণুর উত্তর মিলে, “নাৰপ্ত অরুণে সঙ্গীত কবাব যি বিধি আছে, সেই বিধি নি নিয়মে যদি সঙ্গীত ববা হয়, তেনেহলে তিহুজন মোহিত হয়। এতেকে তুমি সেই বিধিগের বলা কবি সঙ্গীত কবা। আক এটা কথা, সঙ্গীত করিব লাগিলে প্রববকতা জর্থাৎ বব-জ্ঞান আক বিবিজ্ঞান দুজোটিকে রাগে। কাবব, বাগ-বাগিনীত স্বন্দর খৌব আক পাঠকর চরখ থাকিলেহে”

সঙ্গীতর উৎকর্ষ সাধিত হয়। সঙ্গীতর স্তিতরত যিনি-লাক পর বাহুজত হয়, সেইখৌব কেহল পরার্থবাচক, কোমোটিও পরার্থ জ্ঞাপক নহয়। কিন্তু সেইখৌব পরাবনি স্ববব লগত খৌব হলে সাক্ষ্যং বলে দেখা মিহেহি। প্রথ-মতে শবীরর মূল্যধার চকুত যি অন্নি আছ তবপবাই মার বা শর স্পন্দন উৎপন্ন হয়। সেই মার জমে নাচি-বেশ প্রকৃতি পরুজান অতিসম কবি মবত আচি সৃষ্টি পাচি। সি প্রথমে মূল্যধারত উৎপন্ন হৈ নাক্তিত আচি অতি সূক্ষ্ম হৈ নাকে; তারপর জগতর সম্বন্দবে, কঠত অস্বাক্তভারে, মূগত-বাক্তরূপে পরুজ পাট মবত সম্পর্ক সৃষ্টি ধারণ করে। মাইবে পরা বুঝিলেও পরাধাতী প্রকৃতি ঘামিশিত অর্থাৎ বাইশ টা স্তমিমগুণ আছে। তার ভিতরত চারিটা স্তমিমগুণত মডক; তিতাস, দুই সংখ্যক স্তমিত অম্বত; তৃতীয়া, তিনি সংখ্যক স্তমিত গান্ধাব; চতুর্থ; দুই সংখ্যক স্তমিত ময়াম; পঞ্চম, তিনি সংখ্যক স্তমিত পঞ্চম; ষষ্ঠ, দুই সংখ্যক স্তমিত দৈবত; আক ৭ম,

ছয় সংখ্যক স্তমিত নিমর। এইরূপে ঘামিশিত স্তমি-মগুণর পরা মূগববর উৎপত্তি হয়। এই সাতাবধ ববব খৌব, মদ্র আক উচ্চ বববদ্বাবেযে তিনি বিধ গাত আক সেই সত্ত্বববতে উৎপন্ন হোরা এ কোটি, এ শব্দ, এহেলেব সংখ্যক বাগ-বাগিনীবিদ্যাক শব্দব কঠরশত মাত্র আছে, আনত সম্পর্করূপে মাটা। হুয়াবে ভিতরত কামব আদি ছয় বাগ প্রধান আক তিহুবা বকা ছত্রিশটা বাগিনী সিহুতর পত্তী। এই পত্তাবিলাকব সকলোবাবেই অদ্বন্দ্বাবেষে আতি-ভাব, কপরতী আক পরম স্তমিমগু মূগ্ত বাগবিলাকব সমান্য প্রাপ্তিস্তি নিম্মতে রাগেয়ে উল্লেখকবা মূগতথা কেতিয়াবা আবেহা, কেতিয়াবা অববেহী আক কেতিয়াবা সঙ্গাবা হৈ পাওক। স্ববব আবেহি, অববেহি আক সপ্ত-বণ অর্ধসাবে বাগবিদ্যাক তিনিবধ হয়। কি যত, কি কঠ, চুয়েতেই সিহুতে সমানভাবে আনিকৃত হয়।

ছটা বাগর নাম: যেনে,— কামর, বমণ, মল্লাব, বিভাব, গান্ধাব আক দৌপক।
মাধুবা, ভৌটিকা, গৌতী, বাবাভী, যিগেলিকা, আক পাত্তী নামে ছয় বাগিনী বামদ বাগর পত্তী। বাগেশ্বরী, সাবনী, ভ্রামা, বৃন্দাহনী, লঙ্কাতী, আক ঠেবহরী নামে আক ছয় বাগিনী, কামর বাগর পত্তাবিলাকব দ্বাপী।
পঞ্চ কামর বাগর নাম।
কেধাবী, কলাগী, সিদ্ধাব, অণবকটা, তথাবা নামে ছয় বাগিনী বসন্তবাগর পত্তী। শামকেনী, দেবকেনী, মালিনী, কামকেনী, সত্তাবতী আক সপতী নামে ছহটি দ্বাপী।

বসন্তর এক প্রসিদ্ধ দাস আছে তাব নাম মধু।
নটী, স্ববচটা, পাতিভী, চাকরলগী, লীলা, জয়জয়তী, নামে ছয়বাগিনী মধাব বাগর পত্তী। এইপত্তাবিলাকব প্রাপ্ত দ্বাপীর নাম, চক্কাবকী, চেরুদ্বা, বসিকা, বিনালিকা, যামিনী আক শ্যামখ্যোতিক

বিভাগ বাগর পত্নীবিলাসকর নাম,— বামকেনি, ললিতা, কোকোতা, কোঁদুদী, ভৈরবী, আত সঙ্গীতী। তবস্রিনী, মণিশিলা, কিশোরী, ফেমতুংগা, কলোদিনী, আক ভীমেনত্রা বিভাগ বাগর পত্নীবিলাসকর দাসী।

শ্রীমোক্ষক সেই বাগর বিষ্ণু। গান্ধার বাগর শ্রী, কপ্তরতী, গৌরী, ধননী, মরলা, গরুড়ী, নামে ছয় পত্নী। পঠাঞ্জবী, মঞ্জীবা, গঙ্গারতী, বেগারতী, ভূপালী, গন্ধিনী, দ্বাপী।

গোবিন্দ নামে গান্ধার বাগর এক প্রেমিক দাস আছে। দীপক বাগর পত্নীবিলাসকর নাম,— উত্তরী, পূর্নিকা, গুণ্ডরী, কালগুণ্ডরী, গৌতমকরী, আক মাল। দীপহস্তা, দীপবর্ণা, দীপকর্ণা, শ্রীপীপিতা, দীপাক্ষী, আক দীপবক্স। উক্ত পত্নীবিলাসকর দাসী।

দীপক বাগর বিষ্ণুর নাম শ্রীপদমানাভ।

সঙ্গীতর লক্ষণ, কাণ, আক বাগ-বাগিনীরা, এই-বিলাসক নাম কৈ বিষ্ণুরে নাবদক সঙ্গীত আরম্ভ করিবণে আদেশ করিলে। নাবদেও 'তৎপাঠ' বুলি সঙ্গীত আরম্ভ করিলে। বিষ্ণুরে যিবিলাসক বাগ-বাগিনীরা বিধয় উল্লেখ করিছিল, নাবদে বর বহু করি সেইবোর সাক্ষ্যে আনি-বর ইচ্ছা করিলে, কিন্তু একেতো, সমর্থ হৈে মুখীল। নাবদে গোতা বাগ-বাগিনীসোবর ভিতরত কোনো স্বয়ম্ভট, কোনো খোবা, কোনো বাটতে কপৌয়া হোতা, কোনো বিবর্ধ, কোনো বিলম্ব, কোনোবা বননোহোতা, কোনোবা অলঙ্কারতীন, কোনোবা পত্নীতীন আক কোনোবা অতিব হোতা দেখা গৈছিল। তেতিয়া সর্বস্বতী (যি বাগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী) দেবীরে নাবদক হাতত বাগ-বাগিনীবিলাসকর এনে বহুত্যা হোতা দেখি মুখত কাণোব দি হাঁকিছিল। নাবদে এই কথাত অলপ বিধম পাঠ সঙ্গীত এবিধ উপক্রম করিলত বিষ্ণুরে নাবদক কলে:—'নাবদ, তুমি বহুত গীত গাইতা, এতিয়া জিবোকা। তুমি নতুন শিল্পা করিছা, কিছুদিনর পাছে তুমি এমন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হবা। তোমাক এটা কথাকৈ সাধবানকৈ সিঁট। কোনো জনে 'গান গোতা' বুলি কোতা মাত্রকতে, সম্ভার করিবণে উক্ত হোতাটো মু মুক্তির কাম নয়ে। আক যি মাহুরে

সঙ্গীত জনা-নজন। পরীক্ষা করিবর নিমিত্তে সঙ্গীত করিবণে অর্থাৎ গান গাবণে কহ, তাব চরণতো সঙ্গীত করা বিধেয় নয়ে। এই তোমাক পরীক্ষা করিবর নিমিত্তে গান গাবণে আবেশ দিহিহো, তুমি আবেশ করা য়ারে গান-সুবি লাজত পবিলা। এতিয়া তুমি উঠা, উঠি যোব এই বৈকুণ্ঠধামর সকলো ঠাই চাই লোতা; ইয়াত সকলো-বোব বাগ-বাগিনী বিদ্যমান আছে দেখা পাবা। বিষ্ণুর এই কথা শুনি নাবদে বৈকুণ্ঠধাম চাবণে ধরিলে। তাত তেও' দেখিলে যে সকলো প্রাণীরে চক্ৰকৃৎ, ভেকা-ভেক-ধবা; সকলোবেরে মধমগুণ মনোহর; তেওঁলোকর শরীরব কাঙ্খবে চাবিত্বিশ পোংব হৈছে। নাবদে এহাঁইত পৈ কিছুমান সুন্দরীরা প্রাণী দেখি আছিল। তেতিয়া নাবদে বিষ্ণুরে প্রবোধে কহে, এই প্রখালর সুবীত নাবদে, প্রাণীবোবর কিছুমান বিকৃতভাব প্রাণী দেখি পুথিতো কিব হ? তেতিয়া বিষ্ণুরে কলে,—'সেইবিলাসক বাগ-বাগিনী; তুমিহে সিঁটকৈ বিকৃতভাব কিছা। এই কারণেই সর্বস্বতীরে কাণো-বর আঁচলত মুখ মুছহাট হাঁকিছিল। বচি কোনোবা সঙ্গীতজ্ঞ আছে, তেও' শব্দর; তেও' এই সুবীতৈ আচি-হেতে হাঁকৈ আছে। পূর্ণকণ বিধবা।' সেই তেতিয়া দেবধি নাবদে গায় পাঠ বাগ-বাগি হোবোকাটো অসম্ভবকৈ মধুর। সেই সময়ত বিষ্ণু সঙ্গী-সর্বস্বতীর মাজত বহাত বহুর শৌলর্গা হৈছিল। পাছত বৈকুণ্ঠপুত্রব পর্বময়্য; তৎক্ষণ আন আন করিবিলাসকো আচি সেই বিষ্ণুসভাত বহিহাচি। এমনত বিষ্ণুরে শব্দর, গুতা আক রসাক মনব করিলে। মনব করা মাত্রকে তেওঁলোক আচি উপস্থিত হলত ইন্দ্রাসিধেরকবিলাসক। শব্দর সঙ্গীত করিবর ইচ্ছাবর তাত আচি উপস্থিত হলচি। শব্দর হহাত বিষ্ণুরে অর্থাৎ গান করি পর্বম প্লীত্বিগিত্তে শব্দর সুশিলে,—'হে শাস্ত্রে, জগ-তত কোন কাগা পর্বম সুশব্দর, আক শোক ত্বখ বিনা-শক হ? তেতিয়া শব্দর কলে,—'প্রতি, তোমাব সেইাই পর্বম সুশব্দর আক শোক-জনাশাসক। আক যে তোমাব অঙ্ক-প্রস্তাবর পবা বাগ বাগিনীশাসক উপস্থ হৈছে, সেইবোব বাগ-বাগিনীগুণক তোমাব গুণ কীর্তনময় সঙ্গীত-আন এটি পর্বম সুশব্দর আক শোক-ত্বখারী কহ'। যি জন দেগে

কি জানে, সি যেনেকৈ শোবর মাটি এড়াধব আছে বুলি চাইলে নেয়া, সেইবোবে অভিজ্ঞজনেও নানা অলঙ্কারেবো শোভা হৈে থকা বিচিহ্নে বাস্যসমূহকো তোমাব গুণকীর্তি হীম দেখিলে থকা বুলি সম্ভার নকবে। দবাচলতে, তোমাব (স্ববধর) নাম-গনত বাহুে আন কোনো প্রকাবেরে পনি-ত্রতা লাভ করা নায়া। যিবিলাসকে প্রতিদিনম গোমাব নাম-গান কলে, তেওঁ আক সম্ভারবুলি আচি নেলাগে, তোমাব নাম উল্লেখ করিলে কণিহে অগ্রময় করিব নোহোবা।' শব্দর কথা শুনি বিষ্ণুরে কলে, "হে পুণ্য কীর্তন শব্দর, তুমি যোব নাম-মাগায়া কীর্তন কবিলা, এতিয়া সেই (নাম মাগায়ায়ক) সম্ভারবে যোব বর্গ-কুহর পবিত্তপ করা; চোরাচোনে, তোমাব সম্ভার কনিব-নিমিত্তে ইন্দ্রদি দেবতা সকলো-বব উত্তরক হৈে আছে। সঙ্গীতরূপ হুয়াংব মহাবিহাত তোমাত য়ারে আন কোনো পাঠক হ'।' বিষ্ণুর এনে আশ্বাস পাঠ শব্দবে সঙ্গীত আৰম্ভ করিব হহাত, নাবদেও তেওঁর লগতে গান করিব ধরিলে। তেতিয়া লক্ষী, সর্বস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি দেবতা-বিলাসক আক ঋষিবিলাসক, সকলোবেরে একে-বাহুে শব্দবুলি চাই ব। ভগবান শব্দবে প্রথমে নাক উপাসন করি, গান্ধার বাগ আলাপ করিব হহাত সকলোবেরে সাক্ষ্যে (সুস্থিমান) গান্ধার বাগক দেখা পালে। সেই বাগব শরীর মনোহর, সুবর্ণর অলঙ্কারেবো অলম্বত, ককণত পীতবস্ত্র, আক হাত তবনতে ছুটি পত্রম ফুল শোভা পাটছে। শরীর অল-প্রসারবিলাসক বহু ঠাটরা, আক শরীরে জ্যেষ্ঠিত নবীম মেঘবোবর প্রাম-বরণীয়া। সেই মই মৌ তেতিয়াপাঠ প্রাধান বাগ গান্ধার সুবর্ণ আসনজ বহাত ভগবান শব্দবে চরিত্তক আৰম্ভ করিলে। তেতিয়া কোনো এক হুতী (সমাচর দিত্যী দেহাঙ্গাসী) আচি এই কব (ধৃতা) জুরি হিলে:—

কেশব কমলদুবী মুখকমলা
কমলনয়ন কমলাতুলমহমলা।
কুঞ্জলোহে বিজ্ঞানভূতিবিমলা। ৫ঃ =

তেতিয়া গানপণ্ডিত ভগবান শব্দবে মধুর কণ্ঠে গান-পুণ কবি পাঠগৈে ধরিলে:—
শুকচব-হেমগলনবনলা। তরুণতকঃ ভগবনম্।
জগদধনয়ন মনবদিত্ত মম্ব কলগতি সা তু ভগম্ব। +
শিহই এইরূপে সঙ্গীত করিবণে হহাত বৈকুণ্ঠধাম বিষ্ণুরে সেই সঙ্গীত একধরনে চাই ব। সম্ভার আন সকলোবোবেরে শব্দবুলি চাই ব-শাসিল। শব্দর পুত্রব সঙ্গীত করিবণে হহাত 'স্ববদকত' ওলা গান্ধার পত্নী শ্রীমাদিগী তাত প্রকাশ পাশেচি। শ্রীমাদিগীর শরীর সুবর্ণর নিচিনা বিমল, আক উজ্জ্বল আক বিচিহ্ন বর অলঙ্কারেবো অঙ্ক-মকোরা। তেওঁবো হহাতহাতে পত্রম ছুটি শোভা পাটছে। পূর্বে যি দৃষ্টীয়ে ভগবান বিষ্ণুরে সযোজন করি কৈছিল, তেতিয়া তেওঁর আকৌ দিত্যী-শাসন করি বিষ্ণুরে বিঘো-ক্তি হোতা দেখি সম্ভার একান্ত পাকি দিত্যিক-দিত্যিককৈ হাঁকিহলৈে ধরিলে। বিষ্ণুরেও সাক্ষ্যে প্রিয়ার রূপকে দেখিবলৈে ধরিলে। তেতিয়া সেই প্রিয়াঙ্গিনী দৃষ্টীয়ে গলৈ:—
বশিকেশ কেশরহে।
বস সরসিমিব মাধুশোভায় বসময় বসমিব হে। ৫ঃ +
এই ধৃতা ধাবর পাছত শব্দবে এনে চমৎকার সঙ্গীত আৰম্ভ করিলে যে ভগবান বিষ্ণুরে তেওঁক আলিঙ্গন করিবলৈে পৈ একেবোবে ত্রবীভূত হৈে পবিল। ভগবানব ত্রেজোয় শরীরে এইরূপে সুবীভূত হৈে সম্ভার বৈকুণ্ঠধাম বুঝাই পেলালে। উত্থাপি।
আমি মনীবীবিলাসকে যে সঙ্গীতত কিমান নিয়ম বাধি তার চর্কা করিছিল, এই আশ্বানটিয়ে তার সুশব্দর পবি-ভয় বিয়ে। তেওঁলোক সর্বধর বা সর্বগ্রাম অস্থবরূপে ঋনিছিল। সেই মৌলিক ধরব

যজ্ঞব	পবা	সা	মদামব	পবা	মা
শ্বভব	..	গ	পত্রমব	..	পা
গান্ধার	..	গ	ধৈবতব	..	ধা
			নিয়মব	..	নি

* হে কেশ! বিজ্ঞ অর্থাৎ নিগ্গন বৃত্তবত দক। কমলদুবী আচি বিমল মুখকমলর প্রতি কমল-নয়নেব রতীপাত কবোকা।
+ ভগবানদুবী মদামব হেমগলনবীদেবী, জগদধনয়নম্ব ককণ-তক-কণ্ঠী ভগবান রূপক অলংকন করিলে অভিজাতী হৈছে।
‡ হে বশিকেশ, হে কেশর, হে বসময়, আশোনার ময় হওক; আশুনি বসময়বোব তুল্য মোক লাভ করি সাক্ষ্যে বসময়বর ভিতরত সাক্ষ্য।

ওলাই আধুনিক বহাদুৰি প্ৰদান বোলা বা ক্ষমি ১৫, অগত হিন্দুগোবৰৰ প্ৰতিভা বিস্তাৰ কৰিছে। এই মাত্ৰ-মুৰ একত্ৰ হলেই সপ্তক সংজ্ঞা পায়। এই সপ্তকৰ সংখ্যা পাঁচটাইলৈকে দেখা যায়, কিন্তু প্ৰধানতঃ তিনি সপ্তকেটো কেছি পৰিমাণে হিন্দু সজ্ঞাত আছে। এই তিনি সপ্তকৰ বিভিন্ন নাম আছে, যেনেঃ—সোড়া বা পতীৰ সপ্তক—যাক আক্ৰমিক উনবাৰো বোলে; ২য় মন্ত্ৰ বা মধ্য সপ্তক, যাক মূলাবা বোলে আৰু ৩য় উচ্চ সপ্তক বা ভাবা। শা, ক, গা, মা, পা, ধা, নি এই কেইটা স্বাভাৱিক স্বৰ। এই স্বৰবিহীন স্বৰৰ প্ৰতি হুই স্বৰৰ মাজত একোটি বিকৃত স্বৰ থাকে। এনেকৈ স্বৰবিহীন পৰা কত যুক্ত বিকৃত স্বৰ উলিয়াব পাৰি তাৰ বিষয় বিশেষকৈ সঙ্গীতজ্ঞসকলেই জানে। এই স্বৰকেইটো অধ্যয়ন কৰি নিম্ন গায়ক বা বাগত বাগ-বাগিনীৰ সংখ্যা যে কিমানটোকে বঢ়াব পাৰে, তাৰ এটি অক্ষৰ আভাস পোৱা যায়। আধ্যাত্মিক বিদ্যান বাগ-বাগিনীৰ সংখ্যা হিছে, সেইবোৰৰ শতধন কিয়, হাজাৰ-বিলাৰ অংশবো এক অংশ কি জানি মাথোৰে নাগানে।

বাগ-বাগিনীৰ সৃষ্টি অংগন কৰি আৰোহী, অৰোহী অৰ্থাৎ উচ্চ-নিম্ন গতি ধৰি গীতগোৱা প্ৰথা আৰম্ভ দিনৰে, এতিয়াৰ নহয়।

বাগ-বাগিনীৰ বি মুক্তিৰ কথা কৈছে, সেইবোৰ কল্পিত সৃষ্টি বা ধ্যান। নিম্ন গায়ক বা বাগতৰ কাণত সেই বাগ-বাগিনীবিলাক সৃষ্টিৰ বা সৃষ্টিতা হৈ উপস্থিত হোৱা আন আন একো নহয়, — তেওঁলোকে সেইবোৰ বাগ-বাগিনীত সঙ্গীত পাই বা বজাই গীতক জীৱন্ত অৰ্থাৎ পূৰ্ণাৰ্ঠক তুলিব পাৰে। সেই পূৰ্ণাৰ্ঠক বোৱা গীত-বাসে সেই সেই মাথোৰে মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। এনেকি, তাল-ময় সংস্কৃত গীতত সাপ-বেঙ, প্ৰভৃতি নিৰীহ প্ৰাণী পৰ্য্যন্তও মুগ্ধ হয়। সুতৰাং সেই পূৰ্ণাৰ্ঠ কৰি গোৱা গীত এটি বগীৰ অঙ্গুৰ অমিতাধাৰা বা আনন্দপ্ৰোত। এনে গীতত মন নোকোমলা, নমজা, ভৱীকৃত নেহেৰা হেনি আছে ৭ আধ্যাত্মক কোৱা 'দম' এইটোহে দিটত হোমাব মন-গ্ৰাণ বুবি যায়, 'আগোন পাগৰা হোৱা, গীতৰ ভাৱে তৰুে উটি যোৱা'—অৰ্থেৰত যেন তাতো সীমহোৱা। এনে মহত্যা পোৱাহেই তৰুৱনী হৰা হুদিৰ পাৰি।

শ্ৰীসোণাবাম চৌধুৰী

প্ৰেমিক সন্ন্যাসী

(৪)

প্ৰথম সাক্ষাৎ

মাৰ্গেৰেট তানু আইকৰ তত্ত্বাৱধান আৰু আদ-বত থাকি জেৰাৰ্ড অলপ দিনৰ ভিতৰতে এজন জন-শুনা চিত্ৰকৰ হৈ উঠিল। নিচেই নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকিবলৈ ধৰিলে। মাৰ্গেৰেট জেৰাৰ্ডৰ তীব্ৰ বুদ্ধি আৰু কাৰ্য্যকুশলতা দেখি আনন্দিত হল। কিছুদিন যোৱাৰ পাছত ৰটাৰ্ডম বজাৰ ভিটক ফিলিপে সকলো দেশ-বিদেশলৈ পুত পঠাই যোৱাৰ কৰিলে "বি চিত্ৰকৰে পুৰ ভাগ চিত্ৰ আঁকি অৰ্ধ প্ৰশ্নশীত দেওৱাৰ

পাৰিও তেওঁক এটা বহুমুখীয়া বঁটা দিয়া যাব।" এই কথা দেশজুৰি বিয়পি পৰিল। কত শত চিত্ৰকৰে এই বাতৰি পাই ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু অতি অলপ সংখ্যা চিত্ৰকৰেইহে প্ৰদৰ্শনীলৈ আগ বাঢ়িল।

আমাৰ জেৰাৰ্ডেও এই কৰাৰ বাতৰি পাই পুণ-কিত হ'ল আৰু ততালিকে মাতৃহৃদয় মাৰ্গেৰেটৰ ওচৰত সকলো কথা আত্মোপাশ্ব জনালেটৈ। মাৰ্গেৰেট জেৰাৰ্ডৰ

নতুন ভেড়া-উত্কাৰ আৰু উচ্চ সুখি তেওঁক শত শত হত্যাৰ দিলে আৰু এই চিত্ৰ-প্ৰদৰ্শনীত যাতে বঁটা শত কৰিব পাৰে তাৰ নিমিত্তে চিত্ৰ আঁকিবলৈ জেৰাৰ্ডক উৎসাহ দিলে।

যথা সময়ত জেৰাৰ্ডে কেপনমান ধুনীয়া ছবি আঁকি চিত্ৰ-প্ৰদৰ্শনীলৈ যাবৰ নিমিত্তে ওপ্তত হল। যাবৰ আগ-দিনাখন বাতি মাৰ্গেৰেট জেৰাৰ্ডৰ বাৰুকুৰাৰিছ মেৰিলে জেৰাৰ্ডৰ বিষয় কিবি এখন চিঠি লিখে। পিছদিনা বাতি-পুৱা তেওঁ মাৰ্গেৰেটৰ চিঠি আৰু অৰ্থাতিত পাখত সহগ লগত লৈ আনন্দ মনেৰে মাৰ্গেৰেটৰ ওচৰত বিদায় আনি-স্বাক্ষাৰ লৈ জেৰাৰ্ডম বুলি বাওণা হল।

বাটত যাওঁতে টাৰ্গেৰেটৰ সন্নিহিতমান আত-বত জেৰাৰ্ডে দেখিলে যে এজন বৃদ্ধা মাহুৰ আৰু তেওঁৰ ওচৰতে এজনী যোড়নী—গাভৰু কিয়াকিৰি ভাবি আলিৰ দাঁততে বহি আছে। বৃদ্ধাৰনৰ গাত এটা দীঘল হালো ছোৱা (gown) মূত এটা ভেল-তেট, কাপোৰৰ টুপি, গজত এডোমৰ পোষা কাপোৰ, ভৰিত বুটগোটা; বাতৰিকে এইবোৰৰ নাম বুজিব পাৰি যে তেওঁ কোনো এজন সম্ভ্ৰান্ত পুৰুষ। কিন্তু দাছ-শাৰেবোৰ তেনেই মাগন আৰু জীৰ্ণাৰ্ণ। কায়লত্বিত তদন্ত ওলায় থকা ছাগৰ "মনি বেগটো" (পইচা থোৱা মোমা) তেনেই ৰাণি, চেপোটা হৈ আছে। এইবোৰৰ পৰা বুজিব পাৰি যে যদিও তেওঁ সম্ভ্ৰান্ত পুৰুষ তেওঁ কিন্তু নিচৰ মন-ধৰিবলৈ। আকৌ কিছ হোমোগা-জনীৰ গাত বহা কাপোৰ এটা বেৱেল ছেমিজ, তাৰ ওপৰত চাৰিওকাষে সোণৰ কাম কৰা কেকেট এটা মাথোন। মূৰৰ ওপৰত বহুমুখীয়া পটী আৰি কোনো কাপোৰৰ আৱৰণ নাই; কপৰ ওপৰে উত্কাৰ কৰা এখন হৃৎসৰ জালে (a network of silver) ভিত্তিক আছে।

বৃদ্ধা আৰু ভীয়েক হ'লোঁ হৃৎসৰলৈ কিয়াকিৰি ভাবি বহি আছে। পতীৰ পাছত পতী গৰ হৈ গ'ল; কত শত নৰ-নারী সেই বাটেৰে অহা-যোৱা কৰিলে, তথাপি কোনো মাহুৰেৰে সেই হুখীয়া মাহুৰ হালৰ ওপৰত

চকু নপৰিল। বাটেৰি যাওঁতে মাটাৰ জেৰাৰ্ড চকু সেই চকু-লো টুকি থকা গাভৰুজনীৰ আৰু কাথত বহি থকা বৃদ্ধাৰনৰ ওপৰত নপৰাকৈ নাগালিল। তেওঁ তেওঁলোকৰ পৰা কেইলোজনমান আগবাঢ়ি গৈয়ে কিবা ভাবি মেন আকৌ পাহৰুহকি আলিৰ আৰু বৃদ্ধাৰনৰ ফালে চাই হুহিলে,—"বৃদ্ধাৰেট, আপোনালোক ইয়াত কিয় এনেকৈ বহি আছে?" বৃদ্ধাৰনে আৰাভগা মাথোৰে উত্তৰ লিখে, "যোগাই, লুখানে-জোকে বহুত বাট খোজ কাঢ়ি আহিছা; বৰ ভাপৰ গাৰিছে, সেইবোৰি ইয়াতে পথেক জিৰাইছো।"

এমন অচিনাকী ভেৰাৰ আগত বাপেকৰ এট অবা-চিত উত্তৰ শুনি ছোৱালীজনীয়ে বোধ হয় লজ পালে। তেওঁ এমলীয়াৰকৈ সিয় নি লাজেৰে তলমূৰকৈ থাকিলগৈ। কিন্তু নিজৰ দীনানুহাৰ কথা প্ৰকাশ পোৱাত মনত ভাল নালাগিল। গতিকে সকলো লাজকে কাটি কৰি থৈ লাগেটৈ মাত লগালে, "নহয় ডাক্তৰীয়া, বহুত দূৰ বাট বেজকাৰি অহা বাবে অলপ জিৰাইছোই।" ভীয়েকৰ কথা শুনি বাপেকে উৎসাহিত হৈ লগালে, "নহয় যোগাই নহয়; দুবৰ বাবে নহয় অনাগবেই ইয়াৰ ষাই কাৰণ।" ভীয়েকে বাপেকৰ পলত সাৰটমাৰি ধৰিলে আৰু কানে কানে কলে, "পিতা, সেইজন অচি-নাকী মাহুৰ সেইবোৰ কথা কিয় কোৱা? বেগা নোলাগেনে?"

কিন্তু জেৰাৰ্ডে কাৰো কথালৈ বাটালে তৎক্ষণাত আলিৰ দাঁতৰ পৰা কেডালমান ধৰি বুটনি আনিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে একুবা ছুই ধৰিলে। তাৰ পিছত কঁকালৰ পৰা বোৱা-লোৱা বস্ত্ৰৰ বেগটো (বেগা) নমাই এটা (iron flask) গোৰফোপোলা বটল বাহিৰ কৰি তাতে কিছুমান পানী ভৰালে। ছুইৰ তিনিওকালে তিনটা বুটী মাৰি সেই চিৰপৰাৱীয়া ৰঙলটো ছুইৰ ওপৰত তুলি লৈ বহুহেটোত কিয়াকিৰি পেলাই দি নিছে। ছুইৰ ওপৰত পেট পেলাই পৰি বহুহেটোত ধৰিলে। অলপ বেগি ছুই দুবাই ওপৰলৈ চাওঁতেই গাভৰুজনীয়ে ওপৰত চকু পৰিল। গাভৰুজনীয়ে বোধ হয়

চোরাংগারে জেভার্ড গতি-বিধি নিবীকরণ কবি আছিল। জেভার্ডে গুপনইল চাওঁতেই তেওঁৰ চকু গাভৰুজনীৰ চকুত পৰিল—গাভৰুজনী ধৰা পৰিল। যৌৱনমতী ইতিবিধি বিবিধমিটো টিপাখাৰি ধৰি মুখখন একমুখীয়া কৰিলে। জেভার্ড যেনেই আছিল তেনেই পাকিল, তেওঁৰ চকুজ্বৰি ছোবাগীজনীৰ পৰা আঁতৰাব নোহাবিলে। এক মিনিটমানৰ পাছত ছোবাগীজনীয়ে জেভাৰ্ডৰফালে এৰাৰ কেবাবটিক চালে—আকৌ ধৰা পৰিল। জেভাৰ্ডৰ হিচাপ মজুত বিহুলী খেলিবলৈ ধৰিলে। গাভৰুজনীক জিবলগনীয়া স্ত্রী-সহচৰী লগাই আঙঠি ধৰিলে—তেওঁ আক ডেকৰ পিনে চাপি নোহাবিলে, শাৰতে ভয় পৰি লগ্ন পাহিট যেন হৈ পৰি ধৰ। জেভাৰ্ডে তৰাপি সেকফালে চাই হাঁহি এটি মাৰি কলে—“এট পিনে ~~কো~~ হুই, হুই আছো। এই এট বুলি মাটোৰ জেভাৰ্ড পথাৰৰ ফালে লৰ দিলে।

(৩)

বিধি-পথাৰি

টাৰ্গো এখন সৰু নগৰ। তাৰ চাৰিও কাষে ভালেখিনি মাটি-পাহাৰী আছে। তাৰ বাৰ্গোমাটোৰ (জমিদাৰ) ঘাইছৰেট, চোৱাইতম নামেৰে এখন মধ্য কৃষক মাহুৰ। তেওঁ যেনে ৰূপন তেনেকুৱা জুৰাচোৰ। ইয়াছেই কথাখিনি অলপ বিবিধ কোৱা বাওক।

টাৰ্গোৰ ওচৰতে চেভেন বাৰ্গো নামেৰে এখন সৰু পাঠ আছে। এই সৰু গাওঁখনত জেভাৰ্ডো ধনী মানী নহাওঁ মাহুৰ বাৰ কৰিছিল। আদি যে বাটতে লগ পাইছো সেই বৃদ্ধাৰুজনী নাম পিটাৰব্ৰেও। এওঁৰ পিতা-মহনকলে চেভেন বাৰ্গোত ধৰ খৰখাতিৰে বাস কৰিছিল। তেওঁলোক জীয়াই থকা কালত ঘাইছৰেটৰ বেছি আধিপত্য নাছিল। তেওঁ নামভেৰে বাৰ্গোমাটোৰ, কিন্তু কোনোবোৰে তেওঁৰ কথাতে মচাগিছিল। সেই বৃদ্ধাৰুজনী আৰু তেওঁৰ বাপেকক মোসোপাকৈ কোনো মাহুৰে জমিদাৰক, অইন কথাকে নকওঁ—এনেকো, খাজানা-পাতিকে নিদিছিল। কি সামাজিক, কি বাৰ্গোমৈত্ৰিক, সকলো বিঘতে গাৰ্গলীয়া বোৰে পিটাৰব্ৰেও আৰু তেওঁৰ বাপেকৰ কথাসকলো চলাইছিল। “কিন্তু মাহুৰে পাতে ঈশ্বৰে তাকে।” হুধৰ

দিন আহিলে জাকে জাকে বিপদ আছে। পিটাৰব্ৰেওৰ বাপেকৰ মুত্ৰাৰ লগে লগে, তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা লাগে লাগে কমি আহিবলৈ ধৰিলে। তাকে আকৌ হেনেই ধৰ্মকৰ্মৰ মূল—গতিকে গাৰ্গলীয়া গোকা-চোৱা মাহুৰবোৰো ধৰ্ম আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে ব্ৰেও চাৰাৰৰ পৰা আঁতৰি পৰিল। তাৰ লগে লগে পূৰ্ণ মান-মজান অৱস্থান হল। ধৰ্মৰ লগতে মান কল, সুখ্যাতি হল, সম্পত্তি গল—বাকী সেই জীয়েকজনী আৰু ভগ্না গৰা এজোৰা। এই বেগতে পিচাচ-প্ৰকৃতি ঘাইছৰেটৰ মন নাচি উঠিল। সেই কেইদিনে হেৰেই সৰ্ব্বস্বপ্না; তেওঁৰেই হঠ-কৰ্তা-বিঘাতা হৈ পৰিল। নানাবকম কল-কোপল কৰি প্ৰথমে গাঁৱনীয়া কোৱা মাহুৰবোৰক হাত কৰি ললে। তাৰ পিছতে পিটাৰ বৰ্গোমৈত্ৰিক পোহালে। শেষত বনকৈ তেওঁৰ মাটি-পাহাৰিদি নিৰ্বন নামত পাঠী কৰিলে পিটাৰক বাটৰ ভিকছ কৰিলে।

আজি সেই মহাৰূপন, জুৰাচোৰ ঘাইছৰেট, বাৰ্গাৰ চিত্ৰ-প্ৰদৰ্শনীলৈ বিনা নিমন্ত্ৰণে নানা বৰণৰ ধুনীয়া বহুমুখীয়া সাঙ-পাৰ এজি পাৰ এটাৰ পিঠিত উঠি বটাওঁমলৈ বাজা কৰিছে। বৃদ্ধা বয়স; ভবি-বাতত জেভা-পানী এটোপা নাই; চকুজোৰ কোটকট বহিছে, গাল ধৰণ মোটোকা-মোটোৰ হৈছে। গাধৰ গুপনত কি অপূৰ্ণ ভৱৰ্ষ মুঠি!

বাপেক-জীয়েক বাটৰ দাঁতিতে জুইৰ গুৰুত বহি পোখা-লোখাৰ কাৰণৰ কথা দেখি তেওঁ পাথটোৰ পৰা নামিল আৰু পিটাৰক লক্ষ্য কৰি গাৰুধৰকৈ কব ধৰিলে, “কি পিটাৰ! ইমান নীচ, ইমান দীন-পৱিত্ৰ হালিনে? এই বাটৰ দাঁতিতে পোহিমিয়া বাৰ্গাৰ ভিক্কৰ নিচিনা খোৱা-লোখাৰ যোগাৰ কৰিছ? ছিঃ, ছিঃ!” এই বুলি কৈ তেওঁ বাৰ্গোতখন বেগত স্মৃশলে আৰু হাতখন ভিতৰতে ইলান-সিফাল কৰিব ধৰিলে—ভয়, কিজানি পাউও (সোণৰ মুত্ৰা=১৫) বা ছিঃ (কোণৰ মুত্ৰা=৫) এটা হাতত লাগি ওলাই আছে! কিন্তু ভাগ্যকমে একো ওলাই আহিল।

এনেতে পথাৰৰ কাণৰ পৰা জেভাৰ্ড হেফাই-কে’ফাই

লৰি আহিল আৰু কাৰোফালে ক্ৰক্ষেপ নকৰি শেট পেলাই পৰি উঠাৰ নোপোৱাকৈ জুই ফুৰাবলৈ ধৰিলে। তাকে দেখি ঘাইছৰেটৰ চকু বজা হল, জ্বৰৰ অন্তস্থল কঁদি উঠিল আৰু ভিতৰৰ পৰা যেন কোনোবাই তেওঁক কৈ দিলে, “জুৰাচোৰ, এইখাৰ ধৰা পৰিছ।” ঘাইছৰেট তাক আৰু ধৰেহেৰা নাথাকিল; জেভাৰ্ডৰ ফালে এৰাৰ মাথো জেভাৰ্ডকৈ চাই লগে লগে বটাওঁমলৈ ফালে বোৰ ললে। জেভাৰ্ডে “কিত্ত সময় জুই ফুৰাই পাৰাটো জুৰে পৰা নমাৰ আনি বৃদ্ধাৰুজনীৰ ফালে চাই কলে, “বৃদ্ধাৰুট, চাহ তৈয়াৰ কৰেছ”, এতিয়া—পিটাৰে জেভাৰ্ডক কথা শেষ কৰিবলৈ নিবি উপবাই মাথ লগালে—“কিন্তু ইমান গুৰুত তপতে কোনেই কোৱা যায় যোগাই?” তাকে শুনি জাকেকে মিচিকিয়া হাঁহি এটি মাৰি উত্তৰ মিলে—“~~কি~~ নলৰ হাঁহি আনিছে নহাৰে?” তেতিয়াই জেভাৰ্ডৰ মূগাম ভাগিল, তেওঁ গাভৰুজনীৰ ফালে ব-লাগি চাবলৈ ধৰিলে; গাভৰুজনীয়েও জেভাৰ্ডৰ চকুৰ পিনে চালে—চাৰিও চকুৰ মিলন হল। জেভা হাঁহি গুটি মাৰি ইহুধ-সিমুধ কৰিলে।

জেভাৰ্ডে পিটাৰৰ কঠ হব বুলি নিজেই তেওঁৰ টুপিটো দাৰি ধৰিলে আৰু তাতে পাৰাটো ধৈ নলৰ হাঁহি গজোথৰ পিটাৰৰ মুখত লগাই দি কলে, “আপুনি এতিয়া পি থাকক।” পিটাৰে কেইবোপমান চাহ আৰু ছুডোৰমান কটী খায়েই হাঁহিখালে ধৰিলে আৰু জেভাৰ্ডক শত শত ধনাদান দি কলে, “পেৰাপাই তুমিছেই মোৰ প্ৰাণ ৰাখিল; হোমাৰ গুৰুত মই চিৰজন্মী, চিৰতৰু জীৱিকা! তোমাৰ কীৰ্ত্তনই ধনা; যিধনে তোমাক পাৰেই নথল বানিবলৈ দিছে তেওঁী ধনা; যি দেশৰ দি ভাতিয়ে এনেকুৱা জীৱনদায়ক, শান্তিদায়ক, সুখানিবাৰক বস্তু প্ৰস্তুত কৰিছে সেই দেশে ধনা। মই আৰু তোমাৰ এই চাহ-পানী খাই ডেকাৰ নিচিনা তেওঁী আৰু বনৌ যেন অৱত্তৰ কৰিছো। মই এনেকুৱা চাহ ৰান্ধনভো খোৱা নাই—মই আৰু ইয়াৰ খাই বৰ্গ সুখ অৱত্তৰ কৰিছো।” বয়সী, ধনা, ধনা!” এইবোৰ পিটাৰে জেভাৰ্ডক শতশত ধনাদান দি থাকোতেই তৰুতাই কাহি তেওঁক হেঁচি ধৰিলে আৰু সেইদিনেই তেওঁৰ টোপনি

আছিল। বাপেকৰ টোপনি অহা দেখি জীয়েকে মাতিলে, “পিতা, কি হল? আকৌ নাথৰ কিয়?”

পাঠক-পাঠিকাসকল! ইয়াতেই গাভৰুজনীৰ নাম কোৱা বাওক—তেওঁৰ নাম মাৰ্গেৰেট ব্ৰাও। জুল নকৰে বেল, জেভাৰ্ডৰ মাতৃকুল্যা মাৰ্গেৰেট ভানু আইক আৰু মাৰ্গেৰেট ব্ৰাও একেবাৰেই বেদেগ হুৰখাৰী মহিলা।

এতিয়াৰ পৰা মাৰ্গেৰেট ব্ৰাওক মাৰ্গেৰেট বুলিয়ে কোৱা হব। মাৰ্গেৰেট পিটাৰৰ একমাত্ৰ সেনেহৰ জীয়েক। জেভাৰ্ডে যোঁত্যা বুলিলে যে পিটাৰৰ টোপনিক আহিছে, তেতিয়া মাৰ্গেৰেটৰফালে চাই লগেইক হাঁহি এটি মাৰি ত্ৰখিলে, “মিছ, তোমালোক কঠল বাৰা”। মাৰ্গেৰেট ইহুধ-সিমুধকৈ ইফালে সিফালে চাব ধৰিলে—কিমানো কোনোবা মাহুৰ ওচৰতে আছে, কোনোবা তেওঁলোকক কথা-বতৰা কোনোবাই শুনে। ভয় ভয়কৈ উত্তৰ দিলে, “আনি বটাওঁমলৈ ধাম।” জেভাৰ্ডৰ আৰু গ্ৰন সোখা নহল; সোহেই বা কোনেইক? তেওঁৰ বে জ্বৰ আনবেই উপচি পৰিল। যাৰ লগত কথা এৰাৰ পাতিবলৈ ইমান ব্যাকুল, যাৰ চকুৰ ফালে এৰাৰ চাই মন-প্ৰাণ লাঙ কৰিবৰ নিমিত্তে ইমান আতুৰ, তেনেকুৱা লগৰীয়া একনী আৰু জেভাৰ্ডৰ পথৰ পথিক। জেভাৰ্ডে মাৰ্গেৰেটৰ ফালে ব-লাগি অবাৰু কৈ চাই থাকিল।

মাৰ্গেৰেটে লগতে তলমূৰ কৰিলে আৰু একো কথা কিচাৰি নাগাই শুধিলে, “মাটোৰ, ওজাল নলৰ হাঁহি কিয় আনিছে?”

জেভাৰ্ড—“কিয়? এডাল বৃদ্ধাৰুজনীৰ বাৰে আৰু এডাল জোমাৰ আৰু—মাৰ্গেৰেটে মিচিকিয়া হাঁহি এটি মাৰি জেভাৰ্ডক আৰু কব নিদি বাধা দি কলে, “কি? কি?” জেভাৰ্ডেও কথাৰ পম পাট, তৎক্ষণাত প্ৰব সলাই কলে “আনটো জোমাৰ নিমিত্তে আনিচো। যদি অৱজ্ঞাৰ কৰি সেইজাল এতিয়া মোকো দিৱা তেনেকো— মাৰ্গেৰেট—মাটোৰ জেভাৰ্ড, ভাল নাগালে। এই মলভাল আপোনাৰ হে, মোৰ? কোনেইক হব? আপুনি

ইমান কষ্ট কবি এইমাত্র সৌ পথাবর পরা কাট আনিছে নহয় ?

জেবাড—অন্তরে, মই কাটি আনিছো সেই যাবেই ই মোব। কিন্তু এতিয়া তুমি তাক মুখত বি চুবা কবিশা নহুনে ? দেই নিমিত্তেই ই তোমাথহে।

কথা শুনি মার্গেবটের মুখ বড়া পবিল। কথা পুখুরী মাজত চন্দ্রোদয়র সময়ত সুগি থকা পড়ম-পাহি যেন হৈ উঠিল। জেবার্ডর ফালে চাই কব ধবিলে, "মাস্তার জেবাড", ইয়াত আপোনার সম্পূর্ণ বহু আছে। আপোনার বহু আশুনি নিয়ক। বি বর বিনাধাকায়ো কাচি নিমি পাবে তার নিমিত্তে ইমান কানৌ-কাকুতি কিয় থাকে ?"

জেবার্ডর মুখ কটা সাইদ। তাকে দেখি মার্গেবটে হাঁহি এটি মাঝি আকো কলে, "কমা কবিব, মাস্তার জেবাড"। বাক, এইটো মোব। তেনেহলে আপোনাক এতিয়া ব্যবলে দিলো।"

জেবার্ডর মুখত হাঁহিব সগায় হল। মুখ উজ্জ্বল হল তেওঁ কলে "তেনেহলে, এইটো কাবো নহয় ছুয়োহো হগ নহুনে ?" এইখুনি জেবাডে নিজর ভাগর চাহখিনি বাই মার্গেবটক আকো কলে, "এই নয় ঠাবিডাল বেতিয়া দুয়োহেই হল, তেনেহলে এতিয়া ইয়াক ভগাই লোবা য়োক।"

মার্গেবটে—আপোনার লগত কটাৰী আছেনে ?

জেবাড—কটাৰী কিয় লাগিছে ? দুয়ো দৈতবে কাকুবি হুখত কবি লওঁ আরা। এইধা ছুমি এইটো মুখ—মই সিটো মুখত কামোর মাঝি ধরো।

মার্গেবটেয়ো বিনাধাকে। সিটো মুখত কামোর মাঝি ধবিলে।

(৬)

চিত্র-প্রদর্শনী

পিটার, জেবাড আক মার্গেবটে ভিনিও রটার্ডন নগরত উপস্থিত হইলগৈ। কিছুবর পৈয়ে পিটার আক মার্গেবটে জেবার্ডর ওচরত বিহার লৈ অন্য বাট ললে, জেবাডেও অকলে অকলে চিত্র-প্রদর্শনালৈ খোজ ললে। বিহার কাশত জেবাডে মার্গেবটের ফালে কেবাইকৈ

নোচোবাকৈ থাকিব নোহাবিলে। তেওঁ বিনাধাকে মিচিকিয়া হাঁহি এটাবে তার প্রতিভান দি নিজ নিজ পথত আগ বাঢ়িল।

বটার্ডন নগর জেবার্ডর অচিনাকী ঠাই; কাজেই অলপ দূর পৈয়ে তেওঁ কোন পথেবে কলে যাব একো ঠিক কবিব নোহাবি বাট হেৰুওলে। তেওঁ বিপিনেই বাট দেখে সেইপিনেই যাব ধবিলে; যেত দুই গাবিনন মাহুহ শোটি খোলা যেন পাগে তাইল লব দিলে। বাটতে থাকে লগ পায় তাকেই দেখে, "হেবা বাগাব প্রদর্শনী ক'ত হৈছে ?" কোনোরে বা উত্তর দিলে, কোনোরে বা ঠাট্টা কবি 'মা, মা' বুলি কলে আক কোনোরেও 'হেবা'ইকৈ কৈনোনে। জেবাড বিনোদিত পবিল। তেওঁর মন উজ্জ্বল-গুণ্ডল লাগিল। "মার্গেবটেকে হেঙ্কালো—ইপনে প্রদর্শনীও দেখা নাশালো। কোন বাটবে প্রদর্শনী ঠাইলৈ যাব লাগে পিটারক কিয় হুহু-বিগো ? ছি, ছি, কি খুশিইয়া হ কবিলো ?" এইধবে তেওঁ মানা বক অস্ততাপ কবিব ধবিলে। এবার ভাবিলে, "মার্গেবটক বিচারি য়োক কিছ তেওঁলোকো বা ক'ত আছে কেনেই জানো ?" জেবাড উত্তর লকট পবিল।

এনেইক হুখীমান ঘরি ছুবি তেওঁ একো তত ধবির নোবাৰি অশ্লেষত নগরর বাহিরে এখন সুখি পথাবর ফালে খোজ ললে। কিছুবর পৈ দেখে যে সেই ফালে দুই চাবিনন, মাহুহ যাব ধবিলে। তেওঁী সিইত পিছ ধবি ছবিলেগৈ—"হেবা, বাগাব প্রদর্শনী ক'ত হৈছে ?" তাবে এখন মাহুহে উত্তর দিলে, "দৌ যে দুইবত মাহুহ-যোব খুগা লাগিছে ভাতের।"

জেবাডে উত্তাহ পাগে। বাটর মাহুহক পিছ পেলাই তেওঁ তাইল লব দিলে। ওচরলে পৈ দেখে যে তাত মাহুহর বব ভিব হৈছে এনেক বিব দিও ভিতবলৈ সোমাব নোবাৰি। ভিতবত চিত্র-প্রদর্শনী সভা বহিছে। জেবাডর মন নাচি উঠিল। ভিতবলৈ যাবর নিমিত্তে তেওঁ ছটফট কবিব ধবিলে। কোনোমতে কিশাকুটিবে মাহুহর ভিব ট্রেনি-বেটি সভামণ্ডপর ছায়া মুখত উপস্থিত হল পৈ। তাতে মাহুহর মাহাৰি। ছায়ায় দুয়োকায়ে

চারি পাঁচজন দুখী বিয় হৈ আছে; বিনা টিকিটে কোনো মাহুহকে ভিতবলৈ যাব নিরিখে। তাত পচা মি কিনা টিকিট নাছিল। প্রতিযোগী চিত্রকবোবর, ডাক্তর ডাক্তর ভুলোকসকলক আক বাগাব লগা ভগা বন্ধ-বাধকবোবর আইপের একোখন টিকিট দিয়া হৈছিল। যাব লগত জেনেকুয়া টিকিট একোখন আছিল তেওঁলোক মাত্র ভিতবলৈ যাব পাবিছিল।

জেবাডে দুখোজমান আগবাঢ়ি গৈয়ে দেখে যে সেই পবিত্রত বৃদ্ধ পিটারেও আক আশ্চর্য মার্গেবটে দুয়ো ভিতবলৈ যাবর অহমতিব নিমিত্তে দুখী কেজনক কানৌ-কাকুতি কবিব ধবিলে তথাপি পাণিষ্ঠইতে তেওঁলোক অহমতি দিয়া নাই। কারণ তেওঁলোকর হাতত কোনো টিকিট নাছিল আক টিকিটহেই না আশুনি কি ? কন উইলিয়াম পিটারে জাগিনেক আক মার্গেবটের ককায়েক হ। তেওঁলোকে দিনা নিমগ্ণে নিজর প্রদর্শনী ভাবি বিনা টিকিটে প্রদর্শনী চাব আতিছিল ইয়াত যে সেইখন বেপার বহিছে কেনেইক জানে ? দিকি নহতক জেবাডে মার্গেবটক দেখা পাই থাকিব নোহাবিলে। এখাও দুখোজক ৩৮৯নং পৈ লাটেক মার্গেবটের মুরতে হাতখন হিলেপৈ। মার্গেবটে উচর পাঠ উঠিল—চকু পির হল—চারিও চকুর মিলন হল, অহুহে অহুহে কথা হল—দুখকে লোক আকোলাগি ধবিলে।

তাকে দেখি এখন বেমেয়ীয়া ছুখীয়ে হৈ উঠিল, "বেছ—এতিয়া কেনে ? এতিয়াহে মনোমত লগ মিছিছ ?" চাবিকালে হো হো কবে হাঁহিব যোগ উঠিল। মার্গেবটে খত মত খাই জেবাড হাতখন টুতংগায়া পাব পরা আঁতরাই দিলে আক চাবিকালে চাই চকু পকাই কব ধবিলে, "অসত্য কানোবাহত ! মোব কোনো জেন বন্ধ নাই। মই তইতর এই অসত্য দেশত বন্ধুদীন হৈ পবিছোহি। এওঁ এখন বুদ্ধক মান-সম্মান কবোতা, মোব নিয়াপ্রকর আশ্রয় দিওতা, বিপরত উদ্ধার কবোতা, মোব তাব পুংফালে অঙ্গ-শরভাৰী চিপাহীকোব শাৰী শাৰীকৈ বহি আছে। পশ্চিমফালে বাগাব ডাক্তর ডাক্তর ভুলোক-সকল, উত্তরে ভ্রমহিলাসকল, আক দক্ষিণে প্রতিযোগী চিত্র-কবোবে নিজ নিজ জিহা আগত লৈ বহি আছে। চিত্রক-

প্রমি-কিন্ত জেবাডে গতি বিঘম দেখি আগবাঢ়ি গল আক দুখীজনক টিকিট এখন দি কলে, "দুখবী, মই এখন প্রতিযোগী চিত্রকব।"

দুখবী—তোমার নাম কি ?
জেবাড—জেবাড, মিষ্টার টলিগামব পুতেক।
দুখবীজনে টিকিটখন ইকাল-সিকাল চাই হাতত লৈ কলে, "তুমি ভিতবলৈ যাব পাৰা।"

জেবাড—মোব এই বন্ধ হুজনে পৈতে ?
দুখবী—নহয়, সিইত তোমার বন্ধ নহয়। সিইত তোমাতকৈ ছহ কাঠয়ে আছে।

জেবাড—আছিলেই বা কতি কি ? তেওঁলোক মোব পরম বন্ধ ; তেওঁলোক লগত নহলে মই কেনেইক যাম ?
দুখবী—কেনেহলে বাহিরত থিয় হৈ থাক।

জেবাড—কি ? বাহিরত থাকিব লাগে ? সেইটো কেতিয়াও হন নোবাৰে।
দুখবী—নিমিলে কি কবিনা ? চাওঁচেন কেনেইক যোবা।

জেবাড—"জানি যামেই।" এই বুলি জেবাডে চিত্রাবি বধিলে, "মহাভাৰ দিলিপ, আপোনার দুই ছুখবী-ইতে প্রতিযোগী চিত্রকবর এমনক ভিতবলৈ যাব নিরিখে।" দুখবীইতর তত হোপা। লনাবনিক সিইতে ভাতটাকৈ ডাইকৈ চিত্রাবি কলে, "হেও, দুখাব এবি সে হুইইত। জেবাড সগায়বে ভিতবলৈ য়োক।"

জেবাড বিলাকটৈ মার্গেবটে আক পিটারক হাতত ধবি চিনে সোমাটলগৈ।

জিহা-প্রদর্শনী আৰম্ভ হৈছে। সভার কেন্দ্রস্থলত এটি গুথ মণ্ডপ। তার ওপৰত চিত্র-বিচিত্র কামোবেবে চকাল মেজ এখনর চাবিকালে চাবিনন চকি পতা। তাবে এখনত বাগা দিলিপ, বিত্তী, শমত বাণী, তৃতীয়খনত জন উইলিয়াম আক চতুর্থখনত মিছ মেবির সপক্ষে বহি আছে। তাব পুংফালে অঙ্গ-শরভাৰী চিপাহীকোব শাৰী শাৰীকৈ বহি আছে। পশ্চিমফালে বাগাব ডাক্তর ডাক্তর ভুলোক-সকল, উত্তরে ভ্রমহিলাসকল, আক দক্ষিণে প্রতিযোগী চিত্র-কবোবে নিজ নিজ জিহা আগত লৈ বহি আছে। চিত্রক-

বোম্বের চিকিৎসকাল মাল-মূল্য, দৌৰ-বেলা, পাশোখানি আদি হব ধৰিছে; পশ্চিমৰ ফালে, হাতী-দৌৰ, বোৰা-দৌৰ আদি কৰ্মৰ খেপা হব ধৰিছে; উত্তৰৰ ফালে মান-বকম পান-পান্ধনা হব ধৰিছে; পুথফালে, খোৰা-খোৰাৰ বেগোৰ বৰা হৈছে, বাৰ খাবৰ হৈছে হৈছে দেখে উঠি গৈছে আৰু খাইছেগৈ। সত্ৰাছনিৰ চাৰিওফালে দৌৰ বেৰা; কেৱল পুথফালে সত্ৰাছলত সোমাবৰবাট। প্ৰায় চমুৰামান মাতী আন্তৰি ধৰা এই সত্ৰাছলিত খে-নদৈ মাছ হৈছে। বেবৰ গাধিহতা মাছৰ আৰি অস্তই নাই-লোম বেবৰ গুপেহে-নহলে বাজা-প্ৰজাৰে এখন প্ৰাকৃত মাছৰ-নাশৰ হনহেপন।

জেৰাৰ্ডে বেগেটৰ প্ৰেৰণনী কেতিয়াবাই আৰম্ভ হৈছে। মাৰ্গেৰেটৰ চিত্ৰকৰ্মৰ বহিৰৰ ঠাই দেখু-হাই দি তেওঁ লবানবিতক চিত্ৰকৰ্মৰ শাৰীত সোমালগৈ। লবানবীৰ চিত্ৰকৰ্মকৰণৰ পৰা জাৰ্মিৰ পাৰিলে যে বেছি সময় নাই, কেৱল ২০তমবছৰে চিত্ৰ চাব বাকী আছে। এনেতে এজনৰ ডাক পৰিল। 'তেওঁ উঠি গৈ তেওঁৰ চিত্ৰ দেখুৱালে। তাৰ পিছতে আমাৰ জেৰাৰ্ডৰ পাল আহিল। জেৰাৰ্ডে কঁপি কঁপি চিত্ৰকৰ্মখন হাতত লৈ দেখেৰ ভৱৰ পাৰ্শ্বলৈ। বাৰ্মা-বাণী সকলোকে প্ৰণাম কৰি তেওঁ চিত্ৰকৰ্মখন দেখেৰ ওপৰত ধলে। বাৰ্মাই জেৰাৰ্ডৰ চিত্ৰ দেখি আচৰিত হল আৰু বাণী, কুঁৱৰী আটাই কেজনকে হাঁহি হাঁহি দেখুৱালে। জেৰাৰ্ডে 'আকৌ প্ৰণাম এটা কৰি নিজৰ হাঁহিত বহিছালি।

এখটামান পাচতে প্ৰশৰ্মনী শেষ হল। চাৰিজন চিত্ৰকৰে চাৰিটা বঁটা পালে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম হল মাটীৰ জেৰাৰ্ড। এই কথা শোষণ কৰি ভয়ানক চাৰিওফালৰ পৰা হাত-চাপৰিৰ বোল উঠিল জেৰাৰ্ডে 'আশাতীৰ বঁটা লাভ কৰি পুণকিত হল। সত্ৰা ভ্ৰম হোৱাত তেওঁ মনৰ আনন্দৰ সৈ অস্তৰ পলি কৰৰ নিমিত্তে মাৰ্গেৰেটৰ ওচৰলৈ লৰ দিলে। মাৰ্গেৰেট হেৰোৱা হন হাতৰ পাৰ্শ্বলৈ জেৰাৰ্ডক বিনন্দতে আপোন-পাৰবা হৈ নিজৰ মন-প্ৰাণ পুৰি সি সকলো কথা মাৰ্গেৰেটৰ আগতই হাঁহি হাঁহি এটা এটাকৈ কব ধৰিলে।

সত্ৰা ভ্ৰম হোৱাৰ পিচত সকলো মাছৰ বিহাৰিহি শুভি গগ; কিন্তু তেওঁলোকে তিনিও কাকোই বহি থাকিল। বৃদ্ধ পিতাৰে ভাৰিছে যে উইলিয়ামে কেওঁলোকক দেখা পোৱা নাই সেই দেখিছে তেওঁহে কেওঁলোকক মাত নিদিলে। জাৰ্মি-চিন্তি তেওঁৰ মনে বহি আছে। ইপিনে জেৰাৰ্ড 'আৰু মাৰ্গেৰেট ইজনে সিজনক পৰামৰ্শ কৰাতোই ব্যস্ত।

মাৰ্গেৰেট লাহেকৈ মূৰটো জেৰাৰ্ডৰ কোণাত থৈ দি গাতে হেলন দি শৰি নিজে নিজে কব ধৰিলে, 'কি হুম্বৰ বাদ, কি হুম্বৰ হাঁহি, কি হুম্বৰ পুথুৰোৰ।' হিৰিনেই চকু মিল সেইদিনাই হুম্বৰ। পছৰোৰে কি হুম্বৰ সেই-টোৱা সাধু-পাৰ পিছি হালি জাৰ্মি মালিৰ ধৰিছে। মূল বোৰে কি হুম্বৰ হুম্বৰ ইজনাৰে মধ্যত থৈ হাঁহিৰ ধৰিছে। গভৰ ডালত পৰি চৰাইবোৰে পৰামৰ্শবোৰে কি হুম্বৰ মল্লত গাইছে। সেই কণিনী নিৰ্ভৰাবোৰে কুৰু কুৰু হৰে ইশপান গাইছে। 'আহা কি মনোমদুৰ !!!'

জেৰাৰ্ডে মাৰ্গেৰেটৰ পাত হাত বুগাই থাকোতে লাহেকৈ এটা চিকুট মাৰি নিলে আৰু কিবা কব বুজিলে। মাৰ্গেৰেট বাধা দি কলে, 'ব্যয়চান, হুয়েক; সেই নিৰ-বাটীয়ে কি হুম্বৰ গীত গাইছে কন্যাজে।' 'ব্যস্তক সময় নীৰবৰ থাকি আছে। মাল-লপালে, 'মাটীৰ, আপুনি কি চিত্ৰলৈ প্ৰতিযোগিতা কৰিব আছিলি হ' জেৰাৰ্ডে 'আনন্দেৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে।

মাৰ্গেৰেট—হি কি মহত:ৰ, আপুনি আকৌ এটা বহুমূলীয়া বঁটা পাব।

জেৰাৰ্ডে 'আচৰিত হৈ হুহিলে, 'কি বটা ? তুমি মোৰ কিবা চিত্ৰ দেখিছা? মেকি হ'।

মাৰ্গেৰেট—মই ? নাই একো দেখা নাই। তথাপি আপুনি এটা বঁটা পাব।

জেৰাৰ্ড—মহাে আশা কৰিছো, তুমিনো কিয় ভাবিছা ?

মাৰ্গেৰেট—কাৰণ আপুনি মোৰ বৃদ্ধ পিতাক বুৰ দৰা কৰিছে। আপুনি তেওঁক বুৰ ভাল পায় আৰু ভক্তি কৰে। তেওঁ আপোনাক অধৰেৰে ভাল পায়।

আৰু, এই হুম্বৰ হুম্বৰ বন্ধুগোৰৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো আইটাইকৈ ভাল পায় ?

জেৰাৰ্ড—মই তোমাৰ—

মাৰ্গেৰেট বাধা দি কলে, 'ছিঃ ছিঃ তেনেদৰে কথা মুখত আনিব নাপায়।' জেৰাৰ্ডেও স্তব বনগত হুহিলে, 'অ, তুমি মোৰ প্ৰিয়কৰ কি তাকে স্মৰিছা?'

মাৰ্গেৰেট—এবা, আকৌ স্মৰিছা।

জেৰাৰ্ড—চাও শেনেহলে তুমি তোমাৰ মূৰটো ভালকৈ ধোৱাচোন। এই যে কলৰ গুণাৰ জালৰ মাজত থকা তোমাৰ মূৰটো? ইয়াকে দেখি পৰিচয় হাইবেলত থকা কথা জাকি মনত পৰে—'An apple of gold in a network of silver' অৰ্থাৎ কপৰ জালৰ ভিতৰত সোণৰ এপোল ফল। কি হুম্বৰ পুথু! আহা! কি মনোমদু! যদি ইয়ালৈ জ্বাৰ আগুয়ে তোমাৰ এই হুম্বৰ ছবি ধনি খোঁচালাতেহে তেনেহলে মই যে কি কৰি ইয়াক আঁকিলো বেন্তেন তাক মেৰী আহিহে জানে। এই চোৱী! হুম্বৰ কিম্বদন্ত চুলিগৰ কেবনেকৈ ত্ৰিলিকিব ধৰিছে।

মাৰ্গেৰেট উঠি বহিল। জেৰাৰ্ডৰ পৰা মুখ ফিৰাই কলে, 'মাটীৰ জেৰাৰ্ড! মই আপোনাক এজন ভাল ডেকা বুলি—'

জেৰাৰ্ড—অজ্ঞে। মই অজবোৰ ডেকাতকৈ বেয়া নহৰ। কিন্তু বাৰ চকু আছে, বাৰ ছফৰ-ভৰা প্ৰেম আছে সি কেনেকৈ এইবোৰ কথা নোকোৱাকৈ থাকে মাৰ্গেৰেট ?

মাৰ্গেৰেট আশা হুটা মন্তেৰে কলে, 'জেৰাৰ্ড—'

জেৰাৰ্ড—বা নকৰিবা মাৰ্গেৰেট।

মাৰ্গেৰেট—এতিয়া জানো এটো—

জেৰাৰ্ডে মাৰ্গেৰেটক কথা শেষ কৰিব নিদি কলে, 'এবা, মই তোমাক ভাল পাওঁ।'

মাৰ্গেৰেট—'ছিঃ ছিঃ লাক নালাগেনে ? এতিয়া সেই বোৰ কথা নকবা।' মাৰ্গেৰেট বজা পৰি উঠিল। তাকে দেখি জেৰাৰ্ডে 'আকৌ কলে, 'তোমাক মই ভাল নাপায় নোবোৰা—কি কৰিম মাৰ্গেৰেট ? মই তোমাক ভাল পামেট।'

মাৰ্গেৰেট—শপত হিছা সেই কথা হুৱাই নকবা।

মই এজন অচিনাকী ডেকাৰ পৰা! এনে কথা শুনিম ইয়া আশা কৰা হিছা। ছিঃ ছিঃ।

জেৰাৰ্ডৰ মনত অলপ আৰ্হাতি লাগিল। পিছত তেওঁ কলে, 'কক্ষা কৰিবা মাৰ্গেৰেট! তুমি যিকি নোকোৱা! মই তোমাক ভাল নোপোহাকৈ থাকিব নোবোৰে।' মাৰ্গেৰেটে উত্তৰ দিলে, 'হাৰু, দেখা যাব। আপুনি অজাতক বিস্মত হলে খুব ভাল; কিন্তু এই বিষয় যেন আৰু কথা মাগাতে।'

জেৰাৰ্ড আৰু মাৰ্গেৰেট দুয়ো হাতত ধৰাধৰিকৈ বহিল। জয়ে পশ্চিম আকাশত হুম্বাওত হল। জেৰাৰ্ডৰ অন্ধ-বাক্যতো যেন কিবা এটা উঠি আৰু অলপ 'জাৰে জুৰ মাৰিৰৰ যোগা-ক'ৰিলে।

(আগন্তে)

শ্ৰীশান্তিৰাম দাস

“চুৱলীয়া পানীফুকনৰ স্বদেশাৰ্থে প্ৰাণবিসৰ্জন” আৰু “মবা-

ণৰ বনচণ্ডী বাধা-কল্পিতীৰ সম্বন্ধে আমাৰো প্ৰেক্ষাৰ

মোৰ আদৰৰ ডেকা বড় শ্ৰীমত পূৰ্বকামৰ ভূঞা দেহে "বাঁধী"ৰ ১০ম বছৰৰ ১১ম সংখ্যাত "চুৱলীয়া পানীফুকনৰ স্বদেশাৰ্থে প্ৰাণ বিসৰ্জন" আৰু ১২ম সংখ্যাত "মবাৰণ ব্যৱস্থা বাধা-কল্পিতী" বুলি দুটা বুৰী-

মূলক সাক্ষাৎ প্ৰৱন্ধ লিখিছে। সেই বুলি তেখেত আমাৰ য়ে অতি শলাগৰ পাত্ৰ, তাক নকশেও হব। ভূঞা-দেহেৰ নিচিনা উল্লম্বমান ডেকা সাহিত্যিকৰ পৰা মনমহেশ্বৰ জাতিৰ বুৰীয়েৰে বেৰনেক দাৰা কৰেই সেইটো

আমরী। নাইকর অবস্থিত নহয়। প্রবন্ধ দুটিতে তেথেকে
 বি শিবিছে, তাতকৈ বচাই কবলে বিশেষ মোব একো।
 নাই নচিত, প্রথম প্রবন্ধত তেথেকে দয়া কবি এই
 নিবন্ধন নাম উল্লেখ কবাত মরো একেধাৰ কবলে আগ
 দিগিলো।

লক্ষ্মীসিংহ স্বর্ণসেবর দিনত মোহাম্মদীয়াৰ বিকছে
 বণ কবিবলৈ চ্ৰমণ কৰুকন (?) সেনাপতি পাতি পঠোৱা
 হৈছিল, এজন ছত্ৰধাৰ স্বৰণ হৰনাথ ভিত্তকৰাগ ফুকন,
 আনজন দিহিকীয়া কৈবৰ হৰৈ চ্ৰল্লীয়া পানীফুকন।
 দিহিকীয়া কৈবৰ বংশধৰী আমি বিবিনি সংগ্ৰহ কৰিব
 পাবিছো, তাৰ পৰা বুজা যায় যে লক্ষ্মীসিংহ স্বর্ণসেবর
 দিনত ববফুকন হোৱা, দিহিকীয়া স্বৰণ ডেবৰা (দাক
 কাশি বা দিহিকীয়া) ফুকন বুলিও কানে, আৰু যাক
 তুজুগায়ে "দিহিকীয়াৰ বুঢ়া ববফুকন" বুলিছে। প্রথমতে
 পানীফুকনৰ বিষয় বাহিছিল। তেওঁৰ দুই পুতেক, বৰ
 জ্ঞানৰ নাম হৰৈ সৰুকনৰ নাম চিটৈ। তিনি জনা ডাঙৰ-
 বীয়াৰ বৰ পুতেক কেণবাৰিক "লবি গোহাঁই" আৰু
 বিষয় থাই থকা বৰুৱা ফুকনৰ বৰ পুতেকক "চুত-
 লীয়া বৰুৱা" বা "হৰবীয়া ফুকন" বুলি গোঁৱৰ কৰি
 মতাব পূৰ্ণে এৰা, আছিল। গতিকেই দিহিকীয়া পানী
 ফুকনৰ বৰ পুতেক বৰৈক "চুতলীয়া পানীফুকন"
 বোলা হৈছিল। "মোহাম্মদীয়া বিদ্রোহৰ সময়ত ডেবৰা
 পানীফুকনক ববফুকন পতা হয়, আৰু তেওঁৰ পুতেক
 বৰৈকো, কতদিনৰ পাছত, ডেকা ফুকনৰ বাব দিয়া হৈছিল।
 এই ডেকা ফুকনৰ ভায়েক চিটৈ, সৌবীনাথ সিংহ স্বর্ণ-
 সেবৰ দিনত। "মৌৰী" নাম লৈ ববফুকন হৈছিল,
 পৈ।

হৰনাথ ফুকন ডেকাফুকন নহয়, আৰু তেওঁ কীৰ্ত্তিচ্ৰ
 চ্ৰবৰবকাৰা জোৱাৰফোকো নহয়। হৰনাথ ভিত্তকৰাগ
 ফুকন কীৰ্ত্তিচ্ৰ বৰবৰুৱাতকৈ বৰগৈ ডাঙৰ আছিল যদিও,
 সখন্ধতঃ আহোম মতে কীৰ্ত্তিচ্ৰয়ে তেওঁৰ ককায়েক।
 হৰনাথ ফুকনৰ মাক বৰুৱীয়াগৰ স্বৰণ ভীয়াৰী—তেওঁ
 কীৰ্ত্তিচ্ৰ বৰবৰুৱাৰ পেৰীয়েক। সেইমতে কীৰ্ত্তিচ্ৰ
 বৰবৰুৱাৰ পেতৃভাৰ (ক্লাচন বৰবৰুৱা) হৰনাথ ফুকন

নিচাকৌতাক; আৰোহমৰ নিম্নে "নিচাকৌতাকৰ পুতেক
 সৰু হলেও সদায় "ককাই"।

আৰু একেধাৰ মাত্ৰ। তুজুগায়ে মোহনমালা
 বেধক ৰক্তসিংহ স্বর্ণসেবর তৃতীয় পুত্ৰ বুলিছে। আমি
 জ্ঞাত কিত্ত তেথেকত প্রথম পুত্ৰ বুলিছে জানো।
 ৰক্তসিংহ স্বর্ণসেবর সাতজনো কুঁৱৰী আছিল, বৰকুঁৱৰী
 আৰু চতুৰাকুঁৱৰী এগৰাকীৰ সতিসন্তান নাই, বাকী
 পাঁচ জনাৰ ভিতৰৰ পৰ্বতীয়া কুঁৱৰীৰ এটা ছোৱালী আৰু
 শিৱসিংহ, বৰমহাী কুঁৱৰীৰ প্ৰথমসিংহ, মাতৃভনীৰ কুকনৰ
 কৌতুকৰ বোশা গোহাঁই (পাছলৈ বাজেবৰসিংহ) আৰু
 সৰুকুঁৱৰীৰ কালশিলীয়া গোঁৱাই (পাছলৈ লক্ষ্মীসিংহ)
 আৰু পানীফুকনৰ কৌতুকৰ মনগোঁৱাই (বা মোহনমালাসেবৰ)
 বয়সত মোটামুটি সাতাৰা কৌৱৰতক বৰ।

সাধাৰণতে আহোম বজাসকলৰ বৰজন কৌৱৰতে
 হ'বাক-পাটৰ উত্ৰবাৰিকাৰী হয়। সেই নিম্ন চতুৰাখী
 মনগোঁৱাইসেঙে বজা হ'ব পাৰিছিল; কিন্তু সৰুতালতে
 তেওঁৰ আই ওলাই যুথত গুটীৰ চিন থকাত তেওঁ বজা
 হবলৈ অসম্ভৱ হৈছিল মাথোন। তেওঁ বেবনিয়াত
 মতি হুতী আৰু আচাৰ-গাৱত্ৰৰতো দেখতুলা আছিল;
 সেই কাৰণে তেথেকত মাছতে আগ্ৰহ কৰি মোহনমালাসেব
 নাম দিছিল। মুৰিগাল মুৰিগাল বিষয়াৰিকাক প্ৰায়
 সকলো বিনিয়েই তেওঁক বৰ ভাগ পাইছিল, আৰু সকলো
 প্ৰকাৰেই তেওঁ আগলাসৰ শাৰু-বিনি আছিল। তেওঁক
 বজা নাপাত শিবসিংহক বজা পতাত বহুতৰ মনতেওঁ
 বৰ অসন্তোষ হৈছিল। পাছত বাজেবৰ সিংহৰ দিনত
 কীৰ্ত্তিচ্ৰ বৰবৰুৱাই বজাত থিয়ে বুজাই যেতিয়া বিনি-
 দোষত তেওঁক নসৰব বাজকৈ উপলব্ধি খোৱালালে,
 তেতিয়া মোহনমালাসেবৰক ভাল পাৰ্গতঃ সাহেবলাক
 থকত হুতাছতি হল, আৰু বাৰকীৰ জ্ঞানতাৰ বিপক্ষে
 গিয় দিবলৈকো মনে মনে তেওঁলোক কৃতসংকল্প হল।
 এয়েহে বিদ্রোহৰ (দাক "মোহাম্মদীয়া বিদ্রোহ" বুলি
 জানে) প্রথম হুত্ৰপাত আৰু প্ৰধান কাৰণ। মোহা-
 ম্মদীয়া মহন্তক অপমান কৰা প্ৰকৃতি আনবিলাক কাৰণ
 বিদ্রোহৰ ঘাই কাৰণ নহয়।

এতিয়া মৰাণৰ বণচতী বাধা-কল্পিতৰ বিষয়ে
 একেধাৰ কৈয়ে আমি সামৰণি মাৰিম। বাধা-কল্পিত
 এগৰাকী তিক্ততা নহয়। এইগুণ বুৰঞ্জীত ভাগকৈ লিখা
 আছে। সিবিলাক চুগৰাকী মৰাণৰ নাচৰ থোবৰ
 শৈলীকৈ। বাধাৰ আছল নাম আছিল ভাতুকী আৰু
 কল্পিতৰ আছিল ভাতুকী। তুজুগায়ে হুথিছে সিবিলাকক
 বাধা-কল্পিত নাম দিয়া হল কিয় ? আমি তাৰ
 উত্তৰত ইয়াকে কওঁ যে নাহৰ খোৱাই স্বয়ংক্ৰমে
 "নহ-হৰি" (অৰ্থাৎ নতুন হৰি, বা, বৰ্তমান গুণৰ হৰি
 বা কুক) হৈ পৰিছিল যেতিয়া "নতুন হৰিব" পতী বা
 গুৰিগৈসকল (যে নতুন) বাধা, আৰু (নতুন) কল্পিত
 নহৰ তাৰ কাৰণ কি ? ছাপৰৰ শ্ৰীওঁৰিৰ প্ৰধান মহিযা
 বাধা আৰু কল্পিত আছিল, তাৰে পিছৰৰ কালত
 উক্তৰ হোৱা নতুন হৰিব পতীও নিশ্চয় বাধা আৰু
 কল্পিত হোৱাতী সৃষ্টিসংকত হৈছিল। আমিৰ মনেবে

বাধা-কল্পিতক বাধৰ বৈধীকৈ বোলাটো বৰ অজ্ঞাৰ
 হৈছে। বাধা বাধৰ মাক, আৰু কল্পিত হৈছে মাতৃ-
 য়েক (মাতৃমাক)। বমাকায় আৰু বাধৰ দুয়ো
 সোহাৰ, বমাকায় বৰ, বাধৰ সৰু, দুয়ো নাহৰ থোবৰ
 ঠেগৰ মাত্ৰ সন্তান। "বৰবৰুৱাই (কীৰ্ত্তিচ্ৰই) বৰৰ
 ভনকত আগপাত হুগুণি চাওভাঙ্কৰ হুত্ৰাই নাহৰ থোবৰ
 পিঠিতহে" চমটাৰ কোব মৰাই, কাণ চ্ৰখন কাটি থেমি
 পঠাইছিল, বাধক" নহয়।

তুজুগায়ে কোৱাৰ বৰ, আগৰ দিনৰ পুণি পীঠি
 কোৱত প্ৰায়েই শৰণোৰ লগলগিতকৈ একে লেঠাৰি
 লিখে। সেইমতে বাধা আৰু কল্পিতৰ নাম হেলগ বেলেগ
 কৰি নিলিপাত (অৰ্থাৎ নাম দুটাৰ মাজত "আৰু" শব্দ
 প্ৰয়োগ নকৰাৰ নিমিত্তে) সাহেবলাকৈ বাধা
 কল্পিতক এগৰাকী তিক্ততা বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলে।
 শ্ৰীতিওঁৰ বৰবৰুৱা

অক্ষ-পায়ক

কি গীত গাইছা কৰি ?
 গুণ্ডি ফুৰিছে দৃষ্টিত তোমাৰ
 কোন নন্দনৰ ছবি ?
 কোন অলকাৰ তীৱ আলোকত
 ৰূপ জালৰ কোন মাদকত
 দৃষ্টি পৰিল ভাগি,
 অক্ষপ ৰূপ নতুন বাণত
 সেইহে উটলি দৃষ্টিৰ আগত
 নতুন স্মৃতি জাগি !
 কোন নো হৃদয়ীৰ
 স্পৰ্শত জাগিল পৰশ-মণি—
 দৃষ্টি তোমাৰ স্থিৰ !

শান্ত ধৰাৰ সসীম ৰূপ
 নউ মেখেতে নতুন পোহৰ
 জপাই ধৰিলে চকু,
 সেইহে ভাবত উণ্ডল-গুণ্ডল
 চট্টোৱে চট্টোৱে কৰি নিয়াকুল
 ভাসিব খুজিছে বুক !
 কি গীত গাইছা কৰি ?
 তোমাৰ গীতত অয়ুতে অয়ুতে
 কোন আকাশত জলসত ফুটে
 দীপ্ত তাবকা কৰি ?
 উকৰি ফুৰিছে তাৰে অয়িকণা
 কৰিছে বচনা শত দিবাগনা

উর্বঙ্গা বিয়াফুল,
ধবাত ফুলার ফুলিছানে তুমি
তানেই অগ্নিফুল ?

তোমার উদাস গীত !

তুমি কোন সেনা মস্তাব নায়ক !

তুমি নে কোনোগ স্বর্গীয় গায়ক

নামিছাহি পৃথিবীত !

বুজা নাই ছন্দ তোমার গানর

বুজা নাই তুমি গাইছা প্রাণর

কিবা কথা, ভোক-শোক ;

স্বর্গর বাতবি মস্তাব ভাষাবে

সকলি কই গোরো মোক !

গাইছা নে তুমি কিদবে মবতে

সিদ্ধম্বর কথা পাহরি মাজতে

ভোল গই আছে বই,

আছিছা নে তুমি শত শ্রেমিকত

বিবহীর ব্যথা হানি সদয়ত

অভিজ্ঞান দিবলই ?

দিব্য বহুস্তব আলোবে আববা

জন্ম মরণর গোপন বতবা

কবিছিলো চুব তুমি,

বহু সিংহাসন দিবা জ্যোতির্ঘর

দেখি নে তোমার দৃষ্টি হল ক্ষয়

—চাঙতে আলোকে তুমি ?

নতুবা গাইছা কিবা আগমনী—

নর অতিথির নবীন জাননী

আছিছা নে তুমি লই,

কববাত নর বসন্ত জাগিছে

নর সভ্য যুগ আহির লাগিছে—

তাবে কথা ভাব বই ?

নতুবা গাইছা—ধর্ম উদারতা,

ভাই-ভাই-ভাব, বিশ্ব স্বাধীনতা

জগত আছিছে বেবি,—

সর্পাদুত তুমি দেব-আজ্ঞা লই

উদাস গীতেবে আহি দিলা কই

আগলি বাতবি কেবি ?

নতু কোন তুমি পবিত্র আতমা

স্নেহ-কুমলীয়া বুকু,

মবম-মুবুজা নিচলা সংসার

দেখি মুদ গল চকু !

তোমার গীতটি ইমান উতলা

উঠিছে নে জগত শত শকুন্তলা

বিবহত দত্ত হই,

বন্ধর বিবহ-ছন্দ হিয়া ভবি

তোমার গীতত উঠিছে গুমবি

আকাশ রূপাই বই ?

নতুবা দিছা নে শত বিধরাব

'একটি পুত্র'র বিবহ বেজাব

তোমার গীতত বাচ্চি,

সেইহে তোমার সদয় বেগুটি

ফুবে চিবকাল কাশি !

নহলে নো তুমি কি গীত গাইছা,

কি অনুতাপর কথা—

মাগুহ বড়হে মাগুহ মস্ত

খোঁরা দেখি পোরা বাধা ?

মাগুহে মুবুজা মাগুহর হুখ

দয়া-ধবমত চককা বিয়ুখ

—কুটম নহয় ভাল,

মাগুহে নিজর ভেজ শুই খায়

মস্তর গোন্ধ বড়হে নেপায়

—মিতিবে মিতিবে কাল ;

তাকে দেখিয়ে নে হিয়া ফাটি-ছিটি

উঠিছে উখলি সৰুৰুণ গীতি—

আবেগত রূপে বুকু,

অনন্ত কথির বাগবি তোমার

জাপ গল দুটি চকু !

হে গায়ক, হেবা অক্ষ !

অকপব তীত্র রূপ-অঙ্কনেবে

পূর্ণ অনন্তর বক্র ।

বিখর হীনতা জোকারি পেলোরা

নর শ্রীতি-ফুল হিয়াত ফুলোরা

বাকে কিবা একা তান,

ফুটো ফুটো আজি কিবা দিবা দুষ্টি

তোমার গীতত জাগে নর যষ্টি—

নর পাতনিব গান ।

আজি যেনেদবে পৃথিবী আকাশ

তোমার গীতত সমানে উদাস,

সেইদবে বিমোহিত

হব চিবকাল মানর-আতমা

শুনি ই স্বর্গীয় গীত ।

শ্রীভিশ্বখর নেওগ

জগন্নাথ কেত্রে

বা

পূর্বা

(২)

পূর্ণবন্দনা আজিগৈকে জগন্নাথ কেত্রে বা পূর্বা ত এজন বঙ্গা আছে । তেওঁর স্বাধীনত জগন্নাথর জমীদারি আৰু মন্দিরবিলাক থাকে । আজিকালি স্বৰ্ণমেন্টবন্দনা তেওঁ বহুবেকত ১২০০০ টকা পেজন পায় । বঙ্গা সন্ন্যাসভায়ে বন্দুচর্য্যত থাকে । বৰ্ত্তমান বঙ্গাব নাম আৰু উপাধি —“বীর শ্রীপদ্মশক্তি গোবিন্দেব নব কোটি কর্ণাট, উৎকল-নৰ্গেখর বীরমি বীরবর প্রতাপ শ্রীমুকুন্দদেব মহারাঙ্গা ।” বেংগৰ উদ্বিগ্নত ১৮ জন দেশী বঙ্গাব ভিতৰত এওঁ'বে সন্মান অধিক । আজি কুৰি বছৰমানবন্দনা জগন্নাথ মন্দির আৰু বেংগোত্তর জমীদারি চলাবলৈ এজন যেনেজাব বঙ্গা নিয়ম থৈছে । যেনেজাবজন স্বৰ্ণমেন্ট আৰু বঙ্গা উচ্চযেব মনোনীত হব লাগে । প্রায়ে পরশ্বমেন্টৰ উচ্চ কর্ণচৰীয়ে যেনেজাব হয় । প্রপমে হোৱা যেনেজাবজন বেংগে এজন ছাৰাৰ আছিল, তেওঁ দক্ষতাৰে সৈতে

কব বিখ্যাত এক অন্যতম জগন্নাথ নামত কর বিলে। এই নিমিত্তেই বজার নিজা জমীদারি বৃদ্ধিবিশেষ একা নাই। আভিষ্টক বিখ্যাত এক অন্য বিশাল জগন্নাথ কব চলি আছে। এটা "২১ হাজারি" এটা "৩২ হাজারি"—দুটো জমীদারি আর বহুবেকত ৫২ হাজার টকা জগন্নাথ উড়ালত জমাই হয়। এই উড়ালত টকায়ে বর্তমান কলকাতারদলব দরমা আক জগন্নাথর অজ্ঞাত বহত চলে। পাণ্ডাসকলে এই উড়ালত টকায়ে দৈনিক বি ৬০০ টকাব বাজেগণ হয়, এই ভোগের ১০ জনা দৈনিক পুজাকৰা ৩৬ জন পাণ্ডাই ভাগ পায়। বাকী ১০ জনাব ১০ জনা বকাই, ১০ জনা বিক্রি হৈ জগন্নাথ উড়ালত জমা হয়। পাণ্ডাই গোগ্রা ভোগের অংশ পাণ্ডার নিজে কামতো লগর পাবে বা বিক্রিও কবির পাবে। বাজভোগ বিনে ২২ বজাত হই, "পাক শাসনাভ" তৈয়ার কবি জগন্নাথ মন্দিরত দিয়ে। তেতিয়া জগন্নাথ মন্দিরর প্রভাব ১৫ মিনিটমান বন্ধ থাকে। এই সময়তে নাট মন্দিরত দেহদাসীয়ে নাচে। এই নাট কলারিভার ভঙ্গিমা। আমর সজ্ঞাবোধ লগত অলপমান মিলিয়েও যজ্ঞাবোধী নাচত মারা অধিক হয়, দেহদাসীরা নাচত মারুণী বিকাল হয়। কিন্তু দেহদাসীরা মাজ-অলম্বার চকুত লগা নহে। বাতি ১ বজাত জগন্নাথ শুবর সময়ত পুণ-মন্দিরত দেহ-দাসীয়ে এংকটমান দরবর্তন করে। এই কামব নিমিত্তে ১১৩৫ স্ব-মান দেহদাসীরা পুষ্কর পরা দেহোত্তর মাটি-বাৰী আছে। ভোগ বিয়াব ২৫ মিনিট মানব পাছতে প্রত্যেক ভোগতে আবতি হয়। আবতির সময়ত যাত্রী উকলি আক শঙ্খ শুভাব ধ্বনি, চামব-যুকাই, আশেচকা ককণ প্রার্থনা কাময়ে মন্দির মুপবিত করি তোলে। আবতির পাছত ভোগি কারে তাণে বিশেষার হয়।

আবেলি ৩ মান বজাত ছত্রভোগ হয়। ছত্র-ভোগেই ডাঙর ভোগ, দৈনিক হাজার দেববাড়ার পরা যাত্রীরা সংখ্যা বেছি হলে দুই-তিন হাজার টকালেক এইভোগত বহত হয় পুণি কম। হত্রভোগ পাণ্ডার; এই ভোগের ৫০ জনা পাণ্ডার, বাকী ১০ জনা বকা আক মঠাবলাক দিয়ে। পাণ্ডার বংশ পাণ্ডাই নিজে-বাট,

যাত্রীক বুঝব আক অভিবিক্ত হলে বিক্রি কবি গইচা লয়। যাত্রীয়ে জগন্নাথনে গৈ বি আটকা বাজে, আটকাব পরা দৈনিক বি ভোগ হয়তাকে ছত্রভোগ বলে। আটকা মানে উড়িরা ভায়াত মাটির ঢক। যাত্রীয়ে জগন্নাথক দৈনিক এতক ভোগ দিবল বন্দবস্ত কবাকে আটকা বন্ধা বেগে। আটকা ৭ বিধ—

১ম। ৫৬০০ টকাব—ইংরে ৫৬ বিধ বরবহ ভোগ বিয়া হয়।

২য়। ১৫০০ টকাব—মোহনভোগ বিয়া হয়।

৩য়। ৭২০ টকাব—মাগধোয়া ভোগ বন্দরত।

৪র্থ। ৫৫০ টকাব—পূনী আক কীর।

৫ম। ৪৩৪ টকাব—মছলা মিঠা বিচিত্রি।

৬ষ্ঠ। ১৩৩৩ টকাব—মছলা মিঠা মিঠা বিচিত্রি।

৭ম। ১০২ টকাব—ইংরে ভাত ভলি তবকারী বিয়া হয়।

ওপবত বিয়া মুগা প্রত্যেক বিধব দৈনিক ১/২ এক দেব ভোগের ছিছাপ। কোনোরে অপোবা আধাপোবাযো আটকা বান্ধির পাবে। জগন্নাথনে গলেই যে সকগোরে পাটিকা বান্ধির লাগে তার কোনো মানে নাই। নিজব শক্তি আক ইচ্ছা অল্পবি আটকা বন্ধা-বন্ধাব কথা। কিন্তু আটিকা নবকাবে সাধাব যাত্রী পাণ্ডাব হাতব পরা নিচেই কম ভাগেই হৈ মাগধে হয়। হাতত পইচা নাখাবিলেও দাব বুলি আটকা বন্ধায়, এই দাব পাছে পবিশোধ কবিলে অস্বীকার কবির লাগে। নিজব নিজব পাণ্ডার মাক্ত জগন্নাথব নামত আটকা বন্ধাবা হয়। আগামব পাণ্ডা লামংঘরীয়া শ্রীভায়েমন মহাপাত্রা, ভীমেনব ভয়েক শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র আক শ্রীবাহুবের মহাপাত্র। এওলাকব গ্রীকমা হরকিট চাঁদ, পশ্চিমহরবা, কতাবাবাবী, পূবা। এওলাক আগাম, মনি-পুণ্ড; আক নেশাণর একতিয়াই পাণ্ডা। যাত্রীয়ে আটকা বন্ধা ঠাই মন্দির উত্তর, বাঁকি টোলাত এটা ছববনৌয়া খব আছে; এই বকে "কেলি দেওঠ" কল। এই ঘরেই পাণ্ডাকর্কণ-লালপাত খব। এই ঘরতে নিজব পাণ্ডাব মাক্তব পকাবস্তর পাণ্ডাব আগত আটকা বান্ধির লাগে।

আটকা বান্ধি টকা পরশোধ কবিলে পকাবস্তর পরা ছপা কবোরা বন্ধি গিলে। কোনোরে আটকা বন্ধাবিলে ইচ্ছা কবিলে এই নিয়ম বকেবাই উচিত। কিন্তু বহত সময়ত বেগা যা—পাণ্ডাব নিজব নিজব ঘরতে ১১১৫ টকাব আটকা বন্ধাই যাত্রীক বিয়া দিয়ে, এইবেবে আটকা বন্ধা টকাব কিমানদর সজ বরহাব হয় কব মোখাবি। অন্যথা যাত্রীয়ে যেন এই কথাতো সদায় মনস্ত বাধে। বি বেছি টকাব আটকা বিব বেলে তেই নিজ হাতে জগন্নাথব নামত মাটি কিমি বি অগাই ভাল। আগামব স্বর্গীর ভোলা বকেবাই তাকে কবিলি, তেই বৃত্তাব পূর্বে ১১১০ টকাব মাটি জগন্নাথব নামত আটকাব বাবে কিমি বি গৈছে। মনু পায় মনী-নাঝল বকাই ৫০০ টকাব এতান মল-মলর বাসিণী কিমি বি গৈছে। এইবেবে আভিভালি মনী মাহুত আটকা মিলল হলে নিজ হাতে মাটি-সাবী কিমি বি আছে। আভিষ্টকে অসমীয়া মাহুতর আটকা একলাখমান টকাব হৈছে বুলি মনী মাই। যাত্রীয়ে সি আটকা বাবে পাণ্ডাব মাক্ত জগন্নাথব নামত পাণ্ডাব পকাবস্তর সেই টকা জমা হয়। এমন এতান পাণ্ডাব মাক্তত যেতিয়া আটকাব টকা সহ হই, তেতিয়া পাণ্ডাব মাক্ত জগন্নাথব নামত সেই টকাব মাটি কিমি হয়। এই মাটির পরা বহুবেকত বি আর হয় সি পাণ্ডাব পকাবস্তর ভক্তান্ত আভি ভমা হয়; এই উড়াল পরাই দৈনিক ছত্রভোগ হয়। আটকাব মশ্শক্তি এতিয়ালেক জগন্নাথব নামত ৫০১০ আগাম টকাব হৈছে বুলি কল। এই সম্পাবিলাক দেহোত্তর ইয়ার হব-ভাণনি হই মোখাবি। পূর্বে আটকা বন্ধা নিয়ম মছিল, ২০০ টকা ৩০ মান বছর পরা তে আটকা বন্ধা নিয়ম চলিছে। প্রায় তিনিস মান বছর আগিয়ে এমন হরুচরীয়া সন্ন্যাসী আভি জগন্নাথ মন্দিরত আছিলি, সেই সময়ত তেওঁ ভবিষ্যত বাণীব পরে কৈলি যে "এসমত জগন্নাথ ক্ষেত্রত লক লক যাত্রীক সঙ্গাম হই"। এই নিমিত্তে তেওঁ যাত্রীকলখণ্য আক হোয়াব বহুবেত কবিবল আটকা বন্ধা নিয়ম কবিলে। আক তেওঁব থায়ায় জগন্নাথ মন্দিরব বাহিব টোল তৈয়াবি হৈছল

বুলি কল। তেওঁ এমন সিদ্ধপুত্র আভি বুলি পূবা-পাসীবি বিশ্বাস। তেওঁব নাম-রাম আদ কোনোব কব নোরাবে। তেওঁক "দাবা বরুচরীবি" বুলি সকগোরে জানে। মন্দিরব বাহিব টোলব দেহোত্তর গাত পশ্চিম ঘলে এটা মুঠি আছে, এই মুঠিকে বাবা ব্রহ্মচারীবি মুঠি বুলি পাণ্ডাই দেখুয়ায়।

গুণ্ডি ৫ বজাত নধ্যাক ভোগ হয়। এই ভোগে মঠবিলাকব পরা দিয়ে। মধ্যাক ভোগের ৫০ জনা মঠবিলাকব, বাকী ১০ জনা বজা আক পাণ্ডাব ভাগ। পূবীত ৭৫ টা মঠ আছে বুলি চলিত কথা। তিনিশমান মঠ কার্যকরী বুলি শুনা যায়। তার ভিত-বত এশমান মঠ বহুভা ভলি। ২৫০০ টামান মঠ বর্তমান প্রভিত, যেনে এমাবী মঠ, উত্তরবাকাম মঠ, শ্রাম-দাস মঠ, উবিয়া মঠ, বাগাভা মঠ, ত্রিহনী মঠ, বায়ুদাস মঠ, সমাবী মঠ, বাগাবহর মঠ, শরবাজা মঠ ইত্যাদি। কোনো কোনো মঠত সায়ত টোল আছে, মঠবিলাকত বৈষ্ণব-সকল থাকে। তেওঁলোক মঠবপর্য বাবলৈ প্রায় আটকাবি সকলো মঠতেই এমাব মঠেই এমাব উন্নত ধরণ। এই মঠ জগন্নাথ মন্দিরব পুণ্ড ভূগাবব মশ্শপত্র। এই মঠত বগুনমন লাঠিবুঠি আছে। লাইব্রেরী ইংরাজী, বঙ্গলী, উবিয়া সকলো বিধব কিতাপ আছে আক সকলো বিধব বাববিলাকিত আক মাঠে-কীয়া কাক্ত আছে। সবগোরে এই লাইব্রেরীট কিতাপ কাক্ত পড়ি আছে। লাইব্রেরীট ইলেকট্রিক লাইটবি বন্দহস্তে আছে। মঠ ভিতবত এমাব মঠেই অল্পপত্র আক কামতাপানী। এই মঠত বামাত্তর মঠেই প্রবল। বর্তমান মঠসামীকনব নাম শ্রীধরদাস বামাত্তর।

সমুদ্র নাবত (ধরণবাৰ) শরবার্য মঠ বা গোব-দম মঠ। এই মঠত শরবার্যগণ শিবব প্রতিমুঠি আছে। শরবার্যক নাম শ্রীমদুন্দন তর্পাশাখী, এওঁ অলাক বঙ্গলী মঠা কব পাবে। বাস্তবিক পূবীৰ চালিককলে মঠ। বেছিভাগেই অতি প্রাচীন, কোনো কোনো মঠে মঠ-মিনিক। আধুনিক মঠব ভিতবত এটা ভলিভলীয়া মঠ—নবেই সবাবাব। উত্তরপারে মধ্যায়া বিষ্ণুস্কন্ধ গোপালীবি সমাবী।

এই মঠৰ মনোময় উজান আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিষ্কাৰই মাহে মন আকৰ্ষণ কৰে। সমাধিৰ ওপৰত নিতৌ পূজা হয়, মহায়া বিহুৰক্ষক গোশাৰ্মীয়ে সাংহাৰকৰা সকলো বস্তু অতি যত্নেৰে দেখে মঠত বখা হৈছে। যাবো ইজা দেয়ে পৈ এই ঠাই চাব পাৰে। বঙ্গালীয়ে শুণীৰ গুণৰ পূজা কৰিবলৈ শিকিছে। অসমীয়াৰ শিকিত সম্প্ৰদায় মহাপুৰুষ শৰণেৰে জগন্নাথৰ বৰাণাসী পানত কিবা বৰ্ত্তা আছে বুলি ভাবেম? প্ৰসিদ্ধ মঠবিলাকত প্ৰতিদিন গুণি কল্যাণী ভোজন কৰায়। মঠবিলাকৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ লগত সখ্য আছে, এই নিমিত্তেই মঠবিলাকৰ দেৱোত্তৰ মতি-বাৰী আছে। মঠবিলাকে প্ৰতিদিন পাণে পাণে জগন্নাথ মন্দিৰত ফুল, তুলসী, চন্দন আদি যোগায় লাগে। আৰু মন্দিৰত বেটিয়া-সিঁহু হয়, যাৰ যেনে পূৰ্ণৰপৰা বন্দৰত সেইমত সগায় কৰিব লাগে।

জগন্নাথ মন্দিৰত প্ৰতিদিন ৫৬ বিঘৰ বটা কৈ তলত লিখামতে ভোগ হয়।

- ১। বাতিপুতা — বাগ্যভোগ — ফলমুলাদি
- ২। হুপৰীয়া — বাগ্যভোগ
- ৩। জাৰেলি — ছাত্ৰভোগ
- ৪। গুণি — মধ্যাহ্নভোগ
- ৫। বাতি ১ বজাত — সন্ধ্যাভোগ
- ৬। বাতি ১২ বজাত — বৰ পূজাৰভোগ
- ৭। বাতি ১ বজাত — বাগ্যভোগ — ফল-মুলাদি

বাগ্যভোগ, ছাত্ৰভোগ, আৰু মধ্যাহ্নভোগৰ কথা আগতে কোৱা হৈছে। বাকী ৪টা ভোগৰ বাগ্যভোগ, ছাত্ৰভোগ মধ্যাহ্নভোগ তিনিওটা ভোগ তৰালৰ পৰা সামগ্ৰিক হৈ উঠায় হয়, সেইসূৰে ভাগো হয়; কিন্তু এই ৪টা ভোগ কম পৰিমাণেই হয়। দৈনিক ভোগৰ সকলো সামগ্ৰী গৈ মন্দিৰ তৰালত কৰা হয়। তৰালৰ বাবে আৱশ্যকীয় সত্বেৰোহিৰ কৰ্মচাৰী আছে। এই তৰালৰ পৰা হিজাপ কৈ ভোগ উঠায় কৰিবলৈ দিয়ে।

“পাকশালা” এটা প্ৰকাৰ বান্ধনিঘৰ, এই ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলোহা দোমোহা মাজ এখান চুৱাৰ। ১২৫টা চৌকা আছে বুলি কয়। ১২২ চৌকা বকা একো অসম্ভৱ

নহয়। চৌকাবিলাক এওকুমান ওখ। প্ৰত্যেকটো চৌকাত ১০টা টা কৈ চক বহোৱা বিছা আছে। চৌকাবিলাকত খৰিৰে ভূই ধৰে, ভোগ বান্ধিবলৈকে দিনে ভালেমান টকাৰ খৰি খৰত হয়। ভোগ বান্ধোতে কেৱল মাল্লিৰ বাচন বাহুৰাৰ হয়। ভোগ বান্ধিব নিমিত্তে ১২২ জন পাতা আছে বুলি কয়। পাকঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা টোলাৰ বাহিৰলৈকে নলা আছে, ভাতৰ নিমি আদি কঢ়িলে এই নলাদিয়ে বাহিৰলৈ ওলাই যায়। “অন্নপুৰী”ই নবান্ধে। “ভূট-পানীৰ সহাবেৰে পাতোৱে এই ভোগ বান্ধে।

ভোগ বান্ধি জগন্নাথৰ আগত বিয়াৰ পাছত এই ভোগকে “জগন্নাথৰ প্ৰসাদ” কয়। জগন্নাথৰ প্ৰসাদ পৰিষ্কাৰ কৰোৱাৰ কৰ্ম অতি বা অসম্ভৱ হব নোৱাৰে। এই প্ৰসাদৰ লগত সৈন্য-কাল-পাত্ৰভেদ একো নাই। চপোলে প্ৰাণৰ পৰা প্ৰসাদ বায়ু বহুই অন্নভোগ খাব পাৰে। এই প্ৰসাদ খাওঁতে বায়ু, দুৰিৰ পৌলীই ভোগ সকলোৱে চোৱা-ভুই কৰি একে ঠাইতে খাব পাৰে, কোনেও কাৰো আত ধৰ্ম কৰিব নোৱাৰে। শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথজ্যেষ্ঠৰ গৈ সনাতন ধৰ্ম এনে উদাৰ আৰু বহু শিক্ষাৰ বাহিৰ নিজক উন্নত আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি, তাৰ পৰা যুৰি আহি শব্দত অকৌ ভাৱাত্মিকমানৰ কৃত্তিমান যোগি, নিজক আঁহি তোঁ বোলাই দূৰি, এই ধৰ্মৰ কিমানবৰ মৰ্য্যালা বকা কৰে তাকেহে তাৰি পোৱা টান। এই প্ৰসাদৰ বিষয়ে কীৰ্ত্তন আছে—

“মহা প্ৰসাদে ব্ৰহ্ম এৰিবা বিচাৰ।
 নাহি কিম্বিত্তেকো যেন উদ্ধৰ বিকাৰ।
 অস্বাস্থ্যে হীনবৰ্ণে বিধো অন্ন ছোৱে।
 তাক ভুক্তি সমস্ত পাতকে মুক্ত ছোৱে।
 নাহি কাল নিয়ম ব্ৰতত যোব নাই।
 পাইলে মাতে বাইলে অন্ন তেবে মোক পায় ॥”

আনন্দ বজাৰ আৰু বাটে-বাটে পুৰাণমুণি জগন্নাথ-প্ৰসাদ বিকি হয়। তাৰ ছত্ৰীয়া তৰপৰ মাহুদ আৰু পাতাৰ খৰত প্ৰায়ে চৌকা নম্বলে, জগন্নাথৰ প্ৰসাদ কিনি খায়ে ভবে। দুৰ দেশলৈ নিবলৈ শুকান প্ৰসাদো বিকি হয়।

বাঁহীবিলাকে পাতাৰ বৰতে প্ৰসাদ পায়। জগন্নাথৰ মন্দিৰত বাঁহীক প্ৰসাদ খুটীয়া নিয়ম নাই। কোনেৰে কতাল বায়ুৰক জগন্নাথ মন্দিৰত কালীলৈ ভোজন কৰায়। এই কল্যাণবিলাকে শুদ্ধ মতিগতে ভোগ লৈ যায়। কিন্তু এনেকৈ ভোগ খোৱাৰ একো ধৰা-বন্ধা নিয়ম নাই, যাৰ যেনে ইচ্ছা কোনো পাত্ৰত লৈও ভোগ খাব পাৰে। মঠবিলাকত কল্যাণী ভোজন কৰোৱাৰ বাহিৰে জগন্নাথ মন্দিৰৰপৰা জগন্নাথবৰজাত প্ৰতিদিন এবেলাকৈ কল্যাণী ভোজন কৰায় আৰু আন্য আশ্ৰমকো এবেলা খুৱায়।

আগেয়ে শুনা আছিল—জগন্নাথলৈ পলে মন্দিৰৰ এখান চোতালত সকলোৱে একেলগে হুটীয়া মতিগতে প্ৰসাদ খাব লাগে। বাঁহীৰ পকে কৰাটো সঁচানহয়। জগন্নাথৰ পূজা বাতিপুতা, ৬ বজাত আৰু ১ বজাত মান, ৮ বজালৈ পৰ্য্যন্ত। সন্ম-বাঁহী কম থাকিলে এখটী কি ৱখটীমানহে পায়, বাকী সময়ত চুৱাৰ বন্ধ থাকে। প্ৰত্যেক ভোগতে আৰতি হয়।

১। বহাগ মাহত চন্দন-বাঁহী, চন্দন-পুণ্ডী কা মৰেত-সৰোবৰক ২১ দিন মাজ খেলা হয়। এই খেলাত লক্ষী, সবৰ্বতী, মদনমোহন আৰু পঞ্চপাত্ৰ থাকে।

২। কেঁঠ পূৰ্ণিমাতে প্ৰান-বাঁহী; জগন্নাথক বাহিৰত প্ৰানমণ্ডপত গা খুৱায়। তাৰ পাছত ১৫ দিন দৰ্পন বন্ধ।

৩। আগাৰ—বৰ-বাঁহী।

৪। ভাৰি—আহাৰৰ শেহৰ পৰা ৭ দিন কুলন-বাঁহী।

৫। আশ্বিন—চৰ্গা পূজা; মাহুদৰ খৰে ঘৰে এখানৰ চৰ্গা প্ৰতিমা উঠায় হয়, মন্দিৰত কেৱল বিমলা দেৱীৰ পূজা হয়।

৬। কাতি—জগন্নাথৰ বাঁহা দামোৰ তেহ ২১ দিন, বাৰভেল ৫ দিন।

৭। মাঘ—ওচনমঠ; জগন্নাথক গৰম কাপোৰ পিছায়—মাঘৰ শ্ৰীপঞ্চমীলৈকে।

৮। পূহ—পুৰাতনিক—পূৰ্ণিমা দিন।

৯। মাঘ—মকৰ সংক্ৰান্তি পূজাৰ, নতুন চাউলৰ ভোগ।

১০। কাণ্ডন—পোল পূৰ্ণিমা,—এদিন—কলেৱৰ তাপণ—বাৰ বছৰত একেলগে দুটা আগাৰ মাহ পৰিলে “চিবন্ধকিত্তা” অৰ্থাৎ জগন্নাথৰ পুৰণা সাজ-পোছাক মেলাই নতুন সাজ দিয়ে। ২৪ বছৰত দুটা আগাৰ মাহ একেলগে পৰিলে “কলেৱৰ তাপণ”—জগন্নাথৰ পুৰণা মুষ্টি ওচাই নতুন মুষ্টি সজা হয়। উৎসৱবিলাকৰ ভিতৰত বৰখাৰাই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বৰখাৰোৰ সময়ত পুৰীত মাহুদেবে লোকাবণ্য হয়। কেঁঠ পূৰ্ণিমাৰ পৰা আগাৰৰ ১২ দিনলৈকে বৰখা-যাত্ৰাৰ হোৱাৰে। জগন্নাথ, বনোৱান, বৃদ্ধা প্ৰত্যেকক নিমিত্তে প্ৰতি বছৰে নতুনকৈ তিনিঘৰ বখ উঠায় হয়। শুভ্ৰতা দেখাৰ পৰম্পৰা বখ মাজত, দক্ষিণে বনোৱানৰ ভালপৰ বখ, বামে শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথদেৱৰ পৰ্ণভৰু বখ।

বিলাক মাহুদৰ সহাবেৰে বখ টনা হয় সেইবিলাকক “দৈতা” কয়। দৈতাসকল “সৰব” ক্ৰান্তি অৰ্থাৎ পূজ। এই দৈতাসকল ৫০০ ঘৰমান পূৰ্ণৰপৰা এই কামৰ নিমিত্তেই আছে। কেঁঠ পূৰ্ণিমাৰপৰা বৰখাৰোৰ শেহলৈকে এমাহ জগন্নাথৰ সেৱা-শুভ্ৰতা কৰে আৰু বখ টানে। এই মাহ জগন্নাথ মন্দিৰত দৈতাসকলৰ একচেতিয়া প্ৰভুত্ব বুলিব পাৰি। এই মাহত জগন্নাথ মন্দিৰত বিমান আয় হব টকা-পইচাৰপৰা বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক সকলো আয় দৈতা-সকলেই পায়, ইয়াৰ ভাগ বহা বা পাতাই এক পইচাও পাব নোৱাৰে। সেই সময়ত জগন্নাথ-মন্দিৰত কম আয় নহয়, যি সময়ত প্ৰায় দেহাৰপৰমান বাঁহীৰ সমাপন হয়। এই সময়তে শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথ প্ৰভুক সকলোৱে ছুৰ পাৰে। জগন্নাথ মন্দিৰৰপৰা বখ টানি যুটুচাবাৰীলৈ নিয়া হয়। যুটুচাবাৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা এমাইল। জগন্নাথ মন্দিৰৰ পূব গুৱাৰৰপৰা যুটুচাবাৰীলৈকে বৰ বহল এটা বাট আছে। আন সময়ত এই বাটৰ ভূই পাৰে পোকান বহে। যুটুচাবাৰীত ৭ দিনলৈকে জগন্নাথ থাকে, এই সময়ত যুটুচাবাৰীত বিশেষৰকমে ডাঙৰকৈ ৭ দিন ভোগ হয়। যুটুচাবাৰীকো পাকশালা আছে, ইয়াৰ

পাকশালতো ৭২২ টা চৌকা আছে; এট সময়ত ৭২২ জন পাণ্ডাই ভোগ বাসে। মুহূর্তাণী চাংগীগা ঠাই। একাও চৌকা ভিতরত আছে। গোটেই চৌকাটো পলক ওখ বেলাগে দেয়া, টাল-গোটেইটো শিল্পেই বসে। বখাভাংর সময়ত ১১ দিন বেগা হয়।

মুহূর্তাণীর ওচবেই উল্লম্ব সোবাব। এট ঠাইতে বেলে উল্লম্ব মথারজাই অখণ্ডে বসে কবিছিল। পুণ্ডুরী বগোটেই গার শিল্পেই বসে। দীঘলে ৪০৬ ফুট বহলে ৩৬ ফুট। কাকি কাকি এই সোবাবের পানী অপবি। ছব, ইয়াত ডাঙর ডাঙর কাছ আছে, মাতিলে পানীই আছে। পাণ্ডাই কুণ্ড অরতার কাছ দেপুলাই যাকীর পরা পইচা গার।

ইয়ার বাহিরেও কাকি কাকি ভালেমান তীর ঠাই আছে। বিশেষ উল্লম্বগো থেনে মার্কণ্ডে, গোকনাথ, নীলকণ্ঠ, তোটাচৌপানীখ, খেতগুপা, জখেশ্বর, কগাল-মোচন ইত্যাদি।

গোকনাথ, মহাদেব মন্দির, জগন্নাথ মন্দিরবনশা পশ্চিমে এমাইল। গোকনাথর ফল-মুলর ডাঙর বাঁহী আছে। ইগাত ভালেমান বাম্বর আছে, হাকী গলে বসে থাকলে পাচে পাছে সুরে। ইয়ালে কোনোবে খোতা বসে লৈ গলে বাম্বর মেমাদি চার পাংবে। শিঙে কুর্কুদী শিরবাক্রির দিনা গোকনাথর দিনে-বাতিয়ে মেলা বসে। ইয়াত হবৎককমর দেকান-পোহার আক বও-মেমাদি হয়। এই মেলাত ১১ হাজারমান যাকীর সমা-গম হয়। এই মেলাত উবিয়ার ওজা গোবা দেখিবলে পোতা যায়, আসামর ওজা গোবার লগত মিলে। পোছাক আদার হুজুরাবীর লগত একে। গোকনাথর ওচবেই এটা কুঠাশ্রম আছে। এই কুঠাশ্রমত ভালেমান কুঠেবোগা থাকে।

ইয়ার বাহিরেও নবেঙ্গসোবাব বা চন্দনপুণ্ডুরী গারত এখন কনধা আশ্রম আছে, এট আশ্রমত অন্য লগ-ছোয়ানীবিলাক পোহাপক, গোধাপতা আক কামবন শিলায়। ইয়াত হুন্দর হুন্দর চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ, কাপোব-কামি তৈয়াব হয়। ই ভূতপূর্ণ মেনেকার বায় বাহাচব চবিচাম্বর এটা শক কাঠি।

বগ্নাথকেশ্বর বাহিরেও উবিয়ার আক তীরখাই আছে। প্রথম তীর ভূবেন্দর—ভূবেন্দর ষ্টেগনর পরা এমাইল। সাকীগোপাল—সাকীগোপাল ষ্টেগনর পরা এমাইল। চন্দ্রভাণ্ডা (অকুঠীর্গ) হুগোসেনর মন্দির গকর গাঠীবে পুরী পরা ৩০ মাইল। আশ্রমখা (বাগ্নাথকেশ্বর মন্দির) পুরী পরা ১৪ মাইল। বৈতলনী মন্দিরগা—বৈতলনী ষ্টেগনর পরা ৪০ মাইল (কটক)।

পুরী বা কগ্নাথকেশ্বর বাহিরে ঠাই। যদি পুরীত মাহুৎব বসতি নহলেতেন তেনে পুরী এখন একাও মক-ভূমি দবে ফলগেচেন। পুরীত মারিকল, ভালগচ খুব বেছি। সাগরকোনা, আওগু, আক পুলাকম্বর গছ সতগো ঠাইতে বেথা যায়। পুলাকম্বরপর চাকি লগোৱা তেল হয়, তাব মাহুৎব এই তেল বাহাৱর করে। আন, কঠান, আন কল-মুলর গছ আছে খরিৎ তাব কল মাহুৎবে ভোগ কবিবলে পাগ বুলি বিখ্যাত নহে, সারণ পুরীত বাম্বর আক হুজমানর সখা বই বেজি।

দেইকলে বছরত তিনিমান ধান বেতি করে। "পাশুগা ধান"—(আধধান) মাখত বোবে, বহাগত কাটে। "বিগালী ধান"—বহাগত বোবে, ভাবত কাটে। "ভাবর ধান" (শালি) বহাগত বোবে, পূ-মাখত কাটে। ইমান বেতি করে পলিত মাহুৎব অরতা বজল নহে। ইমান ধানইয়ার আক কঙাল আন বেরক আয়েনে নাই কব মোগরি। পুরীত লোকসখা ৩৬ হাজার, বেগর জনসখা ১। সাধনা মাহুৎব ভিতরত গোলা মেগেই বেজি। ইমান গোলাবোণী বোধকবে আন কোনো দেশতে নাই। দিকা, বায়মা-বাগিলাত অসমীয়ার ধবেই উবিয়া পাংপয়া।

পুরীত সখীমাতী তীরবাসী—
নগীর ঐগুত মদমসুত্র শর্কা কবেরে মদমদীবে তেতে পুরীত তীরবাসী হৈ আছে—তাতা পোপীনাথ, পুরী। আন নগীরে হুন্দর গাঁৱে ৩৬০০ জন বেগানীর বিদ্যা বনা—ঐগুনা বিদ্যাসিনী বস, তেওর তিননা মাতী-মণ্ডগঢ়াই, পুরী।

উবিয়া ভাষাত "তোটা" মানে বাগিচা। পোপী-নাথর মন্দির এখন ফল-মুলর বাগিচাৰ ভিতরত আছে, এইবেবে এই মন্দির তোটা পোপীনাথ কর।

"চাহি" মানে—পাড়া, পাঠি।

শ্রীমহিমচন্দ্র সিংহ

স্বতন্ত্রে লেখিত আছে।

বাটিকল্প

(১)

মোব এতিয়া বয়স আটচুড়িব ওপর। থাকে আনোপাটব ওচবে নিগা সৰু বব এটিত। অকল-শাবী প্রাণী, ভালগতো এলাক তথাই-নিকাই খাণো, নাখালেও কোনেও সোযোগা নাই। ক্রাবর দিনে গলে কেতিমাতা বজুইতে বহইছ ববে—পিছে ডাঙর বাবুক এটিবে বিমাকে দিওঁ দিয়া খবি। হল পুণি বখা ভাতকে বাই থাকবনে। এতিয়াও কেবছবমান আছে। "কেবছবমানত" বজুইতে চোয়া দি কর দেই—মই বেনে হুগোকে। "হে কে-এ-কেই-নকবান, পিছত বইনা বিচারি বেশ ভোমাবিবলৈ ওলাও হে বৃগিহো।"

ই তাগনিথবের কথা—ছোৱাগীটব ববব তেনেই কলা, মুখনি চিচা, চকুখুবি চেগাউবিবে তেতে দী-লীয়াটক, চকুভিতরেই আকাল দেখি, গাটো তেনেই গাৰি। আদার পলিব আগতে জপিগাই হুবেহি—বন হৰিণা পোৱাগিটিহে। শ্রামণী আইকণ বুলি মাতিলে হাঁহি স্বাভবতে পলিত, কাৰ চপাৰ মোৱাৰো। কেবছবমান গল। মোব মনত কিন্তু জামণীৰ সেই চকু-খুবি মোৰ জিকিদি জিকি থাকে। এখন ভাবি-চিভি মোৰ পলিত বন্ধর হতুহাই কাকভাৱেই কই ভ্রামণীৰ পানিপ্রাণী বুলি জনালা। তেওঁ বিধেব একো হো নো নকলে। কিন্তু পিছত যুগ-স্মান্যকৈ তনিবলে পাশো বোলে মই স্ততকুণীয়া হৈ তেনেকৈ ববা-টোৱেই ভুল হৈছিল। মোব, ভ্রম ভাগিল,—কিছ, ভুল কোনাৰিনিত হল তাবি নাগাওঁ দেখোন, এতিয়াও। হক মোবে ভাগ্যদোষ বা জঘন্যদোষ। মই স্তত, সন্তকোভেদকে মক, মোব মুখ-ওপবতই ভিবি দি তেওঁ-শ্যক ওৰ হৈ পাওক। হে: মুক্তিভঞ্জন নাই—আনি সন্তকোইটা নাখাকিলে ডাঙরবল ডাঙর হব কনেক।

অন্তহে এইবোৰ এতিয়াহে—মনৰ ভাব, সেই সময়ত হলে কথাখৰ গনিহেই, লাজত, দিকাৰত, সপ্ৰাক জনি টাইছিল।

স্তত চকুলো চহো গালেৰি বৈ গৈছিল—সাহত—এখন পোববিত নহয়। হিয়াব তত্ত্বই সেই স্ককোমল হব ফুটি উঠিবলে নোপাওঁতেই নিককণ তানে সোপামাৰি ধৰিবেহি। কোমলমান গল। হঠাৎ এজনে আহি ধৰব বিহেচি বোলে শ্রামণীৰ বব অল্প, এতিয়াই কাৰতীয়ে মোক মাতি পঠিয়াইছে। মই ততাতমাকৈ গলো, কাকতীৰ মুখ ডাঙর হকো, "আহক" বুলি কিতবেল মাতি বোগীৰ কাষ পোৱাগেগৈ। অরতা দেখি মনটো চিৰিবকৈ উঠিল। চিং হৈ পৰি আছে, গাটো বগা-বনিয়া এখনেৰে চকা। চুকিচোৱা আউলি-বাউলি হৈ, এনোপা হৈ হুগোবনি গাললৈকে ঢাকি পৰিছে, মাজতে সেই চকাটিৰ ববে মুখ-বনি। দেখিছেই মুক্তিৰ পাবিলো অম্বৰ একোপ ক্ৰমাৎ বাক্রিৰ গাৰ্গছে—ইমান কাঁপ মুখবনিতো এটা তেজৰ বাধনী অজা হৈছে। মই বিখাতে ছিলা এখনত বাই পাবিলো। মোলে এবাৰ চকু ফুৰাই চালে শ্রামণীয়ে—পিছত মুবটি একভাটাকৈ বেবর দিনে একেথৰে চাই বস। সেই বেরনাকাতৰ চকুখুবিৰে এতিয়াও মোক মুকত শেগ মাৰি থৈ যায়। হাতখন উলিয়াই নাজী চাণো, মোৰ হাতখনো অক-বক কৰিবলে ধৰিলে। কখনাপিত্ত ধৰিলা—নাজী বৰ প্রেল। কেবাখনবেপৰা অককয়ে কুগব গাৰ্গছে বোলে। মোকনো অগেয়ে ধৰব দিব নাগায় নে? ইনানেই নিগনিমানে,—আপনৰ কালতো মোৰ আদাৰ গাতকক আশাভাণ কৰিবলে বাঁধানি। মাহা!

মই ভূটি বে বাহবত বহিলো,—কালক এখিলাত ওখবৰ ভাগিলা এটা লোখিলা। মনটো বৰ পু-ধুৱালৈ ধৰিলে, টিক নহল হকো। কাগলখিলা কাঁপ পোহাগো, আন এখিলাত লোখব ধৰিলে। আদা লোখি আকো কাণ পোহাগো। কি কৰো—"এতিয়া ইয়াকেই গুৰাওক, মই কিত্যপ-পজ চাই আন এটা ওখৰ পঠাই দিম। নিমখ মতে গুৱাল, মই বাও"—এই বুলি ওখৰ এটা লোখি দিলে।

মই উঠিলো। “ডাক্তৰ বাবু ধৰকচোন” বুলি কাক-
তীয়ে টকা চাইটো লৈ হাত খেলিলে। মোৰ মূৰ বুৰি
গেল, ভাবিলো ‘আপোনটো হোৱা হলে মোক এনে
বেলাৰ ভাৰিহানে নহে?’ হুটাই কৈ পেশালো “কমা
কৰিব ডাক্তৰীয়া, আপোনাৰ টকা চাইটাই মোক নভৱায়।
মই এতিয়াই আহিম।”

সেই অকণ্ঠত মহেই এটা মাথোন ডাক্তৰ। এতিয়া
বোণী চিকিৎসা কৰিব লাগে মই, মোক চাৰ কামে।

• • পদুনি দুখৰে পৰা কান্দোন শুনি
উৰাহু খাই সোমাই গেলো। বাতৰীয়ে মোক দেখিয়ে
উত্ৰাল পঠি কৰণে ধৰিলে “হে ডাক্তৰ বাবু,
চাওকহি এই মোৰ চকুৰ মণি পিঠাতে হেৰুৱাও যেন
পাওঁ। হে মোৰ দিগন্ত হাতে তাকেই নিবা এই মোৰ
বাছাক জীয়াই দিয়া।” বিচুতি বচি সোমাই গৈ চাওঁ
মোৰ সান্নিধ্য চকুৰে। শোৰণিত উচ্চাত-বিস্তাৰ কৰিব
লাগিছে। চকুৰ কেউটি কমি আহিছে। তেনেই আহ-
ৰিয়ে হল দেখি! অস্তৰা দেখি চাৰিওপিনে ঘোঁৰাকোৱা
দেখিব লাগিলে। এতিয়া মোক গভালেনো কি হব।

মই ক্ষুদ্ৰ কীটাছৱে সৰুখাশী নিয়তিৰ কবলৰ পৰা নো
কি সাধে বান্ধি বাধিম। • • ভ্ৰামণীয়ে সেই আহৰ-
তাব মাৰ্জতে এৰাব মোটো চাই কলে “নোৱাৰি নহয়।
তুমি বহুতকুশীলা নহাৰ।” ভ্ৰানলি, ভ্ৰানলি, তই কি কল।
চকুৰ দুখৰ এতুৰত মোৰ নকলতকেই হাঁই দিছিলি।—হায়।
হায়। মই এতিয়াহে মৰিলো,—নিচেই মৰিলো। • •

মি হবৰ হল। নিভাননকুল পাৰি ভালকৈ নৌ
হুসিহলে পাওঁহেই মৰি গল। শোকে মোক সৰ্গস্বৰীৰ
ওপা কৰি ধৰিছিল। বহুত দিন হৈ গল আজি—সেই
কথা। কিন্তু মই হুৰ্গীয়া বুঢ়াই আকটিলেকে সেই বিধাৰ
টোপোলাটি ভাৰ হৈ ফুৰিবলৈকে আছে। এতিয়া মোৰ
পাৰেধিৰ বয়স উকলি গৈছিল—দেৰফুৰিযো ভাটাত।

এয়ে মোৰ সপোনৰ প্ৰেমৰ কাহিনী। মই এতিয়া
পৰ্ধাৰ মাজৰ পৰলস্বৰীয়া হুজুৰোপাধৰে। বাদ, ব-
বুণ, সংসাৰৰ দুখৰ কত বৈ গল। আৰু কত ঘাবল
আছে। কেতাবো বহুশূণ-শীল কৰি পঠোৱা কৰাব

ময়লা এঁচাতিয়ে ডাল-পাত লৰাতি ৰাৱতি। কেতিয়াবা
কাটিং সেই নীলকান্ত মণিধৰে চকুফুলিৰে এতিয়াও
মনত পৰে:— মৰৰ বতাহ এচাতি মোৰ বুকুৰ মাজেদি
হাঁহ, হাঁহ কৈ বৈ যায়। কিন্তু সেই আগৰদৰে চেঙণটি
খাই ফুৰিব দিন আজি মোৰ নাই— তালৈকে তেজৰ
সোঁত বৰকৈ বৰ লাগে, গাত সমৰ্প হ'ব লাগে। মই বে
কুয়েঙ পুৰিব নোৱাৰা গাঁৱিন কাঠ। • •

যি দিনৰ আছিল, তাকেই দিগো,
নাই আৰু একো নিবলৈ।

(২)

‘বুঢ়া হলে বৰ কথকী হও, ময়ো বাবু নগৰো।’ “এ
কথাৰ লাগু-বাঙ্গ নাই দেখি শিগ পাইছো নে কি। বৰা-
চোন অকলমা—কি বুলি কৰাটো এনেকুৱা—তোমাৰো
সময় আহিব, কেতিয়া বুলিব।”

শুনি আহিছো বোলে, ‘সংসাৰ মায়াসয়,— অসাব,
প্ৰত্নেিকা মাত্ৰ।’ বৰ টান টান শব্দবোৰ, বুদ্ধিবৰ
নোৱাৰো। যেষে ইয়াতলি পিঠি দিব পাৰিব সেয়ে মুক্ত
পুৰুষ। কেনেকৈনো মই এনে নিৰাশৰ ভাৰ ধৰো।
ময়োতে উৎপত্তি, ময়ো কেনেকৈ এৰো। যেতিয়া ভব-
ব্ৰহ্মণীয়া গছৰ প্ৰোগত সোমাই পৰীটোৱে লগৰীয়ে সৈতে
কিৰাকিৰি কথা কৈ থাকে,— গছৰ ছাঁতে বহি জিবাওঁতা
মই পথিকে কেনেকৈনো তৰা নোহোৱাকৈ থাকো।
নিমাণে যেতিয়া লগতলৈ বোঁচ কটোপাঠ কৰে,— মই
অসহায় বুঢ়াৰো বুৰত ৰং ৰনিগাল বৰষে, কি সত্বেনো
মই কটকটল একেৰি পাৰো। শিৱায় নগলোৱাকৈ থাকো।

গব্বিৰ ফুৰিবলৈক বলা বতাহ ছাতি,—মোকে হুতু লগাবলৈ
নীল আকাশৰ শোনালী হাঁহিতি,—মোকে উৰাত কৰি
কেনোবা কল্পনা বাতাল নিবলৈ। থাকো সেই বাহিৰৰ
ওক পম গৰ্জন,—মোকেই দিগন্তলৈ ওতাই আহিবলৈ।
তেনেহলে কিয়নো মই এই পলক-চকল ময়ো উৎসৱত
প্ৰাণ টানি নিৰি জড় পৰাৰ হৈ থাকিম। কেনেই কাপত
থিলা মিৰা, ক্ৰেপেই চকুত কাপোৰ নাছিয়া— সোঁতা
চোৱা বিস-প্ৰকৃতিয়ে অনন্যতে বিহুগ হৈ ওততপোৰে
নাচিব লাগিছে, তোমাকো হাতবাউল দি মাতিব লাগিছে।

হওঁতে তোমাগোকৰ ডেকাতকৰ নিচিনাকৈ চপ-
দিয়াই ফুৰিব শক্তি নাই, কিন্তু সেইবুলি সংসাৰ-বিধিৰ
তলত ধপাত এচিলমকে লাৰে লাৰে ছাপি ছব লবলৈ
কোনো মোক হৰকা-বধা দিয়া নাই। সেইহে বৈছে
যোশো “আমাৰ হলে বেপাৰী মাজাৰী পৰমহলে ৰাইল
আকাজ্ঞা নাই। আমি “মুক্তি নিশু” বিধৰ হে।
আমি মহাশেই নহওঁ যে “মহাযোগ হলে শুভ কৰি আছে।
কায়। ব্ৰহ্মদৰ দেখো কি কৰিব পাৰে মাজাৰ” বুলি
লজালি মাৰি পিছত লট-খটি হৈ মৰিবলৈ।

“মাইলেক যোমু যোমু।”— কোন ঠে, এই হুপৰীয়া
দিগু কৰিবলৈ আহিব। ক, এওঁ মাজাতক পুৰুষ, ডিঙা
কৰিবলৈ আহিছে। কি বৰা বাবু—মই তুমি নাহু
মানটো এহাই নবোৰ। ময়েই অৰ্ধমৰমৰ মায়াৰ পৰা
মুক্ত হব লগাত পৰিলো। “হেই ধৰ।”— ই: কি কৰিলো,
কটাই একবোৰে চাবি অন্য সবকালে। সেতা, বাটত
দি যোমু যোমু শব্দেৰে ৰৰৰ মৰ্মিমা দিগন্তলৈ প্ৰচাৰ
কৰি গৈছে। মোক বুঢ়া পাই ছল কবিলে।

আবেলি হওঁ হওঁ হৈছে। বাহিৰত কৰেবা মাত
শুনাব মতে কৰিলো। চাওঁগৈ—এজনী নিচেই চেপোনী
মাহৰ বাটত বহি আছে। বয়স ফুৰিব ওপৰ হব।
গাৰ কাপোৰ ফাটি চিৰাচিৰ হৈছে, জাবতে দক্ষুৰকৈ
কঁপিছেও হৰকা। মোক তাই দেখা নাই,— তপই
মুঠো ধৌ খাই আছে। মুৰৰ মণিগন জটবুৰা ছুল-
যোৰ দেৱাল ওলমাই হুয়ো গালৰ ওপৰেদি ওশমি আছে।

“যেৰ কৰ মাহত, কি লাগে?” তাই মূৰ নহটাবৰে
বেকাই কেকাই মাত দিলে “দেউতা ভিৰা-আ” কথা-
যাৰ কৰমপট কৈয়েই, তাই দেখোন মাটিত শুই পৰিল।
ধৰবলৈক কঁপিলাৰ ধৰিলে। মই কাৰ চাপি চাওঁ—হে,
যায়েই হৰকা। নিকপায়ত পৰিলো। ভাৰ আপনে মোকহে
বিচাৰি পাইহি। কি কৰো, নিজে ডাক্তৰ মাহুত হৈ এনে
আলাই-আপানিকৈয়ো মাৰিব নোৱাৰি— তেহেলে ৰয়ে
হক। ওততেত বকা খোৰা মালীৰ ঘৰৰ পৰা গমনবৰে
এগোশা আমি বাহিৰা ৰবৰ একোঠানিত পৰিলো।—
পিছত ভাইক নিওঁ কেনেকৈ। স্তেতন। কেকো-

হেকোইক দাতি লগো।— উঃ, বাম বাম, পোটেই গাটো
এনেহে গান্ধাইছ। গাৰ ফটাৰুনিমাৰাৰো পুঙ্-
পানীৰে তেনেই চেৰুকা-চেৰুকা। চকু-বুৰ টিপি জাহি-জাহিকৈ
কৰমণি নি বেৰব ওপৰত ৰলোগে। প্ৰভু ইয়াটোকেহে
মোক ৰাখিছো।

“দেউতা, ইয়, কি কৰিলে, এইটো কত হুনা-
শোহি। এতিয়াই উলিয়াই দিয়ক। বৰ খাপ খাবকী—
দেখা নাইনে কি বেৰাব হৈছে। এতিয়াই উলিয়াই দিয়ক।
নলে দেউতাৰ ইচ্ছত নাধাৰিব।”

“হেৰো বেপাৰী, পাৰোহেনো চপাই উলিয়োন? মোৰ
কপাল। এটন পানী আনচোন,— এইটোকো, মোটোৰো।—
আন বেপাৰী আন।” সি কৈ মাহুতেই ভাল,— মোক
অকলে বিধোবত পেশাই চাই থাকিব নোৱাৰিলে। মাহৰ
জনী কেগদিনো সৰত বিচোঁত হৈ পৰি থাকিল। খোৰা
মালী আৰু মই,— এই দুজোৰো শুভমাত লাৰে লাৰে
তাইৰ জৰ কমি আহিল। ঔষধৰ শুভত বহুকাৰোৰো
ভটগাব ধৰিলে। এইদৰে এমাহমানৰ মূৰত তাইৰ মূৰত
জীপ আহিল। উঠিবলৈ বুৰে,— কিন্তু নাযায়। বাহই বা
বইগ? আমি সেইটো অগিয়ে পম পাইছো।

অ, মাহটো হেনো মাজামতী।— এদিন তাই ব'দ-
কটিগিতে আমনকিমনকৈ ৰি আছিল। মোৰ হাতকৈ
কথা এটা মনত ৰখালে।— স্ত্ৰবিলো, “হেঁ” মাজ, তহেই
নহনে এৰছৰমান হল এটন বাটত মোৰ কাপোৰত
ধৰি টানিছিলি?”— এঃ, তাই ৰেখোন বান্ধিছে পেলালে।
“যেৰ কৰ মাহত, কি লাগে?” তাই মূৰ নহটাবৰে
বেকাই কেকাই মাত দিলে “দেউতা ভিৰা-আ” কথা-
যাৰ কৰমপট কৈয়েই, তাই দেখোন মাটিত শুই পৰিল।
ধৰবলৈক কঁপিলাৰ ধৰিলে। মই কাৰ চাপি চাওঁ—হে,
যায়েই হৰকা। নিকপায়ত পৰিলো। ভাৰ আপনে মোকহে
বিচাৰি পাইহি। কি কৰো, নিজে ডাক্তৰ মাহুত হৈ এনে
আলাই-আপানিকৈয়ো মাৰিব নোৱাৰি— তেহেলে ৰয়ে
হক। ওততেত বকা খোৰা মালীৰ ঘৰৰ পৰা গমনবৰে
এগোশা আমি বাহিৰা ৰবৰ একোঠানিত পৰিলো।—
পিছত ভাইক নিওঁ কেনেকৈ। স্তেতন। কেকো-

বারিবার করণার্থ্য। পাগেই মুখনি উপতি পরিব নহয়,—
‘তাতেই, আকো’ কেটে কনি মেলিগ নহয়।’ লায়ে লায়ে
ভালবি হৈ এটা ছুটাকে তাই কথা পাতিলেন ধরিলে।
তাই মোর মুখলি চাই এবার কলে, “সেই,—সেই দিনাবন
আপোনাকা বিগি দিত্তে, আপুনি যোগ মুখলি বি দবে
চাইছিল, দিগে হুতাব সেই চকুসুবি মোর এতিয়াও মনস্ত
আয়ে।”—অলপ তলকামারি তারি আকো কলে—
এটা এটাক—“সেই চকুসুবিহেই ইচাটলকে মরিবলৈ
টানি লৈ আছিলিক।”

এতিয়াও সেই চকুসুবি চলচলিয়া। এতিয়াও মলচা
চকুশোব সঁচে, বীণ, অতি বীণ, হুতোখনি পাগলে বিবাদ-
এতিয়াও আঁকি খেছে। এতিয়াও কান্দোন বিবাব লাগাচ্ছে—
সেয়া।

‘দয়া কথা, দয়া কথা তাপিত হিলাক,
হুপুণীর দিহলে একো নাই ঐ।’

(৩)

মাত্ৰাক বাবীর একুই বহা এটা কবি তাতে থাকিব
দিগে। গাঁবরপবা ধান কিনি আনি চাউল-চবা খুনি
বকাবত বেচি বি ছুই পইচা পায় তাতেই পেট প্রসস্তায়।
মোর তালৈ আছিলে হাক বিছিলে। তথাপি তাই চেগ
চাই ইনন সিখন কবার চলগে আছি ধপাত এচিলমিক
লগাই মোলৈ আগবঢ়াই দিগেই। মই থং দেবুবার,
কিন্তু বর টানকৈ নহয় সেই,—কানোবা বেচেবীরে বেধাব
পাই নহায়ে হই।

কেবা মাগে গল। এদিন খোবা মাগী আছি
মোর আগত চকুচুটানাকু করিব লাগিছে। “বেলো
মাগি, গৈছে কি?” সি গাহেঁকে মাত লগালে, “দেউভার
এটা কথাত আছা লবলৈ আছিলে। মোবো বস
ভাটা দিলেই,—বিলে—আপলে মুখত পানী এসু বিহলে
কেও নাই। সেইদেখি ভাবিচো দেউভার অমৃত
পালে মাথাকে ধরবন গত্যর্ভ। দেউভাই বলাব ধরবন
পাতি দিলে, গোলাস বেচী হাঙকে পাব।”
হো: হো: হাঁহি পেলাসে, “বেকো বর কি। তওই
দেখোন ইঙ্গত মোবাৰ ভয়ত তাইক মোর ধবনে পবা

উলিগাই দিব খুজিছিনি। এতিয়ানো তোবে ঘবত
সুখুয়াই ইছাওতো কত খবি?” “নহয় দেউতা, সিও
এটা কাশ, ইও এটা কাশ। দেউভার কুপাত তাই
নহুনকৈ জনন পালে। মাত্ৰা আক আপব সেই মাগি
নহয়। আক দেউতা মোবো কথা এতিয়াহে তারি
চাইছে।—অলহুয়াই বহগয়া।” মই এটেই পেটে বব
বং পালে, কলো—মোরনো কি কথা আছে? তইতব
যদি মনে মনে মিলিছে (সি মিচিকিয়া হাঁহি এটা
মাবিলে) মোর হাক তনিবলগেতা অং নাই। তইতব
সুখ হলেই মোবো সুখ।” সি টুপবকৈ সেবা এটা
কবিহেই অমৃতজন।

(৪)

মই কলে কলে, “আকো বেশ সুবিবলৈ ওলাসে—
মোবকালে আক ঘুরি নাহো বুলি ভাবিছে। দর্কাবই
বা কি? মই অকলপবা। মাহুং,—যতে বাতি ততে
কতি। সেয়ে মোব ঘব।

অকলপবায়াই বা বেলাে কেনেকৈ? সেই বতাহ,
সেই আকাশ,—ফলেক বাও তাতেই মোক আবার
আছে। মোব মনাই লসবী মোর কাহতে। কত কি
বথা পাতে চুয়ে,—বর করকী সি! পিছত কথাবহে
একো পাগবান নাই। মায়েমায়ে থাকি থাকি হুয়েতে
লাগি থকা মোর সেই বিবাবর মানস প্রতিমাটিয়ে চল-
চলিয়া চকুয়ে মোর মুখলৈ কুচুকিয়াই চায়। “কি হব
মোলে চায়ে সোশাই, মোর চকু নিছরাটা কানিনিবাই
তুকাইছে নহয়। তুফান হুনিয়াহ এটিকে ভোলৈ
খেছে, ল।”

বিচিত্র এই সংসার। কত দেশ-দেশান্তর সুবিলে।
কত ধরধার মাহুং দেখিলে—বলা, দনী, ভিখারী, ফকীর
সমাসী,—কত ধুঁ, চোর, ডকাইত। কত দিন মোর
নানা ঘটনা ঘটল—কত হই—কনা মেস হল। এদিন
এটাই ধরি মোর জেপ কাটি বি পালে সোপাকে চুব
কবি নিলে। কেবা ঠাইতো আশ্রয় নাপাই গছর তপতে
কটালো। কত সন্দেহ উঠিল আক মার গল। কমাচিত
বাটর কাহত বহি ভিবার্ততে কোনোবা অচিনাকী বাটকাব

চকুয়ে চকুয়ে পরি পাহরনিব কোনোবা নিতুত ছুটাইলৈ হেচুকি
দি যাব। তুল্লা-আকুল মোর কাণর কাহত কোনোবাও
নেই ফুটুচাইই কর “এয়া, মই ভেগচনব নিতবতে লুকাই
সুবিছো নহয়,—ঠমি ধবিহবে মোবা।”

“হয়েতা প্রু, তুমিয়েই বিশ্ব সকলো বসন্তে দিবাছিছা,
আমি অন্ধশাই বেধিক দেসেখো। তুমিয়েই চিকুটটি
মরি বং চাইছা,—আকো তুমিয়েই অসমর্থ হৈ চিকুটটি
সবি চকুলা টুকিছা; তুমিয়েই আনুবিব বলু প্রাকপ
কি প্রাণিক মর্ধিকা, আকো তুমিয়েই বৈকুণ্ঠর প্রেম-
অনুভব নিছরা কাটি আনি তাপিতব প্রাণ লীলন্ত কবিছাছি।
হয়, তোমার অনন্ত পতিলীলা শক্তিক তুমি মচন্তগা।
তোমার নৃতালীলা মাহাত তুমিয়েই মনস্ত মনস্ত কোটা
বেগু-পদার্থাকুপে সিচবত হৈ পবিছা।

তুমি সত্য ব্রহ্ম, তোমাতে প্রকাশে,
জগত ইটৌ অনন্ত।

জগততে সারা তুমিও প্রকাশ,
অন্তর্গামী তগরঞ্জ।”

সুখধর বীর শুক ধনি এটাই আনন্দ আক
আনন্দত চিয়া কাঁপাই সমিধান দিছে যেন।

“অন্তবতাই মোর লক্ষণ। কলোহামি—পতিলীল
মোর অনন্ত শক্তি। মোতেই উত্তর হর্ষ মই, নীমি
সুসুধর পশি সৌ দানো ববীয়া মেঘবাশি।
ময়েই আকো আকাশর পরা নামি আছি পৈলমালা বিবাবন
কবি শক্তি-কবিগাবের ধুই উটাই নি ধবলীক মনু
কীরন হিলাও। মনু কীরন-বস পাই ধবিত্রীয়ে নানা
শম্যাকবণা শ্রামলা বনমালী: হৈ মোবেই মলল উৎসব
পাতে। পিছে ময়েই আকো ঘুরি-পকি গৈ গৈ সেই
মহা হুনিতে লীন বাওগৈ। মোতেই উদয় হর্ষ,
মোতেই অন্ত বাও। আকো আয়িম আকো ঘাস,
অনন্ত কালিলে। মই জগত।”

উচুপু বাই ঠিকটল সাব পাই উঠো। “নাভাশ
নাভাশ।” আকো খোক লভ।

বিবিব বিবাব, বিশাবর শাবর
ইছুনিদি পবকাশী

শেখ শয়ন শির ‘কেশ’ বিশাশন
পীতবসন ধরিনানী।

(৫)

আকো আছি কেবা বছরবো মূবত শব্দগতা হলো।
মোর শবীবর অলহুয়া ভাল নহয়। মই নিজেই ডাকব।
মোর কাল চকু চাপি আছিছে বুলি বুঝিহল আক বাকী
নাগাশিল। কপিভার পন্দন বর অনিয়মিত—মাঝে
মাঝে এবার ছুবার তাব জোরা পাতবি হৈ যাই। থক
সেইবেলাে লগা।

ঘব পাশোছি। মাদী আক বৈদীয়েক, গুণো আছি
জবিত দীপন দি পরিব, আক চকুলা টুকিব ধরিলে।
অকলপবাটিক পেলো হলে মোবো ছুটোপাশান চকু
পানী ওগালগেতেন,—কিন্তু ইহঁত হালব আগতে হুনিব
পিছত মরিবলৈ ওগোলা বৃষ্টিটোলেনো কানিব পাবিলে?
আবেলিন পর। মাদীবা আউট বহরীয়া লবাটীয়ে
কাঠবিব একেধর ভেলেবে যদি মোর চেতাগতে
টানি-আজুরি লৈ সুবিছে। মই মাত দিলে,—“হেবো
বান্দব, তোব নামটৌ কি অ?” সি ধমকি বৈ মোর
মুখলি চাই থুথক-খানা কটক কলে, “মোই নাম, ভেট
করি।” শক্তি কর অ বান্দব, কি ভেটকরি?” সি কলে
“আত-তাই কৈথব সৌ তুফান বিঘর ভেট-করি।”—অ,
ময়েই আছি তাইব চুটালি বুলি, মই এতিয়াও তন্ত, ধরিছে।
সেই তহাশি যে মই সেই আবার কথা কৈছিলো,
তাতেই তাই মনস্ত সঁচি থৈছে। মনটৌ হুমহুমাল
ধরিলে। তথাপি ডাটী তাক ভাবুকি দি কলে, “কেলেই
হবি ভেটকরি,? তোব নাম হেছে কলকট। বান্দব।
আহচোন কাগধন কাটি ঠিকি।” মই আচুগাই মোবা বেধি
সি পাহুইহকি গন মরিব খোজোতেই তিৎ হৈ পরি গল।
মই লব মরিব গৈ দাভি কোলাত লগো। “কেলেই হবা
কাগকটা, তুমি সৌ বিঘর ভেটকরি,—ঘোমারে করিলে
পাহেশলি মনমোবা ভেটকল হবাইগৈ।—নাই—নাই—
নাকামিরা—নাকামিরা—কানিব নাশিব নহয়।” পাহ-
বগতে, ছই পাগত ছটা চুমা খাই পেলাসে। তাব
অং কান্দোন একনিয়াদি গল। মনটৌত গোশমাগ লাগি

মাহুজহনে বিলম্বন পুনি চাৰ্খলৈ ললে। কিন্তু তেওঁৰ মন বিলম্বন গুণত নাছিল। সুধিয়ে “কাৰাবাৰ ভাল চপলে ন? ”

“বৰ বেয়া নহয়। পিছে আপোনাৰ লেখীয়া ভাল অভিনি কাচিত হে পাঠ। আৰ্জিকানি বস্ত-নাহানি মাথো বৰ বেছি। তাতে সেই ছোৱালীজনীৰ লগতে আমাৰ বহুতো খৰচ হয়।”

“কোন ছোৱালীজনী ন?”

“কিয় কৰেট। গাৰু।”

মাহুজহনে অঙ্গমনকভাৱে মাত দিলে “বদি তাইক আঁতৰাই দিয়ে।” তেওঁ কৰেটক পুতে কৰা দেখি মায়াৰ ব্যক্তি চকুত টোপালি নাছিল। তাতে টোনা-ডিয়েৰ দম্পতীয়ে এই চকু মাহুজহনৰ কৰেটৰ ওপৰত মেৰ দেখি বহুতো লাভৰ আশা গুণি আহিছিল। সুধিয়া বুজি একে উপায়ে কৈ গল “লৈ যক! দাঙি লৈ যক, লাগ-কোলা কৰি নিয়ক, উক্ৰাই নিয়ক, এতিয়াই—এই মুহূৰ্ততে।”

“একা কথা নাই, মাতক।”

মাদাম টোনাডিয়েৰ বি ধৰিলে “কৰেট।”

“ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিলম্ব টকা কেটা দিয়া যক। কিমান ন?”

“তেইশ ফ্ৰা।”

মাহুজহন আচৰিত হল। পাৰ্চোটা পাঁচফ্ৰা মোহৰ উলিয়াই মেহৰ ওপৰত থৈ মাত দিলে “আনক, ছোৱালী জনী আনক।”

টিক এই সময়তে চেগ্ চাই থকা বানী টোনাডিয়েৰ আহি কোঠাৰ ভিতৰ সোমাল। শৈশীয়েকৰ ফালে চাই মাত দিলে “এখেতে আমাক স্তেইশ ফ্ৰা দিব নোলাগে। মুঠে ২৬চুহে।”

টোনাডিয়েৰ পত্নী চিক্ৰৰ মাৰি উঠিল “মোটে ২৬চু।”

“কী, ২৬ চু যক, ৬ চু যোবাৰ। কৰেটৰ বিষয়ে তেখেতৰ লগত মোৰ ভিতকৰা বন্দৰত বৰ। তুমি অলপ আঁতৰি যোৱাজোন।”

মাদাম কোঠাৰ বাহিৰ হল। স্বামী টোনাডিয়েৰ

টিক এখন আনি মাহুজহনক ধৰিবলৈ দি নিজে কাষতে টিট থৈ বৰ মন্তব্যৰ ধৰি মাত লগালে “ডাঙৰীয়া। স্টাৰ্টিকয়ে ছোৱালীজনীক আমি নিজৰ পেটা পোৱালীৰ দৰে চেনেত কৰো।”

মাহুজহনে স্থিৰ-দৃষ্টিৰে টোনাডিয়েৰৰ মুখৰ ফালে চাই প্ৰশ্ন কৰিলে—“কোন ছোৱালীজনী ন?”

“কিয়? কৰেট। তাইক আপুনি লৈ যাব খোজা কেচু? মই তাইক এৰি দিব নোৱাৰো। তাইক নোহুৱাৰে পৰা ভাল-ভুলি মাহুজ কৰিছো। নোৱাৰো নোৱাৰো, তাইক এৰি দিব নোৱাৰো।”

তেতিয়াও মাহুজহনৰ দৃষ্টি অক্ষয়নভাৱে টোনাডিয়েৰৰ মুখৰ ওপৰত পৰি কৈ গল “মোক মাফ কৰিবা। অনিনাকী মাহুজ এজনৰ হাতত নো যাক ছোৱালীজনী কেনেকৈ এৰি দিওঁ। মাক বাপেক কেওঁকিছু নাট-কিয়া মাটৌ ছোৱালীক। বহি বা এৰি দিলাহেই মইতো জমা উচিত, কাৰ হাতত দিছো, কত আছে, কেনে আছে। মই আপোনাৰ চিনি পোৱা দুবৈত থক নাহুটেকে নোভানো। এখন বহিছ-ভহিছটো লব লাগিব।”

মাহুজহনে আগৰ দৰেই স্থিৰ-দৃষ্টিৰে টোনাডিয়েৰৰ ফালে চাই গভীৰভাৱে উত্তৰ দিলে “পেৰি নগৰৰ ও মাইলৰ ভিতৰত এটা মাহুজে দলিল পাত্ৰৰে পৰিচয় দিবৰ কোনো সকাম নাই। মই মোৰ নাম নকও একো পৰিচয় নিদিওঁ; যদি তাইক মই নিওঁ, আপোনাৰ লগত তাইৰ চকুৰ চোৱা-চুৰি থাকিব নোৱাৰিব। মই তাইক নিথৈল ওলাইছো তাইৰ ভবিৰ শিকলি কাটি দিবলৈ। শিকলি কাট দিম—তাই উবা মাৰিব। এই মোৰ কথা। দিয়ে নিদিয়ো সূৰক কৈ পেলা-ওক।”

টোনাডিয়েৰে বুলিলে যে সি তাৰতকও চকুৰ মাহুজৰ হাতত পৰিছে। গোটেই ব্যক্তি টোনাডিয়েৰে মাহুজহনৰ কথা ভাবি তৰ পোহা নাছিল। কৰেটৰ ওপৰত তেওঁৰ মৰম, তেওঁৰ হাব-ভাব আদিয়ে তাৰ মনত বহুতো আঁহৰ কাৰকি তুলি দিছিল। তাৰিছিল—অসুখপাত লাভৰ বাট মুকলি হৈছে। এতিয়া মাহুজহনৰ কথা-কোৱাৰ

গত দেখি বুধিৰ গুৰুপাক আঁতৰাই গৈ মাত দিলে “মোক দেৰ হাজাৰ ফ্ৰা লাগিব ডাঙৰীয়া।”

মাহুজহনে তেওঁৰ পেপৰ পৰা এটা পুৰণা ক’লা ধনৰ মোনা উলিয়াই তাৰ পৰা এখন পাঁচল ফ্ৰাৰ মোট বাহিৰ কৰিলে। টোনাডিয়েৰৰ হাতত মোট কেমন দি কলে মোহা “কৰেটক লৈ আহাঁ।” স্বামীৰ ইচ্ছাত পাই আঁতৰত বৈ থকা পত্নীয়ে কৰেটক বিচাৰি ভিতৰ সোমাল।

বাহিৰত যেতিয়া এই ঘটনা—তেতিয়া কৰেটে কি কৰিছিল? পুৱায় চাৰিপাটা এৰি এই নিবাসা-জীয়াইয়ে আশাৰ পাছে পাছে ঢাপলি ধৰিলে—আন আন লৰা-ছোৱালীৰ দৰেই তাইৰ অসুখী-লগ্ত উপহাৰ চাইল। যেতিয়া তাই কোঠাৰ ভিতৰত সুই-দৃষ্টিৰেটো দেখিলে তাই আচৰিত হৈ পৰিল। সোণৰ মোহৰ তাই হাতেৰে ছুট পোৱা নাছিল। মোহৰটো চকুত পৰা মাজকে তাই হতবুদ্ধকে হাতলৈ লৈ ছোলাৰ মাজত লুকাই পেলালে যেন তাই চুহে কৰিছে। তাইৰ মনত বিশাশ হৈছিল মোহৰটো তাইৰ কৰ্মৰ। তাই বুজিছিল মোহৰটো তাইলৈ অসুখীৰ উপহাৰ। স্বৰ্গাপি তাইৰ মনত ভগ্নেৰে ভৰপুৰ আনন্দহৈছে হাঁই লগলি। এনে আশাতীত বন্ধ! তাই গ’চানে সপোন টিক কৰিব নোৱাৰাত পৰিল। বাহিৰ পুতলাটো পাই তাই শুৰ ঘাই উঠিছিল। এতিয়া এই মোহৰটো পালে তাইৰ ভয় লাগিল। তাই কিবা এটা মজনা ভৰত কঁপিবলৈ ধৰিলে। শুৰ নালাগিছিল, তাইৰ এই অনিনাকী মাহুজহনলৈ মাগোন, বৰং তাই কিবা এটা সাহ চে পাই আহিছিল। যেন তাই অসুখপৰীয়া নহয় মাথো যেন তাইক একো কৰিব নোৱাৰে। তাই মোহৰটো লুকাই লৈ মনালবিকৈ মৰহুৱাৰ সৰা আদি তাইৰ দৈনিক কামত লাগি পৰা। মোহৰটো তাই আগনিলা ১০ ছুৰ মোহৰ ওলাই গৰা ৰেপটতে লৈ ফুৰিছিল। তাই কৈছিল লাগিছিল শ’চা কিন্তু তাইৰ মনে মনে মন আঁতৰি আহিছিল তাইৰ পেপত থকা “সুই” মোহৰটোৰ সপনে। তাই এই-দৰে আওকণীয়া হৈ কাম কৰি যুৱাতেই মাদাম টোনা-ডিয়েৰ আহি কৰেটৰ অগত উপস্থিত হ’ল। বৰ অবা-

ভাবিক—টোনাডিয়েৰে-পত্নীয়ে তেওঁৰ পুৰুষ-বীতি ভক্ত কৰিলে। কৰেটক দেখি তাইক মাৰিবলৈ তেওঁৰ হাত দাঙ নাথালে দেখা মাজকে মুখত এৰাৰো গালি-শপনি নোলাগ। কোমলকৈ মাত দিলে “কৰেট এইপিনে আহ।”

স্বত্বকৰ পাছতে কৰেট আহি বৈঠকখানা গেলহি। তাইক দেখা পালে মাহুজহনে তেওঁৰ টোপোলাটো পুনি এটা ক’লা বহৰ পোছাক উলিয়াই কৰেটক দিছিল “যোবা, বেগতে পিন্ধি আহাঁগৈ।” পোছাকটোৰ বড় শোৰক ভিন।

তেতিয়া পুৱাৰ পোহৰ ভালকৈয়ে পৰিছিল। ম-স্কোৰ মেদৰ খবৰবাৰৰ চ্ৰাৰ তেতিয়া প্ৰায় ভাপেই দেখা হোৱা নাছিল। চ্ৰাৰ-বিৰিকি ফোলাতে বহুতৰ চকুত পৰিল পেৰিৰ বাতৰীৰ প্ৰক্ৰী সৰু ছোৱালীয়ে বুঢ়া এটাৰ হাতত ধৰি চহৰৰ ফালে যাব লাগিলে। ছোৱালী জনীৰ কোলাত এটা ডাঙৰ পুতলা। বুঢ়াৰ কাপোৰ-কানি ভিক্ৰৰ। কোনেও এই মাহুজহনক চিনি নাগালে। কৰেটকো নাগালে, কাৰণ কৰেটৰ গাত নতুন কাপোৰ-কানি কৰেট গুচি গৈছে। কাৰ লগত? ক’লৈ? তাই নাভানে। যদি তাই কিবা জানিছিল—তাঁই জানি-ছিল তাই টোনাডিয়েৰৰ হোটেলে এৰি থৈ আহিছে বহুত পছত। কোনেও তাইক বিদায়-সন্তানন কৰিবলৈ ভাবি নোপালে তাহো কাৰো বিদায়-সন্তানন কৰিলে। হেৰোী হতভাগিনী!

মাহুজহন ওলাই যোৱাৰ পাছতে টোনাডিয়েৰ দম্পতী লগ লাগিল। যেতিয়া মাদাম টোনাডিয়েৰে ভুলিলে যে দেৰ হাজাৰ ফ্ৰা লৈয়ে কৰেটক গিৰিয়েকে এৰি দিলে, তেতিয়া তাই একেবাৰে হতাশ হৈ পৰিল। টোনাডি-য়েকৰ দেখিলে মুখৰ কথা এৰাৰতেই ডাঙৰ ‘পাও’ এটা সাৰি পৰ। শৈশীয়েকক ঘূৰাই একো কথা নকৈ একেফালেই ধৰৰ বাহিৰ হৈ কৰেটক নিয়া মাহুজহন বিচাৰি ঢাপলি ধৰিলে।

মাহুজহন আহি তেতিয়া গাৰীৰ বহুত দূৰত পৰাৰ এখনৰ মাজত কোণা এটাৰ কাষত বহি অলপ ফুৰি দিছিল। টোনাডিয়েৰে ফোপা-ফোপাই আহি তেওঁৰ

কাষ চাপি তেওঁৰ আগত নোই কেখন শেলাই দি কলে
“নিয়ক ডাঙৰীয়া! আপোনাৰ ধন নিয়ক।”

“মানে?”

“মানে মই কজেট লৈ যাম।”

ছোৱালীজনীৰ ভৱত মাহুহজনক সাবটি ধৰিলে।
মাহুহজনে মাত দিলে “কজেটক লৈ যাবা?”

“হয়। মই ভাবি চিন্তি চালাে। মই তাইক এৰি
দিবৰ একো ব্যৱ নাই। তাই মোৰ ছোৱালী মংহ।

মাকে মোৰ গৰত পৈ পৈছিল, মই মাককহে গুতো-
তাই দিব পাৰিম। আপুনি কব পাৰে “মাক মৰিম।”
তেতিয়া হলে মই মাকৰ পৰা কোনো চিঠি পাব লৈ অহা
মাহুহৰ হাততহে ছোৱালীজনী দিব পাৰিম।”

মাহুহজনে কোনো উত্তৰ নিদিলে। কেপত হাত
ডকাই তেওঁৰ মনৰ মোনাটো উলিয়াই আনিলে। মনৰ
মোনাটো খোতোতে তাত থকা নোটবোৰ দেখি টেনা-
ৰ্ভিৰে মন জানন্দত নাচি উঠিল। মনতে ভাবিলে
“মাকে! পাম।”

মাহুহজনে মোনাটো বোমোতে, আপে-পাপে কোনোথা
কৰবাত আছেনে নাই এথাৰ চকু ফুৰাই চাই গলে।
দুৰ্গিৰ পথাৰ। কতো এটা মাহুহৰ চিন নাই। মোনা-
টোৰ পৰা এখন দক কাগজ উলিয়াই টেনাৰ্ভিৰেবৰ
দি তেওঁ মাত লগালে “তুমি ঠিক কথা কৈছা—পঢ়া।”

টেনাৰ্ভিৰেৰ কাগজখন লৈ পঢ়িবলৈ ধৰিলে:—
“এমছুৰ এম, মাৰ্চ ২৫, ১৮২৩

“মচিঅ’ৰ টেনাৰ্ভিৰে—

আপুনি পদবাহকৰ হাতত কজেটক দিব। আপো-
নাক বি মোৰ গৰত, তেখেতে আপুৰ কৰিব।

আপোনাৰ ফটিন।”

পঢ়া শেষ হল। মাহুহজনে মাত লগালে “চহিটো
চিনি পাইছানে? বচিন বাহিৰ পৰা।”

টেনাৰ্ভিৰেৰে ভোৰভোৰাৰা—“ভাল। যি হওক খব-
পাতি দি যক। মোক বহুতো দিব লগা আছে।”

মাহুহজন উঠি গৈ গল। ঢোলাৰ হাতৰ দুটি
ছোকাৰি ছোকাৰি বৰণে ধৰিলে “মচিঅ’ৰ টেনাৰ্ভিৰে!

মাহুহবাৰীৰ পৰা বিছাপ কৰি অহা। মাহুহবাৰীত দিবলগীয়া
আছিল ১২০ ক্ৰা।। তুমি ফেব্ৰুৱাৰীত বিল দিছিল ৫০০ৰ।
ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষত পাইছা ৩০০ আৰু মাৰ্চৰ পহিলা
তাৰিখে পাইছা ৩০০। তাৰ পাছৰ পৰা এই ম মাহত
মায়ে পোছৰ ক্ৰা। বিছাপে তুমি পৰা ১৩২ ক্ৰা।। সেই
বিছাপে তেনোমক দিব গগে মাথোম ৫৫ ক্ৰা।। এতিয়া
মই তোমাক ১০০০ শ দি আহিছো।”

জাত বাধ পৰাৰি টেনাৰ্ভিৰেৰ বাধ বাই পৰিগ।
জালত পৰা বাধৰ দৰেই জপিয়াই উঠিল “মই তোমাক
চিনি নাপাওঁ—জামি নাপাওঁ। ৩০০০ ক্ৰা। নিদিলে মই
কজেটক লৈ যাম।”

মাহুহজনে মাহুহক কজেটৰ হাতগনিত ধৰি মাত
লগালে “কাহী কজেট।” কজেটে খোজ ললে। মাহুহ-
জনে তেওঁৰ লাগুটীডাল তুলি লৈ বাওঁহাতেৰে কজেটৰ
হাতখন ধৰি হাঙেল ধৰিলে। লাটৰ গঢ়, আৰু ঠাই
ডেখাৰ নিৰ্জনতা দেখি টেনাৰ্ভিৰেৰ মন পৰ পাছে
পাছে গৈ আৰু মাথোঁ সাহ নকৰি উঠি গুচি আহিল।
মাহুহজনে কজেটক লৈ অৰাধে গুচি গল। মাহুহজন ক’
তেলজ।

বাতি ভালেখিনি পৰত ক’ তেলজ’ আৰি পেৰি
নগৰ সোমণ। ছোৱালীজনী বাতি আৰোতেই বৰ
ভাগৰি পৰিছিল। তেলজ’ই বাতিতেই তাইৰ টোপনি
অহা যেন গাম পাই তাইক কান্ধে তুলি গলে। কজেটেও
কাছত আঁউশি শোৱাৰ হুৰিবা পাই, এগুতে তাইৰ হেপাঁহৰ
পুতলা কেখেৰিগক আঁকোৱালি ধৰি আৰু আন হাতেৰে
তেলজ’ৰ ভিত্তত সাৰট মাৰি নিশ্চিতমনেৰে টোপনি
গল। মাহুহজনে অহাই পকাই পেৰি ছৰবৰ বহুই বাটবোৰ
এৰি দক দক বাতাবোৰেদি আহিবলৈ ধৰিলে। শেষত তেওঁ
এটা মাহুঃ হুহুৰ নাইকিয়া বাক-আঁহিৰ কাষত এটা
ভগা ঘৰৰ সন্মুখত আহি টিৰ দিলেহি। ঠাই ডোখৰ
পেৰি নগৰৰ সীমাত। ঠাই ডোখৰ দিনত কৰৰ স্থাৰ
দৰে নিৰ্জন, বাতি হাবিতকৈও জগাল। তেলজ’ই যিটো
ঘৰৰ আগত আহি টিৰ হল সেই ঘৰটোৰ ভগা কাঁচ
গুৱাবলম্বত লেগা আছিল নং ৫০-৫২। তেলজ’ই

লেপৰ পৰা চাবি এটা উলিয়াই গুৱাবলম্ব দুটি ভিতৰ
সোমাই গল। কজেটক আঙ্গুলটেক চিনা এখনত শুই
দিলে। তাই টোপনিত কাহাল। তাই ক’ত ক’ত
কাৰ লগত ক’লে আৰিছে একো নেজানিলে; নিতৰ-
চিত্তেৰে শুই থাকিল। তেলজ’ই চাকিৰ পোহৰত ছোৱালী
জনীৰ মুখৰ ফালে একেধাৰে চাবলৈ ধৰিলে। মন
আৰু কোমলতাৰ পূৰ্ণবিকাশত তেলজ’ৰ মুখ তেতিয়া
ঘলিয়া মাহুহৰ মুখ যেন দেখা পৈছিল। তেলজ’ই
হাতেকে হাঁউশি ছোৱালীজনীৰ হাত এখনি মাটি লৈ
এটা চুম্বা দিলে। ঠিক ম ম হৰ আগত তাইৰ চিব-
নিয়া-মননা নগৰ হাতত এনেকৈয়ে এদিন চাহ খাই,
তেলজ’ৰ দিয়া ঠিক এনেদৰেই বাঘাত হাঁচি উঠিছিল—
বৰ্ণভাৰত গদগদ হৈ পৰিছিল। তেতিয়া হৈছিল।
তেলজ’ যেন অৰণ কৈ পৰিল। কজেটৰ বিচনাৰ
কাষত আঁতুৰাচি বহি গল।

বাতি পুৰাণ। বাতি পুৰাণৰ বহুত পাছতো ককে-
টৰ টোপনি ভগা নাই। বিৰিকৰ মাজেৰি ভিছেখৰ
মহীয়া বেদিৰ পোহৰ অহি কোঠাৰ ভিতৰ সোমাইছে।
এনেতে কাৰেদি যোৱা গাড়ী এখনৰ বড়বড়নিত ককে-
টৰ টোপনি ভাগিল। তাই চকুমু ক’ই উঠি চকু
নেমেলাকৈয়ে মাত দিলে “উঠিছো মাডাৰ, উঠিছো।
এয়া পেছা।” এই বুলি তাই জাপ মাৰি বিছনাৰ পৰা
উঠি চকু নেমেলাকৈয়ে হাতখন মেলাি ঘৰৰ চুকত কিবা

এটা বিচাৰি বিচাৰি ক’লৈ ধৰিলে “ক’তা, মোৰ বচনি-
টাৰ হুৱাৰ পৰা ক’লে গল?” চকু মেগ লালে। চকু
মেলাি ইফালে সিফালে চাই ওচৰতে তেলজ’ক দেখা পাই
তাইৰ আগৰ দিনাৰ কথাবোৰলৈ মনত পৰিল। অলপ
লাজ পাই তেলজ’ক কলে “নংহাৰ, ডাঙৰীয়া। মই
পাৰহি গৈছিলো।”

মনৰ হৰ আৰু আনন্দ শৈশৱৰ তিবলগৰীয়া।
কাৰণ নিতৰ হৈ মুৰ্শ্বমান আনন্দ আৰু শ্ৰদ্ধাজ। চকুত
পৰা মাজকে বৰণ কৰে কজেটে তাইৰ কেখেৰিগক বুকলৈ
দাঙি ললে। ধেমালি কৰি কৰি তেলজ’ক ক’ত ক’ত দিলে
“তাই ক’ত? পেৰি নগৰ বিমান ডাঙৰ? মাজম
টেনাৰ্ভিৰেৰে কিমান দুবৈত? আকৌ তাই হাৰ গাৰ্গিখন?”
ইত্যাদি, ইত্যাদি। অলপ এতিয়া আনো হুৰিলে “মই
ঠাই সাবোনে?”

তেলজ’ই উত্তৰ দিলে “নেগাপে, তুমি গুমাগ।”
কজেটৰ হাঁহিব শেষ নাই। হাঁচি হাঁহ কজেটে কলে
“এইখন কেনে ভাল ঠাই।”

একমুতে ঠাইখনত ভাগি বুলিবলৈ একোহেই নাছিল।
অন্য গাঁও এটা মাথোম। কিন্তু ভাত কথা আছিল—
বিহু জনী তেতিয়া পিৰবামুজা—তেতিয়া তাই বাৰীনা
—মনৰ বনৰীয়া চৰাই—মুকুচিমূৰীয়া।

(আগলৈ)
শ্ৰীধাৰেশ্বৰ হাজৰিকা

কাঁহী আৰু খাবলি

Untouchability অৰ্থাৎ “মোক হুচুনি” “মোক
হুচুনি” নিৰ্জন হিন্দুসমাজত আগৰ কাণত দি কাৰোতেই
ব্ৰহ্মণ কৰক, আৰু সেই কাৰণ তেতিয়া বিজয়ান আছিল
দেখি সেই নিচম বিহিত হোৱাৰ সপক্ষে সেই কাণত
বুদ্ধি আছিল যদিওক আঁকিবাৰি হিন্দুসমাজতো সেই

প্ৰাচীন বিধি আটোমটোকাকৈক বাবিললৈ যোৱাটো
নিশ্চয় যিখন অধিৰ।
মহাশয়স্বৰীৰ দৰে চুম্বক-শৰীৰকো শৈশৱত, পোগণত,
যুগা, অৰা আছে। শৈশৱত আতীয়াগলকল, যৌব-
নৰ আগৰ হৰ নেহাৰ; আৰু লৰাৰাৰ মাহৰ

বিহার আঁচলো ডেকা বুঢ়াৰ স্ব-কামোৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে। যেতিয়া বৃষ্টিপতি নাই, তেতিয়া তেওঁৰ অস্বাভাৱপূৰ্ণবৰ্ণিত কৰ্ত আচে বিচাৰি চন্দুৰ কৰি ফুলিলে পোৱা নাই। প্ৰভু বামচন্দ্ৰই "গণে স্বৰ্গে নিলা সবে অস্বাভাৱা নগৰী"—কামৰ তেওঁ জানিছিল, যে এই পৃথিবীত জীৱক-গজালি মাহুৰৰ আঁটক নাই, বিসকলে তেওঁৰ অবিহনেও তেওঁৰ অস্বাভাৱা নগৰখকো। সেই অগৰ ধৰণ পাৰ্শ্বল শিকিচাৰি নেৰে; সেই নিমিত্তে তেওঁ আক লগতে লৈ গৈ তাৰ সুধাকে মাৰি ধলে।

এই "মোক গছুৰি" বোপা হিন্দুসমাজৰ গাৰবগা বিহান শীঘ্ৰে পৰা যায় ডঙাবলৈ সকলো হিন্দুৰে অস্বাভাৱপূৰ্ণ কৰা উচিত। শাহুই দি কয় কওক, "অৰ্ধপিতৃ" পণ্ডিতে যি বাপুপু কৰে কৰক, কিন্তু যে হিন্দু। মহোদয়, তুমি এই স্মৃতিটো নিৰ্ধূল কৰা। যত দিন যাব, এই ব্যাধিয়ে তত তোমাৰ শীড়িব। তেজেক quick! quick!!

অগৰ কালৰ হিন্দুসমাজত এই বিধি ব্যাপি নাছিল। সেই কালত আৱশ্যক মতে পৰিষ্কাৰ হিন্দুসমাজৰ অঙ্গ আছিল। শৰুৰোৰক হিন্দু কৰি সমাজৰ প্ৰস্তুত কৰি দিছিল। একেৰাৰেই "গৰম গৰম" বিদেশী হনুৰোৰ হিন্দুসমাজৰ ভিতৰলৈ নিকটদীৰ্ঘকৈ সোমাই পৰিছিল। মাথোন বৃহৎমানসকলে এই কথাৰ ব্যতিক্ৰম। তাৰ অৰ্থে তাৰণো আছে। বৃহৎমান নিৰুৰ ধৰ্ম আৰু সমাৰ বিধি-বিধানৰ বচনেৰে হিন্দুৰ মান্ত হুমাৰক দিছিল। হিন্দুৰে সেইধৰণি ব্যাঘ্ৰ হৈ আয়তনকাৰ নিমিত্তে নিৰুৰ ধৰ্ম আৰু সমাজত নামা বেৰ চকোৱা হিব লগীয়াত পৰিছিল। কিন্তু কোৱাইৰ কথা, সেই অৱস্থাৰ নিমিত্তে আৱশ্যকীয় সেই বেৰ চকোৱাৰোৰ কাণকমট ইটাৰ পৰি গৰ অৰু ডেব নোৱাৰা গৰ-বাটৰ হৈ পৰিল আৰু আজিও সেইধৰণেই আছে। মূল বেৰাৰ গৰ, কিন্তু চোকা ধৰণৰ উপসৰ্গৰোৰে হিন্দুসমাজৰ মৰ আচৰাই কৰি গা ধৰুকৰক লগাৰ লাগিছে। মূল শিকিবলৈ লগত একোভাৱ পিন্ধাই

পতা জাল বামুণবোৰ মূলৰ অন্তত হোৱাৰো বোকা হৈছিল;—সেইখনে এতিয়া লগলগে নেৰে, আৰু শেটায়া-পেটায়াই আছন বামুণকো মাৰে।

এইবোৰ বিহওক, এতিয়া কথা হৈছে যে আমাৰ জগতত স্বয়ং জাতীয় কিবা এটা দিব খোজোতা বা নোখোজোতাসকলে আমাৰ এই "গছুৰি-গছুৰি" ব্যাপ্যক বৈধকৈ ঘনে ঘনে আত্মনিয়মিত আখ্যক কৰা—ভাৰতৰ ভিতৰত বেতিয়াটোক এনে অস্বাভাৱি আৰুমান থাকে, তেতিয়ালৈকে তোমাণোক এই সোণৰ সোণোণটো পাৰৰ যোগা হব নোৱাৰা।" কিন্তু কোনেও মন কৰি নাচায় যে এই ব্যাপি অকণ ভাৰতৰে অকলশৰীয়া বাসতী-শাহানে নহয়, আমাৰ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে এই আৰ্হি-বাৰি পৃথিবী পোটেইখনতে ব্যাপ্তমান। আন কি, স্বাধীনতা, সামা, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানজ্ঞা বৰ্দ্ধিতাসকলক ভিতৰত আৰু বেছি। আমেৰিকাৰ মুক্তাৰাৰ তপন প্ৰেৰণাবোৰ নিগ্ৰোজাতিৰ মাহুৰে বাৰুজাতিৰ কাৰ্যেদি বখাণ্ডাতিৰ মাহুৰে অৰা-খোৱা কৰিবলৈ ৰবা বাটোৰি অৰা-খোৱা কৰিব নাপায়; কৰিলে দায়। ৰবাৰে নিমিত্তে নিগ্ৰো কলাই একেখন টেম গাজীতে উঠি যাব নাপায়; একেটা হোৱাটতে "বাৰ" গাৰ নাপায়; ইত্যাদি। ভাৰততে নোচোৱা কেইটো ২ ৰবাৰে সৈতে কথা কৰাটোই বেৰ একেটা খোৱাটতে উঠিলে ৰবাৰ জাত যাব লগীয়া হয়, আৰু ৰবাৰত একে-নাই হয়। এইবোৰ untouchability বোপৰ লক্ষণ নহয় তেো কোনবোৰ? কেইনো বেশত ভাৰতীয়ই ৰবাৰে সৈতে একেফালে থাকিবলৈ বখা সাজিবলৈ গলেও ৰবাৰ "গছুৰি-গছুৰি" ব্যাপি উৰু- দিয়ৈ। আমেৰিকাত নিগ্ৰোৰ বিপকে "লিংক আইন" (Lynch Law) কি পৰ্যায় অমেকে জানে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দত আমেৰিকাত ৩৫ টা নিগ্ৰো মাহুৰক (জাৰে ভিতৰত এজন) তিকতাকো লাঠি কৰি মৰা হৈছিল। এই ৩৫ টাৰ ভিতৰত ১১ টাক লাঠি মৰা হৈছিল; ১৫ টাক লাঠি কৰি মৰা হৈছিল; ১০ টাক জীয়াই-জীয়াই পুৰি মৰা হৈছিল; দুটাক পানীত বুৰাই মৰা হৈছিল; এটাক খেতৰে কোৱাই

মৰা হৈছিল; আৰু ৮ টাক আন অবিধিত উপায়েৰে মৰা হৈছিল। গল বাৰৰ আমেৰিকাৰ ৰাজসভালৈ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভে হোৱা হেতুমানত ৩০ টাৰ ওপৰে নিগ্ৰোক "লিংক" কৰি মৰা হৈছিল;—বেংচৰাই-ইতৰ দায় যে সিহঁতে ৰবাৰ পাৰে দৈতে নিজৰ কৰণ গা লগাই এৰেখন ঠাইতে "ভোট" বিকলৈ আছিল। পৃথিবীয়া এনে untouchability বে সৈতে তুলনা কৰিলে ভাৰতীয় untouchability কিন্তু সোণামুৰা হয়। কিন্তু এনে বিধৰ untouchability থাকিও সেইধৰণবোৰে স্বায়ত্তশাসন জোপ কৰাত বিধিনি হোৱা নাই; কেইো এই আৰুবাটিলেও নিৰ্ধৰণৰ বেটা পিছ ছৰা কৰিও নিৰ্ধৰণৰ বেটা ভাৰতবাসীৰ বৈশিষ্ট্য হৈ। ভাৰতীয় untouchability ৰূপৰে সৈতে সানিমাৰাৰ ৰূপাৰ নিমিত্তে তাত বৰ্দ্ধনতাৰ মাত্ৰা কিন্তু অনেক কম।

অসমীয়াই কানি ধালে নে কানিয়ে অসমীয়াৰু ৰাশে? তাৰকৰ ভিতৰত, ভাৰত কিয় পৃথিবীৰ ভিতৰত বুকু অক আৰু অসম দেশেই এটাইকৈকে বেছিটকৈ কানি ধায়। কিন্তু অসমৰে ব্ৰহ্মকো চেৰ পেলালে। মানতক প্ৰায় ৩৪ জন কানি অসমীয়াই ধায়। নিৰ্ভাৰ অসমীয়া প্ৰায় ১০০০ জনক বছৰেকত ১০০ সৰে কানি লাগে, নহলে তেওঁলোকৰ মচশে। মনকো অৰুপৰজনৰ দিনত মহাত্মা গান্ধিৰ নামৰ বিদ্ৰো-কত অসমত কানিৰ খবক প্ৰায় আদিদিলি কৰি গৈছিল। মন-কো অৰুপৰজন বধৰ লগে লগে কানি-অন্তৰ পৰম বিৰুদ্ধমেৰে আৰুই ৩৪ জন অৰুপৰ হিব চল। অসমীয়া মাহুৰবোৰক কানিয়ে বুলি খাই মাৰি পেলালে কাৰ কি গাভ হব বুজিব নোৱাৰিবলৈ। মৰা মাহুৰৰপৰা ধনকে বা উঠিয়াই উৰাল ভৰাৰ কোনে কেইটকৈ তাকো ভাবি নাপাৰা। লক্ষ্যলৈ কানি যি দিয়ে ৰাক্স হয় বুলি কয়। অসমীয়া মাহুৰবোৰ বিয়াৰ বিমত মৰি একেফালে উলগ হলে, বিয়েই তেওঁলোকৰ পৰি থকা ভেট-মাটিত বাৰ কৰিবলৈ যাব—সেইবোৰ ৰগাই বা কলাই বা তাম্বুদৰীয়াই হওক—তাৰে খাত সেই বিধ লাগি সিহঁত মাৰি বুলি আৰ্হি ভাবিছে। ৰাবণ মৰিলাশি কাৰো পকে খাণ্ডাকৰ ঠাই

হব নোৱাৰে। আৰু সেই মৰিলাশিত থাকিবলৈ যোৱা-বখ কৰা হৈছিল। গল বাৰৰ আমেৰিকাৰ ৰাজসভালৈ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভে হোৱা হেতুমানত ৩০ টাৰ ওপৰে নিগ্ৰোক "লিংক" কৰি মৰা হৈছিল;—বেংচৰাই-ইতৰ দায় যে সিহঁতে ৰবাৰ পাৰে দৈতে নিজৰ কৰণ গা লগাই এৰেখন ঠাইতে "ভোট" বিকলৈ আছিল। পৃথিবীয়া এনে untouchability বে সৈতে তুলনা কৰিলে ভাৰতীয় untouchability কিন্তু সোণামুৰা হয়। কিন্তু এনে বিধৰ untouchability থাকিও সেইধৰণবোৰে স্বায়ত্তশাসন জোপ কৰাত বিধিনি হোৱা নাই; কেইো এই আৰুবাটিলেও নিৰ্ধৰণৰ বেটা পিছ ছৰা কৰিও নিৰ্ধৰণৰ বেটা ভাৰতবাসীৰ বৈশিষ্ট্য হৈ। ভাৰতীয় untouchability ৰূপৰে সৈতে সানিমাৰাৰ ৰূপাৰ নিমিত্তে তাত বৰ্দ্ধনতাৰ মাত্ৰা কিন্তু অনেক কম।

লগিতবিস্তৰ সন্তত পুৰি। তাত বুছৰ জন্ম আৰু জীৱনৰ বিহুৰ লোপা আছে। খৃষ্টাব্দ ১০০০ চনত এই পুৰি চীন ভাষাটো অৱগাৰ কৰা খৃষ্টাব্দৰ অনেক আগেয়ে এই পুৰি ৰচিত হৈছিল। অৰুশাসন বুছবিতৰতা সন্তত গ্ৰহ। কনিঙ্গৰ বাৰে কালত এই গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা হয়। লগিতবিস্তৰ মতে যেতিয়া পুৰানজন্মৰ চম্ভৰ বৃত্তত প্ৰাৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া বুছবেৰ জন্ম হৈছিল। আমেট্ট ভন বুনসেনে (Earnest Von Bunsen) এই মতে গণনা কৰি উঠিয়াইছে যে বুছৰ জন্মদিন হয় খ্ৰিষ্টাব্দৰ মাহে ২২ তাৰিখে। খৃষ্টাব্দ অৰ্থাৎ বীজুৰুৰ কানিয়ে এই তাৰিখত।

অৰুশাসনৰ বুছবিতৰত আছে যে ৰাজপুৰৰ ৰজা বিলাসাবক তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকলে বৈছিল,—আজি এটা লৱাৰ জন্ম হৈছে, এজন-কনুৰ অৰু হুতাৰ যে সেই লৱা অৰু-তত শ্ৰেষ্ঠ হব। জ্ঞানী মাহুৰ কেইজনমানে এইধৰে উঠনীৰ ৰজাকো বীজুৰুৰ জন্ম কথা কৈছিল।

নিৰজন নৈত গোয়েদে হান কি উঠি অৰুৎ কাপ-মৰ ওচৰত দীকা ললে। কিন্তু অৰুৎত ততালিকে গৌতম কোন জানিৰ পাৰি অৰুজীৱলি গৌতমক দিলে। পেলিগিব পৰা অৰুৰ শিষ্টত বীজুৰুৰে কৰ্জন নৈত হান কি অৰু-বি-বেণ্টষ্টৰ ওচৰত শীৱিত হলত জন্-বি-বেণ্টষ্টৰ বীজুৰু কলে, মইহে তোমাৰ ওচৰত দীকা নব লাগে।

বুদ্ধই প্রথমতে যেতিয়া বৈশ্বগিত ধর্ম প্রচার্য আনত করে তেতিয়া তেওঁর বয়স ৩০ বছর। পুট্টইও ৩০ বছর বয়সত পঞ্চ প্রচার্য আনত করার কথা লিখা আছে। বুদ্ধবো ১২ জন ডাক্তার শিষ্য; পুট্টবো ১২ জন। বুদ্ধই পাবা-মদীত তেওঁর প্রথম বক্তৃতা দিওঁতেমণি সেই বক্তৃতাৰ জায়া তেওঁর মাতৃভাৰা মাগনী আছিল, তথাপি শ্রোতা-সিকল যদিও নানাভাষা ভাষী লোক আছিল, যেনে সৌবারী, মহাবলী, পাঙ্গাবী, কলিঙ্গী, তথাপি সেই বক্তৃতা সকলোবে নিজে মাতৃভাষাত কেবো যেন শুনি বুঝিছিল। পুট্টর বক্তৃতা তার বিয়গেও এনে ঘটীছিল বুলি পুট্টর পঞ্চপুস্তকত লেখা আছে।

বুদ্ধই তেওঁর আশ্রম অনেক জনর কথা স্মরণি পরি-
 ছিল। জনে লেখা গল্পপলত আছে যে ফেরিছিবো
 যেতিয়া বীজুকে কহে যে তোমার বয়স ৩০ বছর হোবা
 নাই, তথাপি তুমি এরাহেমর শেখিছিল। বুলি কৈছ।।
 বীজুবে উত্তর দিলে—“Before Abraham was I
 am” অর্থাৎ এরাহেমর আগেরেও মই আছিগে। অর্জুনে
 বিক্রমক হুদিনে—“আশ্রম ভবতো জন্ম পবং জন্ম
 বিসংখ্য।। তরমেত কলীয়াং স্ববাসে শ্রোতাবসিতি।।”
 অর্থাৎ হে ক্রম, এই কাণত তোমার জন্ম, বিসংখ্য জন্ম
 ইয়ার কত কাল আগেরে; কেনেকৈ তুমি বিসংখ্যত উপ-
 দেশে দিছাটো সত্য হব পারে ?

মহাবাজ বাজেশ্ববসিংহ স্বর্গদেহ

ত্রিতীয়া আশ্রা।
 কীর্তিচন্দ্র বববকরা।

কীর্তিচন্দ্র বববকরার মদ্বিহ্ন আক বাজেশ্ববসিংহ স্বর্গ-
 দেহের বাজর কাশিনীর ইমান ৩৩৮-উটার মধ্যক যে স্বর্গদেহের
 প্রহান বিষয়া কীর্তিচন্দ্র বববকরার বিয়গে উল্লখ্যত অলপ
 পরিচয় দিয়া ভাল।

কয়ট কলে—“হয়নি যে ব্যক্তীতানি জমানি তব
 চাঙ্কনি। তানাং বেধ সঙ্কানি ন বং বেধপন্থপন্থ।।”
 অর্থাৎ মোর আক তোমার বহত জন্ম ২৪ কৈছে, সেই-
 ধোর মই জানো, তুমি না জানো।। কুশিনগরর ওষ্মত
 উৎস মুক্তার সংবাদ শুনি বুদ্ধর শিষ্যা গণিকা আম্বাপানী
 লম্বারী আন আন গণিকাৰে সৈতে কান্দি-কাটী সেই ঠাইত
 ওগাণতি, আক চকুর পানীৰে বুদ্ধর গা বুঝাই দিগে।
 মেৰী মেগভাঙ্গনে বীজুর ভবি চকুর পানীৰে দুটীয়া কথা
 বাইবেগলত লেখা আছে :

বাইবেগলর অনেক “পেবেবেগল” অর্থাৎ উপদেশদায়ক
 গল্পেরে পেবেবেগল “পেবেবেগল” এনে সাদৃশ্য আছে
 যে বেবিলে আচারিত মানিব লাগে। বাইবেগলর Parable of
 the Prodigal Son, গৌধর ‘সম্বৎস পুস্তিক গ্রন্থত’
 আছে। নিকাৰ গল্পত আছে—বুদ্ধই কৈছে, “যি মোত
 বিশ্বাস স্থাপন করে, তার মুক্তি হয়।।” বীজুরেও এনে
 কথা কৈছে—“And whosoever liveth and believeth
 in me shall never die.” অর্জুই অক-
 লাক পঞ্চ দেগুঠার কথা যেনেকৈ বুদ্ধই কৈছে পুট্টইও
 কৈছে—“And if the blind lead the blind,
 both shall fall into the ditch.”

ত্রীশশ্লোকীয় বেববকরা

এই কীর্তিচন্দ্রে বববকরা বক্তৃত্যলর কপচন্দ্র বববকরা
 পুস্তক, এওঁলোকর পূর্বপুত্রর চুকাফা বজার লগাত মটি-
 লুধর পবা আহিছিল। তেওঁলোকর সতি-সম্বন্ধিত চুনিম্কা
 স্বর্গদেহে চই-জরী-জলম-নবী কবি দিলে, আক বেজিব

কামত লগাশে, নাম বলে জেঙাই, বিদ্ধ মাত্রে তেওঁ-
 লোকর বাক “গরীয়া” বুলি মাতিছিল। পাচত এওঁলোক
 বহুতাত যাক কার্য করবে বক্তৃত্যলর নাম গলে, আক
 সাতস্বরীয়া আহোমর এখন বুলি পরিচিত হল।

কপচন্দ্র প্রথমতে সাধারণ আহোমর ঘরর ল'বা
 আছিল। আহোম বজার দিনত আহোমর গোবর দুই
 বিভাগ আছিল, প্রথম কাঁড়ী পাইক আক দ্বিতীয় চমু
 পাইক। কাঁড়ী পাইকে বাক্যর বাতীয় কার্য সকলো
 সম্পালন করিছিল আক আশ্রমক বৃদ্ধি বেহ-কাঁড় হইলে-
 তবোলাগ লৈ বনলে গৈছিল; কিন্তু চমুকা পাইকে মাধোন
 বাজার কিছুমান ওষ বশপর কার্য কৈ করিছিল। সেই-
 শৈখি মান-মহাধায়াত কাঁড়ী পাইকর পুত্র-সকলকৈ গীন
 আছিল। অত্রে এই কাঁড়ী পাইকর পবা চমুকা শেনীশে
 উন্নত হৈ যোগাত কোনো হতা-বনা নাছিল, আক এই
 কাঁড়ী পাইকেই বাজার কাংশিক আক সম্বন্ধিতর মেক-
 লত বহুপ আছিল। সেই দেখি পূর্ণানন্দ বৃঢ়াগোঠাই
 ডাক্তরীয়াই এবাৰ কৈছিল, “কাঁড়ী কঠিয়াতলী।” কাঁড়ী
 শেনীশর পবা চমুকা শেনীশে উঠি পাছলৈ বববকরার বিয়
 লাভকরা যবেও বক্তৃত্যলর কপচন্দ্রর পরিচয়ক মান-
 মহাধায়াত গীন বুলি মাত্রে বিবেচনা করিছিল। তার
 উপরিও এওঁলোকে জলমবটায় কামকরা বুলি মাত্রে
 এওঁলোকর বিয়রে ভিত্তিবি ভিত্তিবি কৃ-কৃ-ফা কবিছিল।
 জলম জালকরীবে গুণি মাত্রে-সবাই আদি ধরির নিমিত্রে
 ববা এদিব বসন, আক মহাপাটর ওরীবে গুণি জম্বা
 নিমিত্রাকৈ কথা পূর্বপুত্রর সাজ। বক্তৃত্যলর কপচন্দ্রর
 পরিচয় আক পূর্বপুত্রর চই-জরী জলমবটায় আক বেজিব
 কামত নিমুক্ত থাকি জীবিকা যোগ্যতাইছিল। সেইদেখি
 এওঁলোক জলমবটায় বরীয়া বা বন্ধি শ্রোতী পরিচয়িত
 হৈছিল।

কাঁড়ী আক চমুকার নাম এক। শিরসর বাকত
 আছিল। কাঁড়ীর পবা চমুকাই কোনো পাইকক তুলিলে
 কাঁড়ীর কাকতর পশা তার নাম কটীয়া হয়। বাজেশ্ব-
 বসিংহ স্বর্গদেহর দিনত বক্তৃত্যলর কীর্তিচন্দ্র বববকরাই
 এদিন কাঁড়ীর বিভাগ লোগাত এল কাঁড়ীর মাজক

এগোরা পাইক গোগা মরল। সেই পাইকটো কলে লল
 এই বিঘেও বববকরার-বিঘাটী অলসসর্গা কবিব'গে ধরিলে।
 কিন্তু লোগোয়াত বিঘার ওপরত বববকরার কোপ
 হোগাত বববকরাই বিঘাক দণ্ড বিধিগলে মনস্থ করিলে।
 কিন্তু বববকরা নিজই যে হেবোটা পাইকটো তাক
 কোনেও বর নোবাবে। পিত্ত এলম ববাই এই কথা
 তলকি মরত শরল দি নভাজুগ হৈ বববকরাত জনালে,
 “সেউতা ঈশ্বর ছাঁ হৈ দেখিছে, গা মেখিগেই হেবোবা
 পাইক ওলাব।।” সুগুটি বববকরার আক মুখিগলে বাকী
 নাথাকিল যে তেওঁই সেই হেবোবা পাইক। তার পাছত
 যথাবিত্তি স্বর্গদেহর অম্মমতিবে বববকরাই কাঁড়ী কাকতর
 পবা ওলাই চমুকা শ্রোতী দ্রুত হল।

কিন্তু পঞ্চমর ঠাইটো লম্বজল ফুলে, আক তীন
 ফুলতো পিচকণ বিচকণ পুত্রকর হয় হ। সুখিা পাশে
 তেওঁলোকে নিজর মহাধার, নিজর প্রতিভার বিকাশ
 করিব পারে। মোমাই তাদুগী বববকরা সাধারণ আহোমর
 ঘরর ল'বা আছিল। প্রস্তাপসিংহ স্বর্গদেহর সেই সাধারণ
 আহোমর শরার ওপরত চকুপবাত স্বর্গদেহে তাক বাহ-
 কারেভলে আনি পাছলৈ বিয়গ-মহাধায়া ই এজন প্রভুত্বক
 কর্তব্যপারবশ—বেশিউতলী বাজবিয়গা করি লগে। এওঁর
 কপচন্দ্রতো স্বর্গদেহে কপসিংহর তেওঁর ওপরত চকুপবাত
 সুখিা পাই পাছলৈ বববকরার আসন লাভ কবেটৈ।

মহাবাজ কপসিংহ স্বর্গদেহে এদিন বক্তৃত্যলে শেন
 মেলিগলে গৈছিল। স্বর্গদেহক চাবলৈ বহত প্রশা পোট
 পাইছিল। কিন্তু তার ভিতরত সবাততকৈ মেখনিয়ার চকুত
 লগা আছিল অতি জুকা কাগোব-কানি পিঙা কপচন্দ্র।
 কিন্তু সেই দেবোলেমা কাগোব-কানি মাছেলিও কপ-
 চন্দ্রর স্বাভাবিক প্রতিভা বিবিধি ওলাইছিল। কপসিংহ
 স্বর্গদেহে কপচন্দ্রক ওচরলৈ মাতি আশিলে, তার সকলো
 চরব দুস্তায় ভুলিলে আক বজার তেওঁলৈ বরা জম্মাত
 স্বর্গদেহে কপচন্দ্রক কারেভলে লৈ আদি বাজাবািব পরীয়া
 কামত লগালে।

স্বাভাবিক প্রতিভা থাকিলে সামান্য হুখীয়া অলসসর্গো
 সেই প্রতিভার পরিচয় দিব পারি। এদিন বাক্তি ফেঁটা

এটাই স্বর্ণদেবের শোভনীয়ত্ব বহু কুলিয়ারাইল মথিলে। স্বর্ণদেবের অমঙ্গল আশংকা করি কপচন্দ্রকর কবেদন কথিলে, "এই অপদায়ী ফেঁটাটাকা কাঁড়েরে ছই চকুবেদে নি ম্যের ওড়বৈল আনিব লাগে।" তেতিয়া ধন্য-সমকা পোহেব; কপচন্দ্র এই কলিহি কলিহি পোহেহতে ফেঁটা-কো রুঁজিটাই মবি, তাহানি নিত্যেরে কেরেটুকা মাঝি বকাবপাশা সাদনা কুঁবরীক লাভ করাবখবের স্বর্ণদেবের কহ-সিংহবপা। মনে-মন্ডনা শরণনি আক যৌববকরার বিয়য় লাভ কথিলে। কপচন্দ্রই বজাট্টা উগ্রাতেলী বৌবাথোক শিকাই এনে স্বাতি কথিলে যে স্বর্ণদেবের বৌবাট উট্টনে বৌবাট উঠা যেন নেপাইছিলেই। এনেই স্বর্ণদেবের কপচন্দ্রক নি কাহেত লগাইছিল তাতে তেওঁ নিম্বর সকলো শক্তি প্রোগা করি বহু-বিদ্যা-সিদ্ধাসাজন হইছিল। আক ইয়ার জগতে তেওঁ ববকরার বিয়য় লাভ কথিলিল। স্বর্ণদেবের নিরনিবের আশোকাইতে এই বিয়য় ভানোনি কুব ভোগ করি কপচন্দ্র যেতিয়া অমর-অমর হয়, তেতিয়া স্বর্ণদেবে এনিম কলে, "কপচন্দ্র তুমি জিবোরা, তুমি বুড়া হইয়া, হোমনর লবা পেয়েছা কাঙ্ক-সাম শিকি বুজি পৈনত হইছে, তাক মই ববকরা পাঠো।" বুড়া হই তি হল ৭—কপচন্দ্রের শক্তি তেতিয়াও অটুট আছিল। তেওঁ কোনোপাশা ববকরার পর বিবের হইয়া নকরি মুন্ডার কালমতক বাতসিয়ার খাবৈল বাড়া কথিলে। কপচন্দ্রের প্রবল ইচ্ছা থাকি উৎসাহে মেধি স্বর্ণদেবের তেওঁক ববকরার পদতে বাজিলে। উগ্রাত উগ্রতব পাছত কপচন্দ্র ববকরার মুড়া হয়, আক তেওঁর পুতেক পেয়েলাক বজাই সেই পদত নিম্বর কবে, আক তেওঁ সেই পদত চড়কর ভোগ্য কবার পাছত স্বর্ণদেবের শিরসিয়ার মুড়া হয়। কপচন্দ্রই বজার অহু-বাসনে ববকরার পর তাগা করি পেয়েলাক বাতসিয়ার খোবার মুগল কবি নিশ্চিত পোয়েলাই বব বিয়য় বেজাব পাইছিল, এনেই, পিতাতকর কাহ-সংস্থানেই নিম্বে মগে পেয়েলাই পুতেকইতক মে পঠিয়াইছিল।

এই পেয়েলা বা, পাছলে, কাঁড়িঙ্গ ববকরাই ১৬২১ শকত ভদ্রগ্রহণ করে। তেওঁ বব বুজিনম্ব আছিল, আক পিতাক কপচন্দ্র ববকরার লগত থাকি বাজকার্য

চাই কতি কম বহুদেবে শিকি বুজি বকাবরীরা কামত পৈনত হইছিল। ১৬৬৪ শকত এওঁ ববকরার বাব পায়। প্রমত্তসিংহ বজার দিনত এওঁর আক সোমোই বুগাগোলাইর ক্ষমতা প্রকাশ্যেব বজাতকৈ বেজি আছিল। কিন্তু সেই বুলি পূর্ণকাল্য জেবেবা ববকরা আক লাণুকশোলা বুগাকমববের এই ক্ষমতা অন্যায় কাণাত, খাসিগিঝি কাহে তেওঁলোকে প্রোগা কবার প্রমাণ আনি পোরা নাই।

অজগে ভাত্তরক বারেশ্বরসিংহ স্বর্ণদেবে হৌহোক-পিচলা করি থকা সহেও কাঁড়িঙ্গই বাধা করি বাজ-সিঙ্গাসনত বহুতাত ভাত্ত-প্রেমত আঘাত পাই স্বর্ণদেব কাঁড়িঙ্গ ববকরার প্রতি অশপ অসন্তুষ্ট হইল। সাধারণ আশেই বব বদা কাঁড়িঙ্গই এওঁর কথ্যতায় ছোরা দেবি বিয়য়সকলে কাঁড়িঙ্গক জীবন চকুবে চাইছিল। ১৬৮২ শকত এনিম সজা-কামত ববকরাই স্বর্ণদেবের সূতে মেধাপতি বরিকাহুয়ার সোমোতই এই চোব তেওঁক পাছফালবপবা ভিত্তিত দাবে বা মাঝিলে। এই চোবক ববকরার প্রতি কক্ষাধা বিয়য়সকলে ফেটাই এই কামত নিম্বর কথিলে বুলি সকলোদে জানিছিল। বব-বকরাই আশুর বনত কোনোমতেই এওঁর বকা পালে; তেওঁর ভিত্তিত দাব কোব পদারি গলমবর ভবিত দুখীয়া কাণের আক জোব এগোতোলা কাটি চারি আঙুলমান বিয়য়।

ববকরার লগত টেকেবা ববা আছিল, সি তুহুয়ে মে চোবক সাবট মাঝি ধবি আটক কথিলে আক বাবর তাহাবির পুতেক বামতক্ষয়ে ববকরার সাবট ধবি আক পোটাচোবক মাহুয়ে দৈতে লগাগি ববকরার ভিত্তিত কাণের মেঝিটাই তেজ যোরা বজ করি ববকরার খবল টৈ আছিল। ববকরার পুতেক চোলাগাধা কুকনে তেতিয়া স্বর্ণদেবের চোলাগাধা ভাঙাবত কাম করি আছিল। দেউতাকর এনে আকস্মিক ঘটটনার বাতবি পাট স্বতি বিলব বই স্বর্ণদেবক, চাটল মে স্বর্ণদেবক কলে, "স্বর্ণ-দেবর বদা ববকরাক ববকরার ভিতবতে চোবে বৈয়ালে, কোনোবা বৈয়াইছে তাক বুজিব নোবা।" এই কথা

কনি স্বর্ণদেবে বিয়য়মামি কলে, "থাক, ইয়াক বিচার করা যাব।" মই বিয়য়মানে পকাত মোব ববকরাক কোনো বৈয়াইছে তাক বখোচিত শাস্তি দিরা হব।"

সেইদিন বাতি ববকরার আক কিবা ঘটটনা হয় বুলি তেওঁর চৌলত পালি-পহরীয়া ববা হইছিল, আক বজাই হিলেপারী বকাক ববকরার চৌলখকলে হিলে-চৌরীই হিলে পাতিবলৈ কইছিল, যাতে বাতি বহুখ-কারী শক্রব ববকরার ঘর সোমালে হিলৈল স্বনিবে মাঝি মাঝি পাৰি।

এই কামত নিম্বু আছে বুলি মবি সন্দিগব নাওঠোবা সুখনক বন্দি করি থোরা হল। তেওঁ আতপবত বব-চাবত বখাবত ববি আছিল আক পুত্র ভিত্তিত উ-মিহ-লগা কনি বজার নগবত মেধা-পুত্র তেনে সন্দেহ-হত বৌকায়গবকরাক বদা করা হইছিল।

ববকরাই এই কামত স্বর্ণদেবের হাত আছে বুলি সন্দেহ কথিলিল। এই ঘটটনার কিছুদিনর পাছত বব-বকরাই আশোয়া লাভ করি আপোনার খাবাইল পেগোবে আতি বজাট্টে জনাই পঠালে, "এনে কাম মহাখোব আশেমনতে হৈছে যদি এওঁরবে লাগনা করি মহাবহ কথিব ববা আতক নাছিল। যদিহে মহাবাজ্ঞ আনে নিই তেনেহলে, মইনা কার কি হিংসা ব অশপক কথিলো? কই কাবে মোক ইইতে বখিবলৈ ধবিছিল?" ববকরাক কটা কামত স্বর্ণদেবের সম্মতি আছিল বুলি এনেও বিয়য় কথিলিল, কিন্তু এই সম্মতি দিওঁতে স্বর্ণদেবে এই দোষর পবা পাছলে অন্যাহতি পাবর কারণে পু-কই বাট চিনুপাট পৈছিল। ববকরালৈ হিংসাধা বিয়য়সকলে এনিম ববকরার বিকল্পে নানান কথা লগাই স্বর্ণদেবে আগত ববকরাক মাঝিব প্রস্তাব কথিলে। বজাই তাব উত্তবত কলে, "ববি ববকরা তোমালোকর খাবাই মগে, ভেয়ে মোব আজাত্তেই মগ হল বুলি কম; বহিচাব নমবে, ভেয়ে মোব আজা শিকি বুলি কম।" এই বদবত কবে, ববকরাই স্বর্ণদেবলৈ নিজ ব ঘটটনার বগা জনাই পঠায়ে স্বর্ণদেবে একবাবে আর্টে মাঝিলে, অকক ক পঠায়ে ববকরাই নিজে বিচার করি থাক যাক দৌ

পায় তাক দণ্ড করক, স্বর্ণদেবর হাত একো হকা-বদা নাই।

বসন্তেব ঘাবর ধনত্ববীমম বৈয়য় মূলপানি বদকটাই বব-বকরার ঘা চিকিৎসা করিগলে ধবিলে। অসন্নীয়া বৈয়য়-লাগত অতি উপকারী প্রতিকার আছিল, তাব সহাবে বেছে বেছে অতি সোমকালে ববকরার বা শুভবাই তেওঁক উই-মবি বুঝিব পথা কথিলে। তাব ববকরাই বহুদেব ঘবর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রাপ্য তৈ তেওঁলোকক তেহে মাটি-বুজি আক বটা প্রসাদ দিলে। তেতিয়াবপবা বসন্তেব ঘব বব ক্ষমতাপন্ন হল।

ববকরার শঙ্কা হল তেওঁক আগলৈকা কোনো-খাই প্রণে মাঝিবল চৌঠা করিব পাৰি। সেইদেবি তেওঁ মিহ-লগা কনি বজার নগবত মেধা-পুত্র তেনে সন্দেহ-হত বৌকায়গবকরাক বদা করা হইছিল।

ববকরাই এই কামত স্বর্ণদেবের হাত আছে বুলি সন্দেহ কথিলিল। এই ঘটটনার কিছুদিনর পাছত বব-বকরাই আশোয়া লাভ করি আপোনার খাবাইল পেগোবে আতি বজাট্টে জনাই পঠালে, "এনে কাম মহাখোব আশেমনতে হৈছে যদি এওঁরবে লাগনা করি মহাবহ কথিব ববা আতক নাছিল। যদিহে মহাবাজ্ঞ আনে নিই তেনেহলে, মইনা কার কি হিংসা ব অশপক কথিলো? কই কাবে মোক ইইতে বখিবলৈ ধবিছিল?" ববকরাক কটা কামত স্বর্ণদেবের সম্মতি আছিল বুলি এনেও বিয়য় কথিলিল, কিন্তু এই সম্মতি দিওঁতে স্বর্ণদেবে এই দোষর পবা পাছলে অন্যাহতি পাবর কারণে পু-কই বাট চিনুপাট পৈছিল। ববকরালৈ হিংসাধা বিয়য়সকলে এনিম ববকরার বিকল্পে নানান কথা লগাই স্বর্ণদেবে আগত ববকরাক মাঝিব প্রস্তাব কথিলে। বজাই তাব উত্তবত কলে, "ববি ববকরা তোমালোকর খাবাই মগে, ভেয়ে মোব আজাত্তেই মগ হল বুলি কম; বহিচাব নমবে, ভেয়ে মোব আজা শিকি বুলি কম।" এই বদবত কবে, ববকরাই স্বর্ণদেবলৈ নিজ ব ঘটটনার বগা জনাই পঠায়ে স্বর্ণদেবে একবাবে আর্টে মাঝিলে, অকক ক পঠায়ে ববকরাই নিজে বিচার করি থাক যাক দৌ

কটা মিত দাখন পঢ়িছিল তাহাে নাক-কাণ কটা হল। মনি ঢেকিয়ালপনকরাক বন্দীশালত থাইতে বুৰত হাজিগিছ নেপাই এদিন বন্দীশালৰ ওচৰেদি যাওঁতে বাক-কিয়াল বৰগোঁহাইৰ পৰীবা বৰফন্দীয়া বন্ধকাক ঢেকিয়াল বন্ধকাই মাত লগালে, "বন্ধা মূৰত হাজিট মাঠ, তোমাৰ হাজিগিছ মৌণে দি পাঠাৰী।" বৰফন্দীয়া বন্ধকাই উদাৰচিত্তেৰে সবলমনেৰে হাজিগিছ বন্দীশালত থকা মনি ঢেকিয়াল বন্ধকাইলৈ দি পঢ়াশে। বন্দীৰথীয়া টেকেনাই গৈ বন্ধককাৰ আগত এই কথাৰ গোচৰ সিজেকৈ। এই বৰফন্দীয়া বন্ধকা বন্ধককাৰ আপোন তিনিহীয়েক আছিল। তিনিহীয়েকৰ এই অপবাধ কথা বন্ধককাই বৰ্গদেৱলৈ জনালে। তাকে বৰ্গদেৱে এই বুলি দায় ধৰিলে, "বন্দীকথা মাহুক বৰফন্দীয়া বন্ধকাই কিয় হাজিট দিব?" এই অপবাধত বৰফন্দীয়া বন্ধকাৰ বিহৰ-বাৰ কাটি গৈ তেওঁক তাৰি খেদি দিয়া হল।

এইদৰে ছমাহ ধৰি পোৰীঘোৰক বিচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। সোধত ঘোৰী প্ৰমাণিত হৈ ঢেকিয়ালপনকৰা আৰু তেওঁৰ ভাগিনীয়েক দুজাকো বন্ধককাই শালত দিলে। ভাগিনীয়েকৰ কাৰুত হাজিট দি দুহোকে দুৰ বাকি উটুৱাই পঠালে। নাগঘোৰা-সুকনক নাক-কাণ কাটি নিৰোকত পাতিলে।

এই বিচাৰত বিহিটীয়া বন্ধককা কৈদৰ বঢ়াঢেকিয়াল-সুকনক ধোৱা কৰি শাগত দিয়া হল। বৃত্তাৰ সময়ত ঢেকিয়ালসুকনে কলে, "অই গেছেলা, অনাদোষত মোক যেনেকৈ চট্যাশালত গিছা, তেনেকৈ অনাদোষত তুমিও নচট্যাশালত যাব।" বাস্তবিক বৃত্তা ঢেকিয়াল সুকনৰ এই আভিলাপ কাণচক্ৰত গৈ ফলিয়ালে। ১৬৯২ শকত মৰাণে কোঁচিঞৰ বন্ধককা আৰু তেওঁৰ পুতেক চন্দ্ৰগানক নচটা শাগত দি মাৰিলে। আগৰ নাগঘোৰাসুকন আৰু ঢেকিয়ালসুকনৰ পাছত মিবগলিত নগৰৈয়া সুকন আৰু তেওঁৰ পুতেক পল্লীয়া সুকন ঢেকিয়ালসুকন হল।

যদিহে বৰ্গদেৱে কোঁচিঞৰ বন্ধককাৰ মাৰিবলৈ ভিত্তাৰ মত দিছিল, তেন্তে বেওঁৰ তাৰ নিম্মিতে বন্ধককাই এই দৰে শান্তি দিয়া বৰ্গদেৱে হকাৰা নকৰাটো কিমান

সমীচীন হৈছিল, আমি কব নোৱাৰো। তেওঁ অশ্বত্থ শৌৰীশিকাক বন্ধা কৰিব লাগিছিল, কাৰণ সিহঁতে বৰ্গদেৱৰ আবেশতোহে কাম কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা বুজা যায়, কোঁচিঞৰ বন্ধককাৰ প্ৰত্যেক কিমান আছিল।

তৃতীয় আশ্ৰয়
কৌচিকেন্দৰ বুৰঞ্জীদাৰ

বন্ধককাই আৰু এটা কামত তেওঁৰ গেতাৰ বন্ধক দেৱুৱাইছিল। আহোমসকলে অস্ত্ৰাভ বন্ধৰ লগত আমাৰ দেশলৈ এটা বৰ বন্ধাৰ প্ৰথা আনে, এয়ে হৈছে বুৰঞ্জী-বচনা। পোনতে বন্ধা আৰু বাকবিহাৰী বাহাৰৰ কথা আহোম ভ্ৰাতৃত্ব এই বুৰঞ্জীঘোৰা লিখা হৈছিল, পাছলৈ বন্ধাই আহোম ~~বন্ধককা~~ কৌচিক শাৰীলৈ থৈ অসমীয়া ভাষা এচোন কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াপৰা অসমীয়া ভাষাৰ বুৰঞ্জীঘোৰা লিখিবলৈ ধৰা হয়। এই বুৰঞ্জীঘোৰাত অসমীয়া ভ্ৰাতৃৰ পুৰণি চানেকি পোৱা যায়। দেশৰ মাজীৰ কথা এই বুৰঞ্জীঘোৰাত বৰ্ণিত হৈছিল। বিবেশলৈ পঠোৱা আৰু বিদেশলৈ পঠোৱা অহা চিঠি-পত্ৰবিহাৰীকো এই বুৰঞ্জীঘোৰাত বৰ্ণিত হৈছে। এই বুৰঞ্জীঘোৰা অসমীয়াৰ সৌভৰ বন্ধ।

বন্ধাৰ বিষয়াসকলে বাতাৰ নানা ঠাইৰপৰা বজালৈ কটকটী হতুৱাই আ-খৰ দি পঠিয়াইছিল, আৰু মুছ-বিগ্ৰহাসিৰ কালত সেনাপতিসকলে দিনৰ বাতৰি দিহে মুছ-ঝোনে বা পজ ৰাহাই বকালৈ পঠাই আছিল, বন্ধাই পাজ মজীৰ সৈতে সেইবোৰ পঢ়ি তাৰ ওপৰত খোচাচি আদেপ দিছিল। এই চিঠিবোৰ বন্ধাৰ মহাজ্ঞানাত খোৱা হৈছিল। তাৰ উপৰিত পল্লীয়া ভ'ৰালত বন্ধাৰ পুৰি-পাঁজি, ধাতু, মান, চিংকো, মিচিমি, আৰব, ভগনা, ভোত, দাৰো, মিকিব, নগা এইবোৰ দেশৰপৰা অহা চিঠি-পত্ৰবিহাৰী খোৱা হৈছিল। মুছলমানসকলৰপৰা অহা চিঠি-পত্ৰবিহাৰী মাত্ৰলৈ বন্ধাৰ চ'ৰাত অস্থিকৃত পল্লী-পল্লীয়া আছিল। সেইবোৰ চিঠিত সাৰথানে সৰ্ববিক্ত হৈছিল। সেইবোৰ চাইচিতি নকল আদি কৰি বৰলৈ এদল লিখাক আৰু থাকতা আছিল। তেওঁলোকে লিখ-কৰ বন্ধকাৰ তত্ত্বাধানত কাম কৰিছিল। এইবোৰ পুষ্-

পুষ্টি চিঠি-পত্ৰ বহু কৰি পঢ়ি তাৰপৰা সাৰ-মৰ্শ লৈ বন্ধে-ভমাছে বা কোনো এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ পাছত বিহৰণ লিখা হৈছিল। সেইবোৰ বিহৰণ আগৰ বিহৰণ-ঘোৰাৰ লগত লগাইখোৱা হৈছিল। সেইদৰে সময়ে সময়ে নতুন কথা যোগ দি পোৱা হৈছিল। তাৰ উপ-ৰিও আমাৰ মিয়ানমুৰ বিহাৰ বজাৰথীয়া মৈনিকন কথাবোৰ লিখি বাহলৈ নিদিই লিখাক আছিল। নলেগে অমম বুৰঞ্জীত আমি ইমান ঠিকমতে শক-তথি-মাহ-বাৰ আৰু বাকচ'বাৰ চলন্তী কাৰ্যৰ চহৰ বন্ধা নাপালে-হৈছিল।

চিবিষ্ককনৰ বিষয়টো সদাৰবৰত বহুত্যাগতনা সুপণ্ডিত মাহুক বিয়া হৈছিল। পোৰাশীয়া অসমীয়ে চিঠি-পত্ৰ তাহিলে মাত্ৰৰ কাৰণে চিবিষ্ককনে ২৭ দিা হৈছিল। বদনচন্দ্ৰ বন্ধকনে মতি অনা মানসেনাপতিয়ে বিয়া চিঠিখন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াৰগোঠী ডাঙৰীয়াই চিবিষ্ককনৰ হতুৱাই গৈ মজাইছিল। সেইদৰে গৌৰীনাথসিংহ বন্ধাৰ দিনত চিবিষ্ককন পৰা অহা চিঠিখন চিবিষ্ককনে মতিছিল। চিবিষ্ককনৰ বিষয়খোৱা মাহুহনে দেশৰ বুৰঞ্জীও ভাগটক গানিৰ লাগিছিল। কাৰণ 'ব কালত আৰু-কালিঘৰে লিপিবদ্ধ আন নছিল, তেতিয়া পূৰ্ণানন্দমত আৰু পূৰ্ণপ্ৰচলিত প্ৰথা অস্থলয় কৰাৰ বাহিৰে আন একো কাম নাছিল। কিন্তু কোনো যিহে পূৰ্ণে হৈ যোৱা মত বা সিদ্ধান্ত কি তাক সৌঁৱাই দিছিল এই চিবিষ্ককনে।

বুৰঞ্জী আনিলে দেশৰ প্ৰথা আৰু পূৰ্ণপ্ৰচলিত প্ৰথা জনা যায়। এই কাৰণে বাৰ্জকৌৰব আৰু বিষয়া অদিৰ লগাক বাককাণী শিক্ষাবিহাৰ প্ৰধান ভেটি আছিল বুৰঞ্জী। এই বুৰঞ্জীয়েই আমাৰ প্ৰধান শাস্ত্ৰ, ইয়েই আমাৰ ধৰ্ম-শাস্ত্ৰ, ইয়েই আমাৰ আইন আৰু ইয়েই আমাৰ পুৰাণ। যিসকলে পুৰি পঢ়িব নোৱাৰিছিল তেওঁলোকক সাধুকাৰ চণ্ডেৰ মুছমুখে বুৰঞ্জী কথাবোৰ শিকোৱা হৈছিল, আৰু বুৰঞ্জীকোৱা এবিধ মাহুক কাম বন্ধাৰ বিহাৰ আৰিত বৰ লাগিছিল আছিল।

আৰুকাণিৰ দিনত সাধকিক খসকাবোৰ বাতৰি-

কাৰুত লিপিবদ্ধ হয়। সেই সাময়িক ঘটনাৰো পঢ়ি তাৰ সাৰমুখ লৈ আগলৈ ঐতিহাসিকে ঐতিহাস সন্ধান কৰে। সেইদৰেই আৰুকাণি বুৰঞ্জীক কাৰ-ঝেঙা নোহোৱা বাতৰিকাকত বুলি কোৱা হয়। আমাৰ দেশত তাহানি বাতৰিকাকত নাছিল, এই বুৰঞ্জীঘোৰাই বাতৰিকাকতৰ ঠাই পূৰাইছিল। বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ হোৱাত সাময়িক ঘটনাঘোৰা ইটোৰ মুখৰ লিপিটোৰ মুখলৈ বাপৰি দেশত বহু হৈ পৰিছিল। এইদৰে বুৰঞ্জীঘোৰা থাকে থাকে লিখি যোৱা হৈছিল, সেইদৰি আগৰ বুৰঞ্জীঘোৰা পঢ়িলে ভিন্ন পদাভাষা আৰু বেগেগ বেগেগ গ্ৰন্থকাৰৰ মাত সেই-বোৰত স্পষ্ট দেখা যায়। এনেকি প্ৰাৰ্থেবোৰত হাতৰ আখৰৰ ভিন ভিন দুপৰ চাব ধৰিব পাৰি। কিছুমান বুৰঞ্জীৰ ইন্দ্ৰবৰণ সিহুৰৈকে হাতৰ আখৰ একে, যদিচ তাৰা বেগেগ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, পুৰিগ্ৰন্থ বুৰঞ্জী-অস্থবানী অসমীয়াই নিজৰ পুৰি-ভ'বায়ত বুৰঞ্জী এখন লিখা কৰিবৰ কাৰণে আনৰ ঘৰৰ পৰা বুৰঞ্জী পুৰি ধাৰ কৰি আমি নকল কৰিছিল; মূল বুৰঞ্জীখনত বেগেগ বেগেগ যুগ আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ ভিন পাকিঙেও ন-কৈ নকল কৰা বুৰঞ্জীত ভিন ভিন গোকৰ হাতৰ আখৰৰ ভিন পোৱা নাযায়।

আমি মিয়ানমুৰ বুজিব পাৰিছো, এইবোৰ বুৰঞ্জী সচৰাচৰ বন্ধা বা ওপশ্ৰেণীৰ বাৰ্জ-বিহাৰী বাটকৈ বৰ-গোঁহাই ডাঙৰীয়াসকলে লিখাইছিল; কাৰণ তেওঁলোকৰ বাহিৰে বন্ধাৰ গৰ্ভবৰ কাৰু-পত্ৰ কোনো আনি বুৰঞ্জী-লিপিক চপাই দিব পাৰিব। আমি যন্ত্ৰেণ পোৱাত শিৱসিংহ বন্ধাৰ দিনত মনোহৰ নামক এখন লিপিক বৰ্গ-দেৱৰ আজ্ঞাৰে 'কপুত' নামে এখন বুৰঞ্জী লিখিছিল। কামেশ্বৰ সিংহৰ দিনত হুছবাৰ শ্ৰী-গাৰ বন্ধককাই বুৰঞ্জীয়া কৈদৰ বজাসকলৰ এখন বুৰঞ্জী লিখাইছিল; পূৰ্ববৰ্গসিংহ বন্ধাৰদিনত বন্ধাৰ আজ্ঞাৰে বাহানাম বন্ধককাৰ অৰীয়েত কাশীনাথ তাম্ৰপুত্ৰকনে এখন বুৰঞ্জী সন্ধান কৰে; আৰু কাৰুেশ্বৰসিংহ বন্ধাৰ দিনত হুছনী বৰগোঁহাই বাৰুজীয়ে নিজে লিখি বা আনৰ হতুৱাই "চক্ৰবৰ্ত্তি" নামে এখন বুৰঞ্জী উলিয়ায়।

এই চকৰিমেটী বুৰঞ্জীখন বাস্তৱতে চকৰিমেটীৰ
হৰেই নিজ পালেট খোঁটনৰা বিদ্যৰ সাংখ্যাত্তিক আছিল।
ইয়াত শত্ৰু বৈছিল যে কীৰ্ত্তিচক্ৰ বলবন্ধৰা কলমগটী
হৰ্জি বা পৰীয়াৰ বৰষ, — এনেকি, তেওঁ যে প্ৰকৃত আগোম
নহয়, তাকে এই বুৰঞ্জীত আকাৰে-ইলিমেত বুজোৱা
হৈছিল। প্ৰতাপী বৰবন্ধৰাৰ এই কথাত বিষয় স্কোৰ
হল, আৰু বিশেষকৈ বুৰঞ্জীত বিখ্যাত মতে তেওঁ
প্ৰকৃত আগোম নহয় এই কথাটো মানুহৰ মাজত বৃ-
দ্ধা-না কৰিবলৈ ধৰিলে। অৰ্থশব্দত এনে হল যে বৰবন্ধৰাৰ
নবাসেনাৰ সৈ পিতৃৰ গোন্ধিৰ মানুহ আনি প্ৰমাণ কৰিলে
যে তেওঁ বাস্তৱতে আগোমৰ বৰষ নহা— তেওঁৰ তেওঁত
কোনো মানসিহালি নাহি। বুৰঞ্জীলিখকক এইদৰে মিছা কথা
বঢ়োৱাৰ আশে দিলে আগুণে মৰা অনিষ্টৰ সঙ্গাৱন আছে
বুলি বৰবন্ধৰাৰ শৰ্মা হল। তাৰ পৰা পাত্ৰ-মহাী বৰ্গ-
মেহৰে। বৰি গবৰ গুণত কেতাবাৰ মেহৰেৰা কাণালগণ
কৰিব পাৰে। বৰবন্ধৰাই এই কথা নিজে বৰকৈ বিশ্বাস
কৰিলে, আৰু স্বৰ্গদেহকে। তাক ভালকৈ বুজাই দিলে।
হাতে কোনো বুৰঞ্জীত এইদৰে মাত্ৰহৰ গুৰি-গোন্ধি সৈ
মিছা কথা লিখিবলৈ নহয় তাৰ অৰ্থে স্বৰ্গদেহৰ মাজমতে
কাৰ্ত্তী, কৰ্ত্তী, ডাঙৰীয়া-বিষয় আৰু সন্ত্ৰাস্ত প্ৰাচীন
পৰিচাৰণৰ পৰা সকলো বুৰঞ্জী সুখি পৰীক্ষাৰ কাৰণে
গোচৰোৱা হয়। এইদৰে বুৰঞ্জী সংগ্ৰহকৰাৰ প্ৰক্ৰান্ত
কাৰণ বৰবন্ধৰাই প্ৰচাৰ কৰিলে যে সকলো বুৰঞ্জী চাই
তাৰ পৰা এখন নতুন ভাৱৰ বুৰঞ্জী সঙ্গম কৰা হব।
এইদৰে কোৱাত বুৰঞ্জীৰ পৰাকীৰ্ত্তিক নিস্ফলোকে বজাৰ
মেটলৈ বুৰঞ্জীৰো পঠিয়াই দিলে।

বুৰঞ্জীৰ পৰাকীৰ্ত্তিক লিখিবৰ তিতৰত কিছুমান চক্ৰ
মানুহ আছিল। বৰবন্ধৰাৰ গুণ স্বতন্ত্ৰিত্তি তেওঁলোকে
বুজ পালে, সেইদৰে তেওঁলোকে বুৰঞ্জী কিছুমান বজাৰ
বৰলৈ নপঠিয়াই সংগাপনে আঁতৰাই ধলে।

বজাৰ বুৰঞ্জীৰে বজাৰৰ ভৰি পৰিল। বৰবন্ধৰাৰ
টেকেলাই বজাৰৰ নানা ঠাইত সুৰি গাব বৰত বুৰঞ্জী
আছে আৰু সেই বুৰঞ্জী বজাৰ বৰলৈ পঠিয়াই বেছে নে
নাই তাক চাবলৈ ধৰিলে। বৰবন্ধৰাই শিক্ত কাৰ্ত্তী

আৰু বিয়া লগাই আৰু নিজেও গোচৰো বুৰঞ্জীৰো
এখন এখনকৈ জুটাই চাই পৰীক্ষা কৰিলে। বিখ্যাত
তেওঁক বলবন্ধৰা বা তেওঁৰ বৰলক অনাগোম বোলা
হৈছিল, বা বিখ্যাত বৰ্গদেহক বা স্বৰ্গদেহৰ বৰলক
তাছিল্য কৰা হৈছিল সেইবাবেক স্বকীয়কৈ আঁতৰাই
থোৱা হল, আৰু পাছলৈ সেইবাবেক পৰি নষ্ট কৰা হল।
যিহেৰা বুৰঞ্জীত কোনো বুৰ্ত্তিক কথা নাছিল সেইবাবে
পৰাকীৰ্ত্তিকলৈকে কেভেটাই পঠিয়াই ল। এইদৰে বুৰঞ্জী
সংগ্ৰহ কৰি এখন এখনকৈ পৰীক্ষা কৰি চাই, বজা আৰু
বিষয়সকলৰ গুৰিগছত পোৰাবোপকৰা বুৰঞ্জীৰো
কৰি, বাকীৰো পৰাকীৰ্ত্তিকলৈকে কেভেটাই পঠিয়াই ল
হুচৰ সময়ত দেশৰ স্বতন্ত্ৰতা পোহৰত যোগাৰিত
হোৱা বিলাখুৰাণী বুৰঞ্জীৰ কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰা আৰু
বাজেৰসিংহৰ বৰ্গদেহৰ পোৰাবাকী বুৰঞ্জীৰো নষ্ট কৰি
ভালগেৰে তেওঁলোকে যে বন্ধা কৰিলে সেইদৰে তেওঁ-
লোক অসমীয়া জাতিৰ চিকিত্তজ্ঞতাৰ পাত্ৰ হৈ থাকিব।
বাজেৰসিংহৰ পাছৰ বৰাসকলৰ আমোলত মৰাণ
কৰা মানব উৎপাতে দেশখন ছাৰবাৰ কৰি পেলালে।
আৰু মানুহ কলৈ গল, কৰ পুৰি ক'ত থাকিল, তাৰ
একা হুচৰও নাইকিয়া হল। এইদেৰে দুটা জাতীয়
বিয়হৰ পাছতো অসমৰ নানান ঠাইত আজিলৈকে বহুত
পুৰণি অসমবুৰঞ্জীৰে পোৰা গৈছে আমাৰ পৰম সৌভাগ্য
কথা। যিসকলে তাৰে কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰাই অসম বুৰঞ্জী
মুদ্ৰা মাৰিলে, সেইটো ইয়াৰপৰা মিছা মুখি ধৰিব পাৰি।

এই বুৰঞ্জীদৰে কাৰণ কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰাৰ গাত
বহুত কৃষ্টিৰ চেষ্টা পেলাৰ খোলে। আমি কওঁ
কল্পসংগ্ৰহ স্বৰ্গদেহৰ বিশেষ শ্ৰিয়পাত্ৰ সাতঘৰীয়া আগোমৰ
ঘৰৰ কল্পসংগ্ৰহ বৰবন্ধৰাৰ পুতেক কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰাৰ নিচিনা
প্ৰতাপগছত বাস্তৱবিয়াৰ সম্পৰ্কে গুণবত কোৱাৰ দৰে
তেওঁৰ গুণ-গুণ-লৈ সন্মতমুখু কথা প্ৰচাৰকৰ্ম্মত কীৰ্ত্তি-
চক্ৰ যে বিশেষ কৃপিত হব, তাত একো আশৰ্বা নাহি।
আমি আগুণে টেকো, আমাৰ শ্ৰেণত আগৰ দিনত
আজিৰাশিৰ দৰে বাস্তৱকামত নাছিল, এই বুৰঞ্জী-
ৰোহেই সাময়িক পতিকাৰ কৰাৰিছিল। আজিকালিও

কোনোবাৰি কোনো সন্ত্ৰাস্ত পুৰুষৰ বংশকুলত চেগা
পেলালে তেওঁৰ গুণবত মানুহানিৰ পোচৰ কৰু নহব নে? আৰু
সেই গোচৰত প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে শোৰীৰ শান্তি আৰু
প্ৰচাৰিত্তি গ্ৰহণ কাকত নষ্টকৰা বা তাৰ প্ৰচাৰ বন্ধ
নহব নে? গতিকে কীৰ্ত্তিচক্ৰই যি কৰিছিল নাতু-
নাকৃত নহয়। তথাপি তেওঁ নিৰ্দ্ধোষ বুৰঞ্জীৰো পৰা
এখনকৈ কেভেটাই দিছিল আৰু সকলো বুৰঞ্জী পৰীক্ষা
কৰি পোহৰৰ হুচৰ নহয় এইটোৰ যে সন্ত্ৰেৰ লৈছিল
ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ বুৰঞ্জী বৰ্গত অস্থায়ণ আৰু সহায়
প্ৰতি নিষ্ঠা এই দুয়োবোকে পৰিচয় পোৱা যায়।

আৰু এটা কথাও কীৰ্ত্তিচক্ৰৰ গাত একো পৰিচয়—
এয়ে হৈছে আগোম বাস্তৱগোচৰৰ জ্ঞান অধিকাৰী বষ্টি-
ঘৰীয়া বৰননা গোহাঁইহেটু কীৰ্ত্তিচক্ৰৰ বজাৰ দিনত
জোৰপৰা বৰিক্ত কৰি নামকলৈকে খেদিছিল কাৰ্য্যটো।
আমি কওঁ, মানসক্ৰিত্তত সুগুণিত্ত হুনিগুণ বাহ-
মোহনমাগা কৌৰবৰ তাত এনে কিছুমান শোৰণ বীজৰ
সহেত পাঠিছিল যে তেওঁক তেওঁনা পছোই বজাৰ নিজে-
পৰিচয় হুচৰাৰ নোহাৰি, আৰু বহুভালেও তাৰপৰা বাহাৰ
শোৰ অমল হব, এইটো বৰবন্ধৰাই ভালকৈ বুজিছিল।
মোহনমাগা গোহাঁইদেহৰ গাত তেনে আশঙ্কা যে কিবা
আছিল আৰু বৰবন্ধৰাৰ আশঙ্কা যেহেত আছিল এইটো
কাৰণৰা। ভালকৈ বুজিব পাৰি যে মোহনমাগা গোহাঁই-
হেহেই বাহাৰ বৈৰী মৰণেৰে মতে লগলাগি আগোম
স্বৰ্গদেহৰ বিকছে মুছলৈ আগ বাঢ়িছিল। কৌৰবৰ প্ৰতি-
হিন্দো জ্ঞান কাৰণত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি বহুতে কব, কিন্তু
তজ্ঞাত মৰাণক কেটাই লি শ্ৰেণ চাৰখাৰ কৰাৰ কাৰণে
তেওঁ চিৰদিন অসমবুৰঞ্জীত অসমীয়া বিজয়ৰ বুলি কৃ-
পাত হৈ থাকিব। বালিকত প্ৰতিহিন্দো এটা কথা, আৰু
শক্তক আশে দি দেশত বিহাৰেৰ দাৰানল জলাঘা এটা
কথা। মোহনমাগা কৌৰবে এই দুয়োৰ পাৰ্থক্য বুজিব
নোৱাৰিছিল। পাছলৈ মৰাণক বৰবন্ধৰাৰে সেই হুচো
কথাৰ পাৰ্থক্য হুচৰি দেশলৈ অমললৰ জুই নিজ মূৰেৰে
কঢ়িয়াই আনিছিল। কিন্তু বহু বহুত চৌৰী। পৰিচয়

সকলে তেওঁক উপবেশ দিছিল পাৰ্জাৰ পৰা পাশোয়াৰ
সৈন্স আনি আহোমক খেদাই কামৰূপৰাজ্য অধিকাৰ
কৰিব গালে। কিন্তু ইয়াৰ উদ্ভবত দেশশ্ৰোমক হৰনহই
কৈছিল, —“আগোম নিজ দেশী তহি; ভাল হওক বয়ো
হওক আমাৰ নিজদেশী বজাই বাহাৰ কৰিছে; বিদেশীক
আমি এইদৰে লত-ভত কৰিম কিয়? ইটাকে ভাবি
হৰনহই যুদ্ধবিগ্ৰহৰ চিন্তা এৰিদি নিৰল ঠাইত জীৱন গাণন
কৰিবলৈ ধৰিছিল। মোহনমাগা গোহাঁইদেহৰ চৰিত্ৰত
এইদৰে শোৰ বিজয়গোচৰক কিবা এটা যে শোৰ আছিল
সেইটো পুৰ্বেই ধৰিব পৰা কাৰণেই কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰা
আমি লগপাৰিহাৰে কালে।

বাজেৰসিংহৰ বজাৰ দিনত সৰাঠক কমতাপন্ন বিয়া
আছিল কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰা লক্ষ্মীসিংহৰ বজাৰ দিনত
মোহনমাগাৰ মুখিগাল নাহৰখোৰাক লগুদোষত চমতাবে
বৰবন্ধৰাই কোব মাৰে। উৰাৰ পৰিচয়ত গোটেই মোহা-
বিয়া কীৰ্ত্তিচক্ৰই মাত্ৰ চিনিছিল। বৰবন্ধৰাই হুচৰে
মোহনমাগা কৌৰবৰ তাত এনে কিছুমান শোৰণ বীজৰ
সহেত পাঠিছিল যে তেওঁক তেওঁনা পছোই বজাৰ নিজে-
পৰিচয় হুচৰাৰ নোহাৰি, আৰু বহুভালেও তাৰপৰা বাহাৰ
শোৰ অমল হব, এইটো বৰবন্ধৰাই ভালকৈ বুজিছিল।
মোহনমাগা গোহাঁইদেহৰ গাত তেনে আশঙ্কা যে কিবা
আছিল আৰু বৰবন্ধৰাৰ আশঙ্কা যেহেত আছিল এইটো
কাৰণৰা। ভালকৈ বুজিব পাৰি যে মোহনমাগা গোহাঁই-
হেহেই বাহাৰ বৈৰী মৰণেৰে মতে লগলাগি আগোম
স্বৰ্গদেহৰ বিকছে মুছলৈ আগ বাঢ়িছিল। কৌৰবৰ প্ৰতি-
হিন্দো জ্ঞান কাৰণত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি বহুতে কব, কিন্তু
তজ্ঞাত মৰাণক কেটাই লি শ্ৰেণ চাৰখাৰ কৰাৰ কাৰণে
তেওঁ চিৰদিন অসমবুৰঞ্জীত অসমীয়া বিজয়ৰ বুলি কৃ-
পাত হৈ থাকিব। বালিকত প্ৰতিহিন্দো এটা কথা, আৰু
শক্তক আশে দি দেশত বিহাৰেৰ দাৰানল জলাঘা এটা
কথা। মোহনমাগা কৌৰবে এই দুয়োৰ পাৰ্থক্য বুজিব
নোৱাৰিছিল। পাছলৈ মৰাণক বৰবন্ধৰাৰে সেই হুচো
কথাৰ পাৰ্থক্য হুচৰি দেশলৈ অমললৰ জুই নিজ মূৰেৰে
কঢ়িয়াই আনিছিল। কিন্তু বহু বহুত চৌৰী। পৰিচয়

কীৰ্ত্তিচক্ৰৰ চৰিত্ৰ

কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰবন্ধৰা এনে বৰ সুন্দৰ বাহুকৰ্ণচাৰী
আৰু মানসক্ৰিত্তি বৰিচক্ৰক বুজুপোৱা পণ্ডিত আছিল।
এদিন বাজেৰসিংহ স্বৰ্গদেহৰ বহেতৰ বহি ইটোৰ যুগ
আদি যোগাৰি চাই আছিল, তেওঁৰ ওচৰত কীৰ্ত্তিচক্ৰ বৰ-
বন্ধা বৰিছিল। সেই দিনা বং চাইল অৰা প্ৰকাৰে
বৰষেৰ সসুখত থকা পৰাখাৰন ভিব-দি-সি-নোপোৱা
হৈছিল। স্বৰ্গদেহে সেই অসংখ্য প্ৰকাৰ ফালে চাই
এইদৰে ভাগিলে,—“এই আটাইহাৰে প্ৰকাৰি পোত ষাই
শ্ৰেটা এটাকৈ টোকৰ মাৰিলে আমি বজা, পাত্ৰ-মহাী,
বিষয়া সকলোকে মুতে উৰাব পাৰে।” সেই বুলি স্বৰ্গদেহে

বরবন্দারীলৈ চাই এটা আত্মী দেগুৱাই চৌকৰ এটা মাৰিলে। ইয়াৰ অৰ্থ এই— প্ৰজাৰোৰ একেলগ হৈ গোট খালেই আমাৰ পিনে উঠি। বরবন্দাই শোনেতে ছুটা পাছে এটা আত্মী দেগুৱাই মূৰ জোকাৰিলে। ইয়াৰ অৰ্থ এই—“ইয়াত হেৰুৱাব বিজাৰ প্ৰজা আচে সঁচা, কিন্তু ধানটোৱে পতি কনটো, মাহুহটোৱে পতি মনটো; ছুটা মাহুহ একেলগে গোট খাই এটা হব নোৱাৰে।” বরবন্দাৰ এই স্তম্ভৰ উত্তৰত স্বৰ্গদেৱে বৰ সন্তোষ পায়।

দলসোপ্ৰ প্ৰজাৰ ফালে চাই, সিহঁত একেলগ হলে বজা আৰু বিষয়াৰ কিমান শক্তা, এই কথাটোৰপৰা স্বৰ্গদেৱে অশ্বৰত কিবা অমৰলৰ আশা জাননী পাইছিল নে? মোহাম্মদবাগাঁওতে ভুলেভুলে বাহ্য নাপ কৰাৰ অভিসন্ধিত দুৰিচ্ছল, আৰু পাছলৈ নিৰ্বাসিত স্বৰ্গদেৱৰ নিভৃত আত্মাত উত্তৰ হোৱা এই আলকাটো কাৰ্য্যত ফলিগাই দেগুৱাইছিল। মোহাম্মদবাগাঁওতে এটোটা ভাগলৈ প্ৰমাণ কৰিছিল যে সন্নিহিত প্ৰজাৰিত্ত্বে বজাৰ ত্ৰিশূণৰ আগত নচৰাৰ পাৰে।

মোমাই তামুলী বরবন্দা আৰু কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বরবন্দাৰ মাজত এটি বৰ ডাঙৰ প্ৰস্তৰ দেখা যায়, যিচি ওচোৱাৰনে নিজেই সামাজ্য ৰূপৰপৰা ভীৰনত ইমান কৃত্তিৰ গাভ কৰিব পাৰিছিল। মোমাই তামুলী শাস্ত্ৰ, প্ৰথী, বন্ধনশীল আৰু সৰ্বত্ৰচিত্তৰ মাহুহ আছিল; আৰেণৰ প্ৰকাৰপত একো কাম নকৰিছিল, সকলো কথা বীৰ গছাৰনাৰে চাব পাৰিছিল। স্বদেশ আৰু ৰজাৰ কাৰণে তেওঁ নিজক বিলোপ কৰিছিল। প্ৰতাপসিংহে স্বৰ্গদেৱে মোমাই তামুলীক বরবন্দাৰ বাব দিওঁ বোণাত মোমাই তামুলীয়ে স্বৰ্গদেৱক,

পাত্ৰ-মন্ত্ৰীৰ সম্মতি লৈ এই কাম কৰিবলৈ মিনতি কৰিলে। স্বৰ্গদেৱে পাত্ৰ-মন্ত্ৰীৰ প্ৰকৃত সম্মতি লৈ বচ'বাত মোমাই তামুলীক বরবন্দাৰ বাব অৰ্পণ কৰে। এইসৰে পাত্ৰ-মন্ত্ৰীৰ সম্মতি লবলৈ কৈ মোমাই তামুলীয়ে চিবকাললৈকে তেওঁশেৰুপৰণা মৰম-বেধাৰ বাট মোকোলাই ললে, নহণে সাধান্য অৰুৱাৰপৰা বরবন্দাৰ তেওঁৰ কাণো অশ্বৰত হিংসাজাৰ নকৰাইছিল। কছাৰী ৰজাই মোমাই তামুলী বৰফুংনলৈ 'নামশীৰ ৰজা' বুলি চিঠি লিখিলে। বরবন্দাৰ বজা হব নোৱাৰে, তেওঁ এখন দুৱাৰপৰীয়া নৰাৰ হে। কছাৰী ৰজাৰ এই চিঠিত দাই ধৰি মোমাই স্বৰ্গদেৱক জনালে। প্ৰতাপসিংহে স্বৰ্গদেৱে ইয়াৰ উত্তৰত কলে, “হোপা তাত বেয়া নাপাৰা; কছাৰী ৰজাই তোমাকে যদি বজা বুলি কৈছে, মোক থাকিমান ভাৰে বুলি ভাবিছে।” এই উই ৰটনাৰপৰা মোমাই তামুলীৰ বিনয় আৰু ৰাজত্বকিৰি পৰিচয় পোৱা যায়। কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ আছিল মন চোকা আৰু উগ্ৰভেজা মাহুহ; নিজক তেওঁ বিলোপ কৰিব নোৱাৰিছিল, তেওঁৰ নিজৰ মত মতে আনক কাম কৰাব পাৰিছিল। স্বৰ্গদেৱে মোহনমাগা কোঁৱৰক ৰাজ্যৰপৰা খেদিব নোৱাৰো, কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰই বাহা কৰিলে, স্বৰ্গদেৱে মোহনমাগাক খেদি সিহেপনমত বৰিই লাগিব। কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰই বরবন্দাৰ বাব এৰি নিদিলে, কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বরবন্দাৰ হোৱাত কেইছৰমান পলম হল, সেইসৰি ৰূপ-চন্দ্ৰৰ মৃত্যুত শূতেক কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰই বাপেকৰ শূৰৰ লগত ৰাইশালীলৈকে নগল। সাধান্য অৰুৱাৰপৰা ডাঙৰ হোৱা কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰৰ লগে মোমাই তামুলীৰ চৰিত্ৰৰ হে সামঞ্জস্য ৰেগা যায়।

শ্ৰীহৃৎকুমাৰ কুমাৰ

সমাজ

(এটি বিখ্যাত ইংৰাজী কবিতাৰ (। ১৯)

দেখোমানে বস্ত্ৰবোৰ আগত, সৰাৰ
মোৰ বিনে কাৰো-কতো নাই অধিকাৰ।
সঙ্গাৰা ই ৰাজ্যৰ ময়ে অধীশ্বৰ,
পশু-পখী যত আছে বজা সিহঁতৰ।
ক'ত কি নন্দন-শোভা নিৰ্জনা কুঁৱৰী—
সি বৰিণে বুলিছে যাক অনিন্দ্যা স্তম্ভৱী ?
জীৱন ৰাজ্যত মোৰ নাই হাবিয়াস,
শত শুলে ভাল কৰা বিপদত বাস !
মানৱ জাতিৰ মই বহু নিৰ্বাণ
অকলশৰীয়া এই জীৱন-পথত ;
শুশ্ৰূণিম মানৱৰ স্তম্ভ স্তম্ভাময়,
নিজৰ মাততে মোৰ জনমে বিশ্বায়।
হাবিৰ মাজত চৰা বনা পশুবোৰে
মই যে মাহুহ তালো কাণকে নকৰে
সিহঁতে যে মাহুহক চিনিকৈ নেপায়,
আছিল শুৰে চাপি জীৱ উৰি যায় !
সমাজ বন্ধুতা আৰু প্ৰণয়-বান্ধোন
বিধাতাৰ কৰুণাৰ নিৰ্ম্মাণি মাথোন ;
পখীৰ ডেউকা মোৰো থকা হলে উৰি
থাকিলোহেতেন তাৰে মউ পান কৰি !
ধৰম-নীতিৰ বাণী শুনি অশুশম
কবিলোহেতেন মোৰ শোক উপশম ;
বুঢ়াৰ গছাৰ চিন্তা, ডেকাৰ ধেমালিৰে
থাকিলোহেতেন কৰনে আনন্দ চিত্তেৰে !
আৰা ধৰ্ম ! তুমিয়েই তোমাৰ বুকুত
কত যে স্বৰ্গীয় বহু বাখিলা শুপুত !
ধন-সোণ মণি-মুক্তা বস্ত্ৰ মূল্যমান
নোৱাৰে একোৱে হব তোমাৰ সমান।

সৰুৰুপ স্তম্ভ কিৰা বিশ্বাসৰ বীণ,
ই পৰ্বত-প্ৰান্তৰত হোৱা নাই লীন ;
টোকা নাই ৰেজাৰৰ চকুলো এধাৰি
ছদয়তো ৰজা নাই মিলন-মাধুৰী।
হে বায়ু-দেৱতা ! মোৰে খেলিছা ধেমালি,—
কোৱীচোন স্বদেশৰ বাতৰি এবেলি !
আমা এটি সন্তানৰ প্ৰিয় স্তম্ভনৰ,
নেপাম কোলাত ঠাই আৰু মিশেৰ।
পঠায় বাতৰি জানো সমনায়্যাইতে
তোমাৰ আগত কিবা বৰ্ণাই শুপুতে ?
কোৱী, মোৰ এতিয়াও আছে বন্ধুজন !
যদিও নেদেখো আৰু সেই মুখখন !
আহা ! কি প্ৰেৰণ গতি মনৰ বেগৰ,
নেয়ায় বিজনি তাৰে একোৰে আনৰ।
নহয় পচোৱা বায়ু ইয়াৰ সমান,
নহয় ৰবিৰ আলো এনে বেগৱান।
জনমভূমিৰ কথা চিন্তিলে এৰাৰ
ভাৰো মই, তাতে যেন কৰিছো বিহাৰ !
কিন্তু হয় ! সোঁৱৰণি আহি তেতিয়াই
নিবাসাৰ সাগৰত সকলো বুৰায়।
বনৰ পথাট উৰি গ'ল ৰাঁহুই,
বনা পশু দিহা-দিহি গ'ল গাঁতলই ;
সকলোৰে জিৰণিৰ একেটি সময়,
ময়ো তেনে যাব লাগে নিজ পজালই।
প্ৰকৃতিৰ স্নেহ-দয়া বিশ্ব-বৰ্তমান,
তাৰে মায়া-তৰলত উতলা পৰায়।
বিধাতো আনন্দৰ চকুলো বোৱায়,
ভাগ্যবাদী হবনই লোকক শিকায়।

এখনে লগানে
যয় সখ্যতী
ভিত্তয়ে এগাশো ধবি।
কোনন ইখনে
আমাক সজিলে
এখনি-এখনি কবি।"

ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি বিনন্দ-বিলাস, প্রকৃতিৰ দাসন ব্রহ্মচৌৰ—
চুলি এজালিমানৰো কেবলো নাই; মাহুৰৰ অহাৰ দলৰ
বৰ্ণনৰ দৰে ধানখিত নোহোৱা। আগত অনন্ত, পাচত
অনন্ত, মাজত তিনিগাত এবেগত দীঘল জীৱনৰ ভেটি;
আগলৈ চাবলৈ এইদৰে নাই—চালৈও পখালি চহুত একো
দেখিবলৈ নাই, পৃষ্টিশক্তি চুটি, সেইদেখি দেখি কেৱল
বিভীকী আৰু একোৱা পাতল ঊৰি ঘাব খোজে।
কিন্তু কি হব পাছলৈ বাবৰ উপায় নাই, আগলৈ যাবলৈ
মাহ নজমে। যি জ্বীন থকা মাহ, গাঠিত জীৱ যাত্ৰি
খাৰিক লাগে; যেতিয়াই সেই সময় এইদৰে থাকোতেই
উকলি মাহ তেতিয়াই বন্ধা তেতিয়াই শান্তি, জীৱনৰ
বৰনিকা।

এয়ে মাহুৰ জীৱন-যাত্রী, আৰু এয়ে উচ্চ কাব্য
আৰু উচ্চ সাহিত্যৰ বাট বিহাৰ। নিবন্ধৰ চহা এটিয়ে
এই অনন্ত বেদনা যেনেইক অসুখৰ কৰে, সঙ্গীয়াৰ মৰা
জানীজনৰ চিন্তাতো—এই স্বপ্নীয় নিৰাশাই জীৱনৰ জীয়া-
মৰিলাশিৰ ছুই এইদৰে নিৰাকাল অগাই ধৰে। ইয়াৰ
পৰা নিস্তাৰ পাবৰ উপায় নাই, আৰু উপায় বিচাৰিলেও
সেয়ে বুৰি নিকপাতহে পোৱা। সাগৰত নাওবুঝ মাহুৰে
আগলৈ উট যোৱা ক্ষুভ ছুটী এজালি দেখিলেও সেয়ে
তেওঁৰ তবণৰ উপায় পুলি ভাবি সাঘটি ধৰিবলৈ
যাত্ৰতে বুৰি যি তাৰ প্ৰাণনিশাশহে সংগা কৰে;
সংগাৰ-সাগৰত আত্ম-নাওবুঝ জীৱন-যাত্রীৰো এই
ধৰা।

জীৱনৰ এই 'এখনি-এখনি' অৱস্থাত মাহুৰৰ মনত
সাধনা কি? ঈশ্বৰ যদি কল্যায় হৰ, তেওঁ মাহুৰৰ
কৰণ আৰ্হুনাৰ কাৰণে এই মাহুৰতনা সজাৰ অৰ্থ কি,
আৰু প্ৰকৃষ্টকৈ বা তেওঁ সংসাৰৰ শাসন-তাৰ দিহে

তিয় যি বাৰলগণৰ গুচবত দয়া নাই, কমা নাই, যেনে
কঠোৰতাৰ বাৰলগণ তেওঁ প্ৰকৃতিৰ হাতখনৰা কাৰি
লৈ যোৱা নাই কিয়? তেখেতি যি সৃষ্টিত আমি আছে-
ইক, এই নিকটমীয়া সৃষ্টি বাই বিদ্যতাৰ ময়ল সৃষ্টিৰ
বাহিৰ কিবা অস্থৰণ মাথোন—এই সৃষ্টি তেওঁ নিক
হাতে সজা নাই, আৰু বিজনে সাজিছে তেওঁ ইয়াক
জানকৈ পঢ় দিব, আৰু পঢ় যি পালিব জনা নাই?
সেই 'ভিত্তিৰ বিদ্যতা'ৰে মাহুৰৰ এই অনন্ত যাত্ৰনা আৰু
অনন্ত নিৰাশাৰ তপত খোলাত মাহুৰ প্ৰাণীক কেউলুটয়ে
তজাৰ বাবে জগৰীয়া।

জন্মদায়ক সৃষ্টি কৰিব মুখৰ এই পৰৱীয়া
বনৱীয়া নামৰো: মাহুৰৰ হাৰ-তলিৰ এই একে স্বপ্নীয়
নিৰাশাৰ পুং সৃষ্টি ওলাইছে মাথোন। আহুগিয়াই
বেগুৰাৰ পুলিছে ইয়াৰ চাৰিভাগৰ তিনিভাগ নামে এই
নিৰাশাৰ ব্ৰহ্মকৈ মাথোন প্ৰতিফলিত কৰি শূন্যত
হেফোলানি তুলি মাৰ গৈছে; বাকী ভাগৰ সবৰ্থিনি নামে
পঢ়া শব্দীৰ পঢ়া বাসনাৰাশি প্ৰকাশ কৰিছে। সম্ভ্ৰতি
জীৱিত্যাকৰ বুলি এই পিছৰ নামৰোৰ সাধাৰণতে এৰি
গলেও, সবগ্ৰ কাব্য-সৌন্দৰ্য অস্থৰত কৰিবলৈ হলে তাৰ
উল্লেখ আৰু পৰিব নোহোৱা; সেইদেখি জো চাই তাৰ
আছল মৰ্মৰ বিহৰে ছুই এটি কথা উত্থাপন কৰা হব।
এই স্নানীভাষ্যক বেলা নামৰোৰ আকৌ ছুটি ভাগ
কৰিব পৰা যায়—কিছুমানত শব্দীৰ কাৰণে শব্দীৰ
আকাঙ্ক্ষা-শাকৰণৰ বিহৰে হুহুভ ভাৰি কোৱা হৈছে,
ভাবৰ ধৰ্ম-কণ্ঠৰো ছাঁ পৰিছে; আন কিছুমান আছে,
সেইদেখাৰ শব্দীৰ বাসনা হলেও কাঁবৰ শিৰ-নিপুণতাৰে
প্ৰকাশিত হৈছে, তাত ভাষাৰ একো অৰ্থহতা নোখাৰিকণেও
সমাভত সামান্য অপকাৰৰ ছাঁ পৰিব পাৰে বুলি শকা
কৰি প্ৰকাশ কৰা নোহাৰ।

কণ বৰ্ণীয় বৰ্ণ, আৰু অৰূপৰ পুৰুষ-আত্মা।। কিন্তু
ভিত্তকৰণৰ সীমাই স্বৰ্ণ আৰু নবকৰ ছুই যুৰ ছোৱেটো,

—তাত যেনেকৈ বৰ্ণৰ দিবা ছেউতি বিবিচি উঠে,
হেনেকৈ নবকৰ শোৰ কৰণীও দেখা যায়। তিত্তকতাৰ
ৰূপে কৰিব নোহাবো এনে কাৰ্য বৰ্ণ আৰু পাভাৰ
সীমাৰ ভিত্তকত অতি বিলম। এজনৰ শুভীয়া জীৱন কি
কথা, তিত্তকতাৰ কাৰণেই তেফোম মহা নগৰীৰ ক্ষয়ৰ
পাতনি মেলিব পাৰে—ইয়াৰ উশাৰণো লগতৰ সুৰভীত
কিালো পালেই আছে। জগতৰ সাহিত্যৰ এটি ভাঙৰ
মংশ যেনেকৈ তিত্তকতাৰ কাৰণ অৰ্হুনাই চাৰি পেগাইছে,
তেনেকৈ তাৰ মুৰ্ছনাই পুৰুষ জীৱনৰ ক্ষয়ৰ একো একো
অখাৰ হেৰাবাঙে সামৰি পেলাইছে। মুঠতে কৰিব ভাষাৰে
কবলৈ গলে

Beauty and anguish walk' hand in hand
The downward slope to death.

তথাপি যি জ্বয়ে বদবাহী পৰি মাহুৰক সৰ্বস্বান্ত
পৰে সেই ছুই ময়ল মাহুৰৰ জীৱন-শাৰবৰ অনেক ভুল
হোৱা, সেই ছুইকৈ সাঘটি ধৰি পুৰমহীতা কাৰব ঠেটুহাই
একা হৰ; সেইদৰে লগৰ আদৰ আৰু মোগল মাহুৰৰ
জীৱনত ছুই কৰিবৰ উপায় নাই। উশাৰ কোমল প্ৰতিভাৰ
লগত স্বৰ্ণৰ উললগা তপ্ত কিৰণৰ দৰে, আৰু মনৰ
লগত বাহিৰ মধুৰ সন্ধ্যাৰ পৰে, জীৱনৰ লগত যৌৱনৰ,
আৰু যৌৱনৰ লগত তিত্তকতাৰ ৰূপৰ তীৱ্ৰ তুফা, কাঁবৰ
লগত ভাৰ্যৰীৰ দৰে বজাৰতে জাগি উঠে; আকৌ, বসন্ত
কালত পলৌ প্ৰকৃতিয়ে পুৰণি এৰি বিলম সাৰ সলাহাৰ
পৰে, মানৱ-প্ৰকৃতিতেও জগতৰ ৰজ ভাগ এৰি থৈ
সকলোৰ প্ৰাৰ্থ মাথোন গ্ৰহণ কৰে। লগত কলনামৰ,
চিত্ত উৰণীয়া; তন্ত্ৰীয়া শত মিশত শত শীত উচ্ছ্বাসিত
হৈ উঠে, লগতৰ শৰ ৰূপ সৰ্ব সকলোৰে এটি এটিক
কিবা হতা উৎসৰ্গলৈ যাবলৈ মাত লগাই মাহ—

বহাৰ গাভে
কৰ বৰ্ণীয় মৰ্ণীয়া আৰু—
গোছাৰ মনোমাল

এয়েই প্ৰেমৰ প্ৰথম উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাস, এই
অনিৰাৰ অস্থমনিৰ 'কনোৱা তুলা'ৰ দৰেই পাতল,
কিনো, এই অশৰীয়া; কাৰু কিচাৰিছে, এই পি কিচাৰি
প্ৰাণ বৰ্ণায়ী হল তাৰ বাতৰি পাবলৈ নাই—যেন 'হুব
হুবুৱৰ পিচাৰী'ৰ দৰেই এই নৱ-যৌৱন অতিভিত্তকনা

কেৱল "চকল" আৰু "পিয়াসী" আৰু কোনোবা অচি-
নাকী লনয়-চিনাকী এজনক চিৰকাল অশ্ৰেণ কৰি
হুৱিছে!

ইয়াৰ পিছতেই ক্ৰমে পূৰ্ণবাগৰ পাতনি। জীৱনৰ
এই জোভাত সেই কলনামৰ মনে মুৰ্তি ধৰি দেখা দিয়ে
আৰু প্ৰেম-পুৰাতনিক জ্বাৰৰ প্ৰথম পুৰাতনালৈ মনবিৰ
ইয়াৰ যুগত গ্ৰিট দিয়া দেখা যায়। এইখিনিতে পোনৰ
দেখা দেখিত ওপৰা প্ৰেম—love at the first sight.
মাহুৰৰ অস্থৰৰ মনোম-কোৰীৰেৰে আতিয়া অশৰীয়া কৰা
লোক এনে অস্থৰাগত মাহুৰৰ বিবেচনামহীনতা দেখিব
পাৰে সচা, কিন্তু আনকালৰপৰা চালে তাতই প্ৰথমৰ
সৌন্দৰ্য-পৰিমা কেহুভূত হৈ থকা বুলিব পাৰি। এক
মুহূৰ্ততে যেন ই যুগ-যুগান্তৰ কৰা সকলো এটি এটিক
মনত পুৰোই দিয়ে,—পূৰ্ণমম্বৰ কৰ্মাৰ খাৰতজা হুৰ্ণীৰ
চুয়ো হঠাত পম্পশ আকৃষ্ট হৈ মাহ; যেন কিবা বিজুলী
পত্ৰৰ মুহূ প্ৰভাৱ। এই প্ৰথম দেখা-দেখিত ওপৰা
প্ৰেমৰ যৌৱন মন্ত হুয়ো মুহূ হৰ, আৰু তাত বিৰহ-
মিলনৰ হৰ একেলপে প্ৰতিফলিত হৈ উঠে। মিলনৰ
পৰা বিৰহ সঁতাই অৰু এক প্ৰকাৰ অস্থৰৰ যেন দেখা
যা—বোৰাৰুৰো, এইখিনিয়েই অনন্তৰ জগ। চকুপানী
বেজাৰৰ মনল অৰু অতি ধানকতো হুগালে চহুসো
বাগবি মাহ; গৰ্ভিক আনন্দ আৰু বেজাৰ একেট পুৰ্ব
পৰা ওলাবা বুলি অস্থমান হৰ, আৰু চুয়ো একে 'মৰ্ণত'
অশ্বাত কৰে। সেইদেখি প্ৰাণীক প্ৰথমে 'উতৰে লাগতে
দেখিবৰে পৰা পেটলৈ যোৱা নাই ভাত' এই অতি আনন্দ
বৰ্ণীয় নিৰাশাৰ পৰা সহৰ সঁতাইত বহা কৰিছিল।

এই তপ্ত অস্থৰ চিৰকালী কেতিয়াও হা নোহাৰে,
আৰু নোহোৱাৰ কাৰণেই ইয়াৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য দেখি-
বলৈ পোৱা যায়। সংসাৰত প্ৰেমৰ অস্তিত্ব আছে, ই
সচা হব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমৰ স্থিতি নাই—বিজুলীৰ
ছ'মাহাৰৰ দৰেই এই আছে, এই নাই। পত্ৰিক প্ৰেমৰ
স্থিতি বিৰত; বিৰহ প্ৰেমত ভিত্তকাল আছে, কিন্তু
মিলন বিজুলীৰ ভিৰবিৰৰ দৰে কলহাৰী—অখাৰ, প্ৰেমত
মিলন দেখত অৱতজাৰী হলেও, স্বাধীৰূপে বিৰহেইহে

আছে। যি প্রথম এই তত্ত্ব বুঝিলে সঙ্গম নহে, তেওঁ পরে পরে দেখে—প্রথম পথ নিয়ত নহয়। প্রথম-মৈত্রাজ্বল্য-পাত-নির্ভাঙে দুটি ভুলের সূত্র থাকিলে সুলি উঠে—প্রথমতে এই মৈত্রাজ্বল্য-অনন্ত-সুখা-সুখা-অনিত যেন লাগে, দুই বাতের মেঘত প্রণয়িতিক সুমুহুরাই বৈধে প্রেমিকের নিরাশার চকুলা টুকিবে পারে; যিত্যগুতে বিনতিয়া জীবনের এণ এটা বাহিরে গঁচা যেন লগা (plausible) কাণত দুইবে মাজত বিবহর বিধ-সুন্দর গঙ্গালি মেনিবে পারে।

যৌন ছাক প্রণয়র প্রাবর্ততে মনুহব মনত খেতিয়া স্তম্বর বেগ বা heart-ache-এ বাঁহ পর, তেতিয়া শোক ভাবে যে কিবা ভেবেলিগতাব বন-মেঘেরাই সেই যৌগ জ্ঞাব পাবি; কিন্তু ~~কিন্তু~~ চেতী যে কেবল বিবধনা, তাক পোনতে বুজা টান।—

নাহিক কেহেকার পাই ঐ মইনা
 সাহিক কেহেকার পাই।
 বৃহত বিয়ে বলি ~~কিন্তু~~ই এতুগ
 দুখ লৈয়ে বলি ধাই।

এটি ধুনীয়া চেনিচন্দ্রা সুল—তাক দেখিত হেঁশাত নপলায়, হাতত লৈ দুহিত তৃপ্তি হুজতে। সুলপাতে স্তম্বর সুলুগা ভগাই তুলিলে—সঁচা, কিন্তু সেই তুল্যা নিরাশর কবির উপায় সি নির্দলে—হঠাৎ সেই উপায় তাত নাখেই।—

গাইলোঁক নাহিলে হাবিয়ার নপলায়
 বেগাল হুজতে ভোক—
 কিন্তু রাগে যে ভোক-হাবিয়ার জ্ঞাব-পলুয়াব মোহাবি, সেই োক যে মার যোবাতই হেঁদরে ডিবকাল জমরি থাকিলেগে আছিলে, তাক তাকে পিছত ধুনীয়া তামোলর উপায় পরা বুজিবে পাবি।—
 কোই ঐ বেগাবি বলেও নাহুয়ার
 বাঁধর খুবি তামোল বলি।

এটমর এই অনন্ত বাতমান অস নাট, তাক পরায় কবি কুমারী তক মত্তর ভায়া—স্বয়ং-সুল এযাব সুলিলে সি দুইই জ্ঞাপ মেয়া—

When the heart-rose once blooms
 It never shuts.

সত্যিক প্রণয়র মনুহব বাতমান থব নাই; তব কাজে এইবিমিত খেতিয়া হুমুহুরাই গোটেই সোণর লগা পরি ছাই কবি আদি শেখত নিজর নেহর অদি নিজর স্বগত দুমুহুরাই।—তেতিয়া শোকে প্রণয়র আছল মার্য বুজি পার—

বিবিকি জগা জন মনর কেতা সোণ
 লগা বসমেরে বাঁধি।
 কিবা মতা কবি যোষা লাগিলে
 মেগাণ কিরি কামি।
 তেতিয়া হঠাৎে পদসর 'চুটাই পরুহব' টীকত উঠি
 তার পরা অতীতব সমতল-স্রোলে চাই পরিয়াই বেবি—
 আঁকে সেই প্রশান্ত মনোহর দৃশ—
 "Behold her there,
 As I behold her ere she knew my heart,
 My first, last love: the idol of my youth,
 The darling of my manhood, and, alas!
 Now the most blessed memory of mine age."
 —The Gardener's Daughter

বাঁধিবা যেনযোর কাণত শোকে প্রেমিক-প্রেমিকার স্থায়ী মিলনত বিধিনি মিলিবে পারে সুলি ভাবে সেইযোষর শ্রেণ অনেক। তার ভিতরত টুটকিয়ার লগনীয়া কথাত প্রেমিক-প্রেমিকার মন-ভগা, নাইবা কোনোবাই আত্মিক বিধি কেউশোকক পনপনর পরা আঁতবাই নিয়া সুলি তবা আদি বিখাশো একত—

শুকুর কবাকত নকঠ নকঠ সুলি
 শুকুর কবাকত লদি।
 মোক ো খাণত 'শ' শুকুর লগত 'ল'
 তাবোল কাট মনসে লাগি।
 আশুনি মেগাধর মোসে 'স'টিছিল
 মলে-চুট গাটনর লাগ।
 এতিয়া মইনা কোনে কি বুজলে
 কেহেবা-কেহেবা মাত।

আন কাণ বৈছে অসমীয়া গীতলীয়া ছোমালী যি দিততে স্বরাবহর পরা বনলোবা সামাজিক প্রথা, একে সুল বা ধোষ কড়া-পাজি-বাঁচর, আক বস্তুমান ভাল অবস্থার খেতিয়কতকও সামান্য চাকবিয়ালক বাচি ছোমালী

যিরা আদি সামাজিক বাঁচিথোর; য'ত পাবিছে প্রেমিক-প্রেমিকাই বিগোড়াভাবে এই প্রতিকূল অবস্থাবোবর লগত যুগ দিছে, জিকিছে, আক য'ত এনে অরস্থার খাপত বাঁচিছে ত'ত ভাগ্যত শরণাপন্ন হৈ নিরাশার শতাব বাতনা পাহবিবৈল চেতী করিছে।

যমের চালাতে উবে ছাকি যাবি
 কবে যোবালাগা পাবি।
 মোক নিব খোর তব ঐ পিগিগা,
 কিমান ধনে বিব পাবি।
 জাগি সকসেয়া টুলে ঐ লাঘবি
 জাগি সকসেয়া টুল।
 তোমাক মক বেদি আনিব বুজিলো
 বাঁধবে বনলে রূপ।
 তোলে চাটতে  তে

বিজিলে অথো হলে।
 তোহা মনে ধলে মেহো মনে ধলে
 কি কবিব কলিতা সুলে।
 গাইবে ধরতে এমনী আছিলো
 বুলক যুগিলো কুল।
 বুখীয়া তাহালে কোতে নখবিজিল
 পোপাত নখবিজিল সুলে।
 জারে তুলিলে কটনা কাটিলে
 কবি গাণ মেগালাব কাণ, নাইবা
 আমোলা নহলো মরবি নহলো
 ত্রোক কেনে কবি গাম।
 সকে-এপবা বেহা গাণাখবি
 আছিলো তোমারই চাই।
 কাণিলো এ বুলি গামে কেহেকার
 মোখে যে কপালত নাই।

এইবিমিত বাঁজতে বস্তুমান চাকবিয়াল জীবনর লগত বসোবায়ী সুখ-পাশতর কেনে অন্তবাহর, আক পানীন-চেতা অসমীয়া ভিতকব এট চাকবিয়াল জীবনর কারণে কেনে বিধেভ ভাব তাক এইবিমি গীতবরপবা বুজা যায়—
 পোমাটি এবি গুট চকু যোহাবি
 বালা কি মেগালা তাত।
 হর্যাবী কামতে গাণিলি মেগালা
 লগাই থৈ নপলা মাত।

সমাজ বন্য হলে সমাজ ঐ মইনা
 শালত বন্য হলে হাতী।
 হর্যাবী কামতে মোখে ধন বন্য হলে
 টোপনি গধবে লাভি।
 সগা ভাটি যোকলাঠি সমাজ ঐ মইনা
 শালে কাট মোকলাঠি হাতী।

ভিত্তি মনি বেটি মোব বনক মোকোলাঠি
 টোপনি জবাই গাওঁ বাচি।
 ইয়াব পরিধানত চাকবিয়ালেও মটক পরা নাই—
 হর্যাবী চাকবি মেগাণে লাঘবি
 মেগাণে-শুলগর ধর।—
 ইয়াত বাঁজতে আটিক-খুনীয়া আলুয়া ডেকাব কথা—
 নইকাবায়ী মাতী অকবায়ী
 বেহেনা চপলা 

ধুনীয়া ডেকালৈ হোরালী নিবিয়া
 খাবল মোকোবে তাত।— ইত্যাধি
 এই সকলোবোর অধুক প্রতিকূল ঘটনা লৈয়ে অতর্কিতভাবে জীবন-যাত্রার কাল অতিবাহিত হৈ যায়—
 সঙ্গার খেমাগি গঁচা, কিন্তু এই খেমাগিবি কিলেই মাহুহক শুকলা-শুকল করে, যেমাগিবি পরেই পুরুয়ে গিঠিয়ে একেবারে শালি নিলে। সঙ্গাব-খেগার কপটতা বুজিও ইয়াব পরা নিবন্ত হবর উপায় নাই—এহে তার কাঁকা আক পেটেই অরস্থায়ীবা বসাবসে এইবিমিতে ভোড়া বাকিছে। কিবা নহয় কিবা প্রকারে এই বাস্তব সুলি-খেমাগি সতলোবে মন মকি যাহ, অলত পোনতে নিজেই তার গম মেগাণ। এইযোবর প্রতি উৎসাহীন হবর অভিজ্ঞায় কবিয়ে হগতো কামক পুরুব বাঙ সুলি সাবটি মোহা যায়, কিন্তু বিধিনিয়মে তাহো এবা নিঠিয়ে—

গাতে বাট কাবোতে নাহিবি পুজিয়ে
 বাঁধিবে আছিলো গাট।
 মোব বসুগোলা তই যে মোহাধুয়া
 পাঁচর পবা লগালি মাত।
 বাকীবে চুকতে পাঁচো গাটপাল
 ততোটাই মাকিলা মাকে।
 ইতালে টকাব মাত সিফলে টকাব মাত
 মাতক কেনেকবি থাকে।

আঁচি কনুয়া গণে ঐ মাহি
 আঁচি কনুয়া পৰা।
 বাহিৰ পানীত বাঁহৰ পানীত
 বাহিৰ নোহাওনা বন।

এইদৰেই বিপদে পুনৰ মৰজাৰ দিবসে মাতি নিয়হি।
 এই অন্তৰ্জাতিক জ্ঞান সংঘননীয়তা গুলি কণে কুল কৰা
 হয়; ই সংসার-খোপাৰ চৌৰ এধাৰি মালা। সৃষ্টি পাত-
 নিৰে পৰা মাহুৰৰ হিয়াত এনে শত শত চৌ চিৰকাল উঠিছে
 আৰু নাইকিয়া হৈ গৈছে; কিন্তু সেই সত্য চিৰস্থলকপে
 বৈ আছে। যৌৱনৰ এই খোপা খন্তেকীয়া যোহৰ সপোন
 নহয়, ই গোটেই জীৱন-সপোনৰ লগত জীৱন্ত—ইয়াকচে
 কৈ জ্ঞান হৈছে।

প্রতিভা কৰি ~~কিছন~~ ভাৱে মাহে এটপৰে
 —From the great deep to the great deep
 he goes. এক অন্তৰৰ পৰা আন এক অন্তৰলৈ মাহুৰ
 পাৰ হৈ যাব লাগিছে—স্বৰ্গত জীৱনৰ এই পুৰৰ ধাৰ
 যেন শাকে। এই ছোৰাতেই মাহুৰৰ কু-হোৱা; কৰণৰা
 আহিছিল কটল ঘাৰ লাগিছিল তাৰ মৌৰ নোপোৱা হয়।
 বেছেবাৰীতক, পূৰ্ণজন্মৰ সকলো জ্ঞান কাঢ়ি লৈ কোনো-
 বাই যেন কিবা ধোৱৰ দণ্ড বিধৰ মনেৰে, চকুখানি
 এই সমাধাৰলৈ পঠিয়াই দিছে; ইয়াত আহি আকৌ
 কণাক কণাতেই বাট লেখুৱাইছেহি। সেইকাৰণেই হল—
 “জুনিয়া বানা পাগল বানা।”

এ মনে কলে পাগল, নিৰেৰ বেলা সবাই কানী।
 এইদৰে সমস্ত কুলৰ ন ম কুল নিতো সৃণিৰ
 লাগিছে। সঁচাকৈয়ে বাক মাহুৰৰ এনে আলাউ-আৰামি
 নৈৰি দেহভাস্কলক বেধা লাগি পড়ে কবিৰৰ সত মনলৈ
 নাহে নে? সমুহত অনন্ত জ্ঞান-মন্দিৰৰ পৱিত্ৰ মণিকট,
 কিন্তু তাৰ ওহাৰ জপোৱা: হুৱাৰ মেকোনাবলৈ মাহুৰৰ
 হাতত তাৰ কাঠি নাই। সেইদেখি এইটো মাহুৰৰ পকে-
 আৰু শোকলগা নহয় নে যে এই অনন্ত জ্ঞানৰ সহায়িকাৰী
 হৈছে তা মাহুৰ অতীত ভৱিষ্ণুৰ সঞ্চৰ পৰা এৰা পৰি
 ঠাৰিছিয়া বেঙেনাৰ দৰে নিষ্ঠুৰতা হব!

সি যি হক, এনে নানা বৈকল্যৰ মাজতো অনন্তৰ

প্রতিজ্ঞানিয়ে মাহুৰে অন্তৰ-আত্মা পৰম নকৰাকৈ থকা
 নাই। ব্ৰহ্মান্তৰ বিশাল সৌৰভঙ্গলমণৰা ধৰি সুস্বাভি-
 মুক্ত নৈজ্ঞানিক অৰ্ণবমাণ্ডলৈকে সকলো এক মনোভাৱী-
 মান আকৰ্ষণত মুগ্ধ, এক বিৰাট প্ৰেম-ম্পন্দনত অধিগ
 বিৰ পৰাইৰ কম্পমান। এই আকৰ্ষণী গুণ মাহুৰহো
 অন্তৰত নিহিত আছে, আৰু চেমু পালেই ই আত্মপ্ৰকাশ
 কৰিবলৈ সুবিধা নেৰে। এই মুগ্ধ আকৰ্ষণী বাটত সম-
 বুৰ্জীয়াক লগ পাই বাস্তৱ হৈ উঠে; তাৰপৰা এই যন্তে-
 কীৰ্তা বাহাৰ ভিতৰতো সি বহুমুখীয়া সমগ পায়, তাক
 চিৰকালীয়া কৰিবলৈকো বিচাৰে—

ই তিনিপানী মলো কাশেমনি
 পানী কনুয়াৰ লম।
 মনে মনে ভৱিৰ নোহাওনা
 কৰিয়া হাঃময়ৰ গাৰ।
 পৰলভ পৰ্ণকত খোপাত ভাৰ মলো সোপ।
 গাৰ মাজে মাজে বহুৱাই আনিছে
 সৰত চেনাইবে জপ।

জীৱন-বাঁহীৰ এই অহেলাৰ এটা সমতা সমতা টেহে
 আছে, ভগবত কোনোদিকলৈ তাৰ সমাধান হোৱা নাই।
 পাৰত দেহৰ মতি জ্ঞানীলোক এজনৰ মনত উদয় হোৱা
 এনে সমাধাৰোৰ তেওঁ নিৰুৰ বুকুৰ তেজকেহে বাস্তৱিক
 যেন লিখি থৈ গৈছে।— সেই সমাধাৰোৰ “ কৰায়াত
 ওমাৰ পায়াম ” বুলি বৰ্ত্তমান ভগবত প্ৰসিদ্ধ, আৰু এতিয়া
 প্ৰাচ্যতকৈ প্ৰতীচ্যমকলে সেইবোৰ বেছি আদৰ কৰিছে।
 বাস্তৱতে, ওম-বাটনাৰ হেঁচা পাতলাবলৈ জীৱনত তিনট বস্ত
 আছে বুলি লোকে কয়—সেয়ে হৈছে সংগীত, তিকতাৰ
 প্ৰেম, আৰু হুৱা। আছলতে এইবোৰে মাহুৰৰ
 ওম-বাটনা কিছু কাশৰ কাশে পাৰহাই বাহিৰ পাবে;
 আৰু সেইদেখি সংসাৰজালী ওমাৰ বায়ামে ইয়াৰ শেৰবট
 অৰ্থাৎ হুৱাবে উপাসনা কৰা বুলি জনা যায়। তেওঁ
 সংসাৰ-মৰিচামিগনৰ এই জীৱা-ছুই হুৱাবোৰ এট উপায়
 দি গৈছে—ধৰ্মবিষ্কাৰ, হুৱাপান। কিন্তু ধৰ্মতীক অন-
 নীয়াৰ মনৰ ঢাল কেতিয়াও তেনেকালো হোৱা নাই

—জীৱনৰ অসত্য বাতনাতো আন মেলাগে কানি ভাং
 আহি মাদক জৱা বাহুৰাব কৰি তাৰ শাম কটাৰৰ উপায়
 কথাও কোৱা নাই। তাৰ পৰিবৰ্ত্তে ওঠে নামবোৰত এই
 জীৱন্ত সমস্যাব হাত সাৰিবলৈ এটি উপায়ৰ আশ্ৰয় লোৱা
 ভালকৈ দেখা যায়—সেয়ে হৈছে ধৰ্মত শৰণ, বা facta-
 lism.

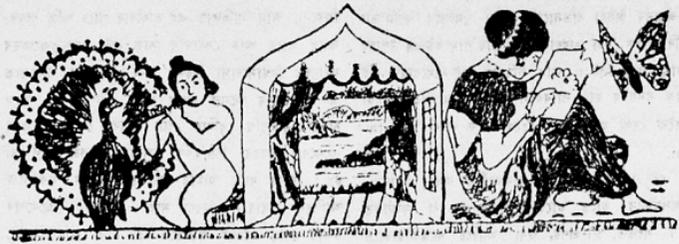
এইটো বিশেষকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা; কিয়নো,
 ই অসমীয়াৰ হাড়ে হাড়ে সোপাইপকা বা মজ্জাত
 ভাব। সংগীত, স্ত্ৰী-প্ৰণয়, হুৱা আদিয়ে বহুতকোৱাভাৱে
 মাহুৰৰ এই অনন্ত বাটনা পাৰহাই বাহিৰ পাবে, কিন্তু
 তাৰ একেবাবে শাম কাটৰ বা হাতীভাৱে তাক পাতলা
 নোৱাৰে। সংসাৰৰ বাটনা যে অসহ্য তেওঁৰকো
 নহয় যোগা নাই, কিন্তু তাৰপৰা নিষ্ঠুৰি পাৰৰ কাৰণে
 পাপত মতি হোৱাটোয়ে পৰলম্বত বিশ্বাস-স্থাপনকাৰী হিন্দু
 মন আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে; কিয়নো, সেইদৰে মাথোন
 নিৰুৰ ‘ জ্বিৰ পাপত ’ বহু আত্মটোক ‘ ধানৰ ভাপত ’
 ন-কৈ সিহোৱা হব বুলি তেওঁলোকৰ সৰল বিশ্বাস।
 ধৰ্মৰ শৰণাপন্ন হোৱাটোৱেই সেইদেখি ইয়াৰ অধিভীয়া
 উৎকণ্ঠ উপায় গুলি মনে ধৰে; অসমীয়া সমাজত ইয়াৰে
 উদাহৰণ বেছি, আৰু এই ধৰ্মবিশ্বাসেই এই ধৰ্মতীক
 জাতিক নানা সৰল পাপ-প্ৰণোভাৰ পৰা সন্ধ্যা বহুত
 বন্ধা কৰি আহিছে।

বৰ্ত্তমান আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ নানা বিপ্লৱ-
 বেৰেজালিৰ সময়ত এই বাট আৱলম্বিবৰ লগত পুনৰ
 সত্যভুক্তি বাৰি চলাব আশ্ৰয়ত পৰিছেহি যেন বোধ হয়।
 এই বনৰীয়া গৰখীয়া নামলোৱৰ বাহিৰে মুকলিমুখীয়েক
 এনে আশোচনা কবিৰ বিয়ৰ আমাৰ সাহিত্যত বিলয়;

কিয়নো, আন সাহিত্যত এই ভাৱবোৰ প্ৰায়ে অতি সংযত-
 ভাৱে আছে আৰু সেইদেখি তাত এই ছয়-সুকক্ষেত্ৰৰ
 মতামতৰ বিশ্বাসযোগ্য বিয়ৰ কম। বৈকল্য সাহিত্যত
 এই আধিৰনৰ অনেক বসনা আছে সঁচা, কিন্তু তাক
 মাহুৰে ধৰ্মপুথি গুলিকে পঢ়ে আৰু সেইদেখি তাত
 এনেবোৰ বিয়ৰ গিচাৰকৰা আধিকাৰ চৰ্চা বুলি ধৰা
 হয়। ইয়াত কালো আমাৰ সাহিত্যত এনে মুকলিম
 আধিৰনৰ কাৰণ অৱতাৰণা নাই। সেইদেখি এনেবোৰ
 কৰাৰ পোক পালেই স্বভাৱতে আমি নাক চোচাইছিলো,
 আৰু তেনে হোৱাৰ খেটে কাৰণে আছিল। কিন্তু
 বৰ্ত্তমান সেই সময় উকলি গৈছে—এতিয়া এই বিয়বোৰ
 ফ’হিছাট-মেলি তাৰ ভাৰশিৰি লৈ এৰেগাখিনি দলিয়াই
 পেলাবৰ সময় হৈছে। গৰখীয়া শীমত ভালেমান অসীয়া
 আৰু পাপকথা আছে—কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱত যে আমাৰ
 সমাজৰ এটি অঙ্গৰ বহুত ঠাট পঢ়ি আছে তালৈ আমি
 পাৰহিৰ নেনাশিৰি। এই পাপবোৰ অনেক সময়ত কেবল
 কালনিকেই নহয়, বাস্তৱ; সেইদেখি সোণকালে তাৰ
 সম্ভাৱ আৱতক। এনেকুৱা আশোচনা আৰু আশোচনৰ
 ফলত সমাজৰ বহুত পাপ পাতলিব, সমাজলৈ উদাৰতাৰ
 বাধপানী সোমাই মাহুৰৰ কঠিন মন কোমল আৰু উৰ্দ্ধাৰ
 কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। তেতিয়া জীৱন-বাঁহীৰ
 বাত্ৰা অনেক পৰিমাণে ধনা হব, আৰু অনন্তৰ পৰিষ্
 ৰাশ্বিৰৰ সান্ধা আভিত্তে সকলোকে মঙ্গল-আশীৰ লবলৈ
 আমগ্নি নিবহি; স্বপ্ৰেম আৰু সূত্ৰ আকুলতা প্ৰকৃত বিশ্ব-
 প্ৰেম আৰু মহা জীৱন-স্বৰ্গৰ বিশুদ্ধ আকুলতাও লীন
 যাবৰ প্ৰয়াসী হৈ উঠিব। •

শ্ৰীভৈষ্যৰ নেত্ৰণ

• বিত্তীয় তাৰতম্যৰ অন্তৰ্গত “ আকুল পৰিক ” বন-গীত সংগ্ৰহ ‘ পৰিক ’ বৰণে দিয়া।—টি: নে:



নাট্যৰ

ডেভিড গেৰিক

এওঁ এজন ইংলণ্ডৰ বিখ্যাত অভিনেতা। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দত ডেভিড গেৰিকৰ জন্ম হয়। এওঁ সাধাৰণৰ বৰ ল'ৰা।

সেই সময়ত বিলাতৰ অভিনেতাসকলৰ বৰ ছবৰহা। পাৰ্কাৰ্বেটৰ আইন অহুদৰি বাহাদুৰী নাট-নটীসকল "rogue and vagabond" বুলি গণ্য হৈছিল। কিন্তু এনে দিনতো গেৰিকৰ সকলোৰে অভিনেতা হবলৈ প্ৰস্তুতি কৰে। গেৰিকৰ বয়স যেতিয়া মাত্ৰ আঠাৰ বছৰ তেতিয়াই তেওঁ এজন অভিনেতা হয়। সাধাৰণ নাট্যবস্তুতেওঁ পোনতে ছদ্ম নামেৰেহে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। তেতিয়া তেওঁৰ জাৰ্মিছ বছৰ বয়স। লণ্ডনত পোনোই তেওঁ "কৃতীয়া বিচার" নাটকৰ প্ৰধান ভাও লৈ বাইজৰ আশ্ৰয় গলায়।

বিলাতী নাট্যবৰ সেই সময়ত কেমেট ছবৰহা। নৰ্কসকলে তেতিয়া অভিনয়ৰ সময়তো কাৰণে-অকাৰণে মল বান্ধি বসমকৰ ওপৰত উঠিছিলগৈ, আৰু অভিনয়-পদ্ধতিও আছিল তেনেই পুৰণি ধৰণৰ। কথা-বতৰাৰ মূৰ ক্ৰমি আছিল; ভাৱ-ভঙ্গী হুস্তী, আৰু চাবি-পাঁচ জনৰ সৈতে কথা-বতৰাৰ সময়ত প্ৰত্যেক অভিনেতাই নিজৰ "পাৰ্ট" গোৱা শেষ হোৱাৰ লগে লগে অভিনয়ৰো শেষ হৈছিল বুলি ধৰি গৈছিল। লগৰীয়া অভিনেতাসকলে কি কৈছে কি নকৈছে তালৈ কাণ নাৰাখি একেবাৰে দৰ্শকৰ

ফালে নিৰ্ভৰ কৰি চাবি থাকিছিল। বৰ্তমান আমাৰ আগাম নাট্যবৰ যি অৱস্থা তাতো তেনেকুৱাই আছিল;— ভাব নাহতো নিজৰ বচন গোৱা শেষ হলে দৰ্শকৰ সৈতে বহি ৰপাত চুবুৰী খোৱা কথা-বতৰা পতাৰ কথা নকৰেই।

অভিনয়ৰ এনে অৰূপতনৰ দিনতো গেৰিকে প্ৰথম দৰ্শনতেই সকলোকে চকুগুহাই নিলে। কাণ তেওঁৰ কথা-বতৰাৰ ধৰণ আছিল তেনেই বাস্তৱিক, আৰু ক্ৰমিৰ প্ৰব বৰ্দ্ধিত; ভাব-ভঙ্গী সহজ সৰল আৰু বসমকত তেওঁ বিদ্যান পৰ থাকিছিল, তিমান পৰ তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। গেৰিকৰ অভিনয় স্বাভাৱসম্পন্ন অভিনয়-পদ্ধতি দেখি বিলাতী দৰ্শকসকলৰ চমক জাগিল, তেওঁলোকে প্ৰথমে বহিৰ পৰিলে অভিনয়ৰ প্ৰাণ কোনাৰহিণিত।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দত গেৰিক ড্ৰিৰ লেবৰ বিখ্যাত নাট্যবৰৰ অংশীদাৰ হয়। প্ৰধানতঃ তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ বলতেই এই নাট্যবৰ প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰিছিল। আওলেগা কৰা আৰু সৃষ্টিত নাট্যকলাক গেৰিকে এনে জীৱন্ত কৰি তুলিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ (১৮৩৬ খৃঃ) তিনি বছৰৰ পাছতেই ইংলণ্ড-বাসীসকলে তেওঁৰ মৃত দেহাৱশেষ বেই মিনিষ্টাৰ এৰিলে স্থানান্তৰিত কৰে আৰু তেওঁৰ আভাৱ প্ৰতি সন্মানজনীন সম্মান দেখুৱায়।

শ্ৰেয়সীদাৰ নাট্যকৰ সকলো প্ৰধান ভাওতেই তেওঁ নিৰ্দোষৰূপে অভিনয় কৰিছিল, কেপ্তন এষ্টনি, ৰমিঙ,

অথেল, আৰু হট পুৰ এই চাৰিটি ভাৱৰ মধ্যীয়া ভেগেতে বাখিব পৰা নাছিল। গেৰিকৰ আগৰ অভিনেতাসকলে হাতত পৰি শ্ৰেয়সীদাৰৰ ছবৰহাৰ সীমা নাছিল। বহুতে শ্ৰেয়সীদাৰৰ ভাষা অৰ্থবাচন গৈ তেওঁৰ নাট্যকৰ বৰ্ণনাকই সলনি কৰিছিলগৈ: "টেম্পেষ্ট", "মেকবেথ" নিচিনা ত্ৰিগোষ্ঠ নাটকে সাধাৰণকাৰীৰ হাতত পৰি "মেনো ড্ৰাম"ত পৰিণত হৈছিলগৈ। গেৰিকে আকৌ শ্ৰেয়সীদাৰৰ ওপৰত সকলো আৱৰ্জনা ওচৰাট নি সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাৰে হয়, যদিও "কেমেট" আৰু "ৰমিঙ-জুগিয়েট"ৰ ওপৰত গেৰিকে আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে সেই অত্যাচাৰক কৰিছিল, তথাপি তেওঁৰ পুৰুষ উপকাৰীলৈ চাই শ্ৰেয়সীদাৰৰ ভক্তসকলে তেওঁক ক্ষমা কৰিব। কাণৰ গেৰিকে আগেয়েই শ্ৰেয়সীদাৰৰ আগৰ নাম নিদিয়া হলে ইমান দিনে হজুতা তাৰ পাৰ্ট উদ্ধাৰ কৰাই অসম্ভৱ হৈ পৰিলহেতেন।

আগৰাৰ সময়ত গেৰিকে প্ৰাণপণে পৰিশ্ৰম কৰিছিল। কোথাযো আখৰা নিৰ্মিত্যক ততাত্যাটক তেওঁ কোনো নাটক নেমেচিছিল। কিন্তু তাৰাৰ অসমীয়া অভিনেতা সকলে সেইফালল বৰকৈ কাণক দিব নোখোজে। অথবা নকৰাকৈ "ঠৈ যাৰ"ত তে থাকে। আৰু সেই কাৰণেই থিটেটাৰৰ দিনা হাস্যাম্পদ হৈ, মুগ ইফাল সিফাল কৰি পুণ্ডুগাচাৰক প্ৰধান বন্ধা।

গেৰিকে কেতিয়াও বন্ধা গভত ভাও দিবলৈ নিশি-কাটছিল। তেওঁ নিজেও ম ভাও ললে বচদিন ভাবি-চিন্তি চাইছিল আৰু আচল চৰিত্ৰ ধৰিব নোৱাৰা-লৈকে নেৰিছিল। সময়ে সময়ে বচদিন ভাৱ-চিন্তাৰ পাছতো যদি তেওঁ সেই ভাওক ক্ৰতকাৰী হব নোৱাৰা যেন দেখিছিল তেতিয়া তেওঁ সেই ভাও ত্যাগ কৰিছিল।

ইংলণ্ডৰ সৰ্ব-প্ৰধান অভিনেতাকৰূপে সন্মানিত হৈও, নিজৰ শক্তিৰ সম্বন্ধে গেৰিকে কেতিয়াও আত্ম ধাৰণা পোষণ নকৰিছিল। বচদিন ভাৱ-চিন্তা কৰি তেওঁ যেতিয়া "মেক-বেথ"ৰ ভাৱত দেখা দিয়ে তেতিয়া এজনে বেনামী টিটি দি তেওঁৰ অভিনয়ৰ কিছু ৰোষ উল্লেখ কৰে। গেৰিকে সেইধন পঢ়ি নিজৰ নোখোৰাৰ ত্ৰ্যবাৰ্ণলৈ অনগণে লাভ

পোৱা নাছিল। কেবল ইয়াতেই নহয়, গেৰিকে কেতিয়াও বিস্তৃত সমালোচনাত অসচ্ছিক হৈ নহয় নেদেখুৱাইছিল। নিজৰ মূৰেতে তেওঁ লগতে কৈছিল "I always flatter myself that I can attain the work which my friends may point to me, and I really think myself neither too old nor too wise to learn."

গেৰিকৰ অভিনয় শক্তিও যে কিমান আচৰিতকৰূপে আছিল তাক এই গল্পটোৰ পৰা প্ৰমাণ পোৱা য়। "কিং লিগাৰ"ৰ ভাৱত অভিনয় কৰোতে কৰোতে গেৰিকে এৰাৰ ভ্ৰমকৰূপে তেওঁৰ মূৰ "ৰিগ" টানি খুঁচি পেলালে। তাতো তেওঁৰ মূৰ কলাচুলি ওলাই পৰিল। আন অভিনেতাৰ পক্ষে এনে ভ্ৰম সাধাৰণিক হ'লহেতেন। কিন্তু গেৰিকৰ মূৰ চকুৰ ভ্ৰম ভাৱত অভিজ্ঞত হৈ সকলো দৰ্শক নিৰ্ভীক হৈ বহি থাকিল।

গেৰিকৰ চৰিত্ৰৰ আৰু এটি উদাহৰণৰ পিঠি দেখুৱাই আমি প্ৰৱৰ্ত্ত শ্ৰেয় কৰিম। গেৰিক যেতিয়া পেৰি নগৰত, তেতিয়া ড্ৰিগেনে নাট্যবৰত পালে নামে এজন নবীন অভিনেতা বিখ্যাত হৈ পৰে। গেৰিকে যিধাৰ ভাৱত নাম কৰিছিল, তেওঁ সেইধাৰে ভাৱতে ওলায় আৰু প্ৰতি-গিটেই নাট্যৰ দৰ্শকৰে স্বৰি পৰে। পাৰেৰলৈ সকলোতাত আনক প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁ কুণ্ঠিত নহয়। প্ৰশংসা-কৰ্মে পাৰেৰক তেওঁ হি উপদেশ দিছিল, প্ৰত্যেক অভিনেতাটাক তাক মনত বৰা উচিত। গেৰিকে লিখিছিল "তোমাৰ দৰ্শকসকল কোনে কথাত ছুনি কাণ নিদিয়া। অসময়ত নিজক জোমক সিহঁতে এৰি যাব। নিজৰ পৰিশ্ৰমত যেতিয়া তুমি জনসাধাৰণৰ প্ৰিয়-পাৰ হৈৱা তেতিয়া তুমি বেজামতে বন্ধ নিৰ্ভীকন কৰিব পাৰা। কিন্তু মং বন্ধৰ বাহিৰে আন কোনো বন্ধ তোমাৰ কামত নালাগিব। আৰু এটা কথা হাতচাপৰিব নোহত যেন তুমি তোমাৰ বুদ্ধি-বিবেচনাক বিশ্বাস নকৰি। প্ৰকৃত প্ৰতিভা কেতিয়াও দৰ্শকৰ ঘাৰাই বিপৰলৈ নাযায়, কিন্তু সিয়েই দৰ্শক নিজৰ গন্তব্য পথলৈ আকৰ্ষণ কৰি লৈ আহে।"

টোকা

ইংলণ্ডৰ প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা হেৰি বেলচম্বৰ জীৱনৰ আশ্ৰয়ভাগ এটি মনৰ গৰ আছে। তেওঁ এতিয়াও ৮০ বছৰ বয়সতো ছেণ্ট্ৰেমছ নাটগালত অভিনয় কৰি আছে। সেই সময়ত মাথুহে বৰকৈ অভিনয় নাচাইছিল। এদিন এটা লৰাই তেওঁক এটা ডাঙৰ তৰমুজ দেখুৱাই কলে "মই ইয়াৰ সানি পেলাবিত এটা 'ছিট' পাব পাবোনে?" তেওঁ তাত সম্মত হৈ লৰাটোক এডোপৰ ঠাই দিলে।

অভিনয়ৰ শেষত তেওঁ আহি লৰাটোক কলে "তোমাৰ তৰমুজটো ফোপোলা, তুমি মোক ঠগিছা।" "তোমাৰ অভিনয় দেখে" বুলি লৰাটো গম্ভীৰভাৱে জাবপৰা আঁতৰি গল।

প্ৰখ্যাত "ক্লিনাম" অভিনেত্ৰী মাৰি প্ৰেভেৰ্টে কয় বোলে সাজ-পোছাকৰ বৰণৰ ওপৰত অভিনেত্ৰীৰ মনোভাৱ নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁৰ মনোভাৱ নীলা বস্ত্ৰ মনক শাস্ত কৰে, কলপতীয়া বস্ত্ৰে মন উত্থাৰ কৰে আৰু ক'লাই মনক হমাই কুৰ কৰে।

আমেৰিকাৰ চিকাগো নগৰত এজন ফৰাছী নৃত্য শিল্পক আছে। তেওঁৰ বয়স এতিয়া ৮২ বছৰ। এতিয়াও তেওঁ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নাচ শিকাব লাগিছে। তেওঁ কয় "ভেক্সা হৈ থাকিব বুজিছা যদি নাচা।"

বায়স্কোপৰ অভিনেত্ৰীসকলে দিবোৰ সাজ-পোছাক পিন্ধে তাৰ দামৰ কথা ভাবিলে আচৰিত হব লাগে। পোলানেগ্ৰীয়ে "বেলাডায়া," "দি চিট," "পেৰিছ ডাৰাৰ" নামৰ কিছু তিনিখনি বিবেৰে পোছাক ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ দামমথাক্ৰমে ৩৭৫০০, ৩০৭৫০, আৰু ৪৫০০০ টকা।

নতুন ধৰণৰ বায়স্কোপ

আৰ্গানসকলে এবিধ নতুন বকমৰ কিছু তৈয়াৰ কৰিছে। এনেদৰে চকুৰো, চালে এনেদৰে লাগিব যে কেৱল যেন ক্ষিপ্ত কিলুমান লাগেই বৰণ সানি হৈ পৰে। এই কিছু চাবৰ কাৰণে এবিধ চছমা ব্যৱহাৰ কৰিব,

লাগে। এই চছমাৰ এককৃত বৰা আৰু এককৃত কলপতীয়া কাচ থাকিব লাগিব। কলিকতাৰ মদন কোম্পানীয়ে এই কিছু ভাৱতত দেখুৱাইলৈ আনিছে।

জাৰ্মেনি ফিল্মত বুদ্ধ-লীলা

জাৰ্মানীত বুদ্ধদেৱৰ জীৱনী আৰু সেই সময়ৰ দেশৰ অৱস্থা লৈ এখন সুশাস্ত্ৰকাৰী বিচিত্ৰ ফিল্ম কৰিবৰ আয়োজন হৈছে। এই ভাৱ গঠন কৰিছে 'এমেলকা' নামৰ প্ৰসিদ্ধ জাৰ্মানি গিফ কোম্পানীয়ে।

ডজন ভাৰতীয় বুদ্ধমূৰৰ এই কাহিনী লৈ Romance of Buddha (বমাছ অৰ বুদ্ধ) নামেৰে নাট্য লিখিছে। এই ফিল্ম তৈয়াৰ কৰাৰ ভাৱ আৰু আন আন 'টেক নিকল' ভাৱৰ ফিল্ম জাৰ্মেনি কোম্পানীয়ে। 'অপ-বেটৰ' 'ফটোগ্ৰাফাৰ' এই সকলো জাৰ্মেনি। পাশ্চাত্য ছিনেমাটোগ্ৰাফ সম্পৰ্কীয় নানা কাকত-পত্ৰটো এই সংবাদ গুলাইছে। এই সংবাদৰপৰা জনা গৈছে যে কোনো এক ভাৰতীয় যেনে এই ফিল্ম প্ৰতিষ্ঠানৰ মূলধন যোগাইলৈ ভাৱ লৈছে। কিন্তু কিম্বদন্তিৰ যি চিনকাল পোটেই পৃথিৱীতে এই জাৰ্মেনি কোম্পানীৰ হৈ। ভাৰতীয় বজা মহাৰাজসকলেও তেওঁলোকৰ মনিমুকা, হাতী-শোৰা আৰু সকলো বিধৰ ঐশ্বৰ্য্য-সম্ভাৰৰ যোগান ধৰি এই ফিল্ম প্ৰস্তুত কৰোতে সহায় কৰিব বুলি জনা গৈছে।

তেজপুৰ বাণ প্ৰেজত জয়মতীৰ অভিনয়

তেজপুৰত জয়মতী কুৰবীৰ অভিনয় বিহত হৈ গৈছে। অসমীয়া নাটক হাতত লৈ বাণ প্ৰেজ অসমীয়া নাট্য জগতক বাট দেখুৱাই দি থকাৰ যোগান কৰিছে। নাটকো ক্ৰমকাৰী হৈছে। তাৰ ভিতৰত, লাৰি গলাপাৰি, জয়মতী, ডালিমী, লিটক চিপাছাৰ, গৰাৰাৰ ভাঙ উল্লেখযোগ্য। বৃষ্ণপটৰে বৰ বেমেজালি। সেই বাৰ আমাৰ নাটকত থাপ নাথায়। আগলৈ নাটকৰ কাৰণে উদ্ভূক্ত বৃষ্ণপটৰ কাৰণে উদ্ভূ হৈছে। জয়মতীৰ অভিনয় দেখি আমি জাতীয় নাটকৰ আৰু নাট্য কলাৰ ভৱিষ্যত স্বৰূপ দেখিছো।

নতুন অভিব্যক্তি



ঠাণে-চি ঘাৰে বুদ্ধবুদ্ধ অৰাধন হব লাগিব।



অভিনেতা—বুদ্ধ, তুমি "বাচিব"ই লাগিব। অসমীয়া ধৰ্মক—(নাচ মন কাহ ?)

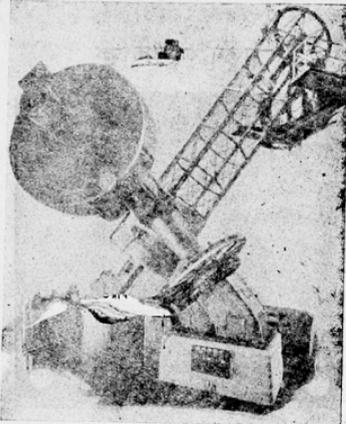


মঙ্গল গ্ৰহৰ 'ফটো' লবলৈ উলিৱা যুহৎ 'টেলিস্কোপ' ছুই টন গধুৰ আলো কেন্দ্ৰীভূত কৰা কাচ

যোৱা আশ্বই মাহত মঙ্গলগ্ৰহ আৰু পৃথিৱী যোৱা উক্ত গ্ৰহৰ তথ্য জানিবলৈ বিশেষৰকমে যত্নওণ কৰা কেইবছৰ মানতকৈ বেছিটকৈ ওচৰা-ওচৰি হোৱাত বিখ- হৈছিল। তাত কোনো প্ৰাণী থাকিলে সিহঁতৰ বৈশিষ্ট্য বিজলয় আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানবিদক পৰীক্ষাৰবিলাকত কথা-বতৰা পাতিলে সেই কৰাৰ উদ্দেশ্যে 'বেজি

বেডো' পঠিরা হৈছিল। পকাশ বছবর আগেয়েও এই গ্রহ দুটা ইমান ওচৰা-ওচৰি হৈছিল, কিন্তু ভেতিয়াতকৈ এতিয়া গোটেই পৃথিবীৰ পৰীক্ষা-পারিলাকতেই উন্নত বকমৰ 'টেলিগ্ৰাফ' আৰু আন আন যন্ত্ৰ উলিৱা হৈছে।

মিষ্ট্ৰেবিজ্ঞান মণ্ডলৰ 'পৰীক্ষাশালা'ত ৪০ টন গধুৰ এটা বৰ ডাঙৰ 'কটোগ্ৰাফ' শোৱা 'টেলিগ্ৰাফ' স্থাপিত কৰা হৈছিল যাতে তাৰ দ্বাৰাই মঙ্গল গ্ৰহৰ 'ফটো' লৈ জাত কোনোবা প্ৰাণী আছেনে নাই নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব। গুৰু কাচবনৰ ব্যাস ২২ ইঞ্চি আৰু সি ১২ ইঞ্চি ডাঠ আৰু ৪০০০ পাউন্ড গধুৰ। যিজন বুবাৰ ওপৰত তাক থোৱা হৈছে দিন টন গধুৰ তত দিগা ভৰিটো সেই টেলিগ্ৰাফেৰে।—ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল শিপিং



গছ বাঢ়াব নিবিধ নিৰ্মাণক যন্ত্ৰ
গছ বাঢ়াব নিবিধ নিৰ্মণ কৰিবলৈ একবকমৰ যন্ত্ৰ উলিৱা হৈছে। সেই যন্ত্ৰটো মাটিৰ দৰা অলপ ওপৰত

কাঠেৰে গছৰ পাত বান্ধি ধলে তাৰ বিপৰীত ফালে ঢালত এটা চিন বহে আৰু গছ বাঢ়িলে সেই চিনৰ দ্বাৰাই গছ বাঢ়াৰ নিবিধ জানিব পাৰিব।

বছৰি দহলাখ পাউণ্ড আয়

মামেৰিকাৰ ১৯২২ চনৰ ভৰকাৰী বিপোটিত প্ৰকাশ যে ডাঙৰ চাৰিজন মানুহ আছে যাৰ আয় বছৰি দহলাখ পাউণ্ডৰো ওপৰ। কিন্তু আচৰিতৰ বিষয় যে তাত উক্ত মানুহ কেইজনৰ নাম নিদি কেৱল থকাঠাটৰ নামহে দিয়া হৈছে। থকাঠাটৰ নামৰ পৰা অনুমান কৰা যায় যে জনক টোকে দিয়াত সটৰ বাহাদুৰী মিঃ ফৰ্ড আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক। তৃতীয় জন মিঃ বকিংহাম। কিন্তু চতুৰ্থ জনক অনুমানৰেও জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ থকাঠাটৰ নাম দিয়া হৈছে নিউজাৰ্ছি; কিন্তু তাত থকা কোনো মানুহৰ সিমান আয় নাই। গতিকে এইটোকে ধৰা টোকে যে তেওঁৰ নিউজাৰ্ছি কেৱল কল্পৰেই। তাৰ বাহিৰেও প্ৰকাশ যে আমেৰিকাত ৬৭ জন মানুহৰ বাৰ্ষিক আয় দুইলাখ পাউণ্ডৰো ওপৰ।

ইংলেণ্ড আৰু স্বটলেণ্ডত ১৯২২-২৩ চনত ১০৭ জন মানুহৰ বাৰ্ষিক আয় একলাখ পাউণ্ডৰ ওপৰ আছিল।

চুলিৰ নিমিত্তে কেশবল্লভ



কিয়মো — কেশবল্লভে খেমেই
চুলি কোমল, কোকাৰা, নিমত
আৰু ঘোৰ কলা কবিন পাৰে—
এনেকৈ আন একোৱেই নোৱাৰে।
কেশবল্লভ সদাই বহিলে চুলিসক
গুচে, টপা গুচায়, চুলিৰ গুৰি
শকত কৰে, বুঢ়া কাপতো উঠি
অহা ডেকাৰ নিচিনা স্ত্ৰী হয়।

গ্ৰহৰ বিপাকত কুবুদ্ধিৰ সঞ্চাৰ।

বৰ বুদ্ধিয়ক প্ৰাণীকো গ্ৰহৰ বিপাকত কু-বুদ্ধিয়ে ধৰে। কিন্তু তাৰ কল তেঁৱেই ভোগ কৰিব লাগে। মিৰমিৰিয়া স্বৰ উঠিলে, দিনে বাতিয়ে স্বৰ আছেই, তাৰ উপৰিও খাপৰি আগ-মঙহ বাঢ়ি গৈছে, শৰীৰৰ দিনে দিনে জকা ওলাইছে, মুখৰ বৰণ ধোলা হৈছে, শৰীৰত তেজ নাই, মূৰ দাঙিলে মূৰ ঘূৰে, এনে মেলেৰিয়া স্বৰে ছাৰ বহে তেদিয়ে তথাপি বন্ধাৰৰ সস্তা দামৰ পেটেট দৰৰ কিনি স্বৰক হেচা দি থবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু পৰামৰ্শ দিওতাৰ অভাৱ নাই। এজনে কৰ অমুকটো দৰৰ শোৱা, আন জনে কৰ অমুক দৰবটো বৰ উপকাৰী। সম্বল বিখ্যাসত আমাৰ "প্ৰকৃতিক্ত বটিকা" ব্যৱহাৰ কৰক—সাদিনৰ জিতবত স্বাস্থ্য গুণ পোৱাৰ সম্ভৱ। দাম প্ৰতি টোমাত এটকা, চাক মাছল—তিনি অনা।

নিৰাশাত আশাৰ কথা—বিনামূল্যত বাবস্তা।

মক্ৰম্বলৰ বোগীসকলে একজনীয়া টিকট সহ অৱস্থা লিখি পঠালে নষ্ট নিকে বাবস্ত পঠাও। আমাৰ ওখদালয়ত তেল, মিউ, আসৰ, অৰিষ্ট, জাৰিত, শোথিত, ধাতু ত্ৰযাদি, স্বৰ্ণঘটিত মক্ৰম্বল আৰু গান্ধকলাই আদি সদায় সস্তা দামত পোৱা যায়।—

কবিবাজ—নগেন্দ্ৰনাথ সেন
আয়ুৰ্বেদিক ঔষধালয়
১৮।১ ও ১৯ নং লোৱাৰ চিৎপুৰ বোড
কলিকতা।

THE# BANHI.
Regd. No. C. 845.

PLEASE TRY ONCE—
KHOLILOR ROHMAN & CO.
Fire Arms & Ammunition Seller
GAUHATI (Assam).

জে, এন, মুখার্জী

খ্রিষ্ট বহুবব পৰীক্ষিত আৰু বহুজন প্ৰশংসিত
হাৰ্কাৰ্ক বেঞ্জিটাৰ্ড

“আই কিওন”

সকলোবিধ চকুৰ বোগৰ অব্যৰ্থ মহৌষধ।

ইয়াৰ বাবেই, চকু নমা, চকু বগা হোৱা, প্ৰথচোৱা, সহায় পানী ওপোৱা, পোহৰৰ কাচে
ঢালে কষ্ট বোধ কৰা, ক্ৰেম ওলাই চকুৰ পৰা জাপ খাই থকা, দুৰ্বলীকৰণী দেখা, ছানি,
মেজনাশি ইত্যাদি বাবতীৰ চকুৰ বেমাৰ অতি অল্প
দোষিত পৰাৰ নাই আৰু ব্যৱহাৰ কৰোতে জগাপোৱা নকৰাৰ বেট হুই ড্ৰামৰ চিচাত ১০,
৪ ড্ৰামৰ ১/০ অনা, ১ আউঞ্চ ১/০ অনা মাত্ৰ। এক আউঞ্চৰ কমে ভি: পিঃ কৰা নহয়।
শেফি ডাকমাচুল বেলেপ।

পোলাঠাই—মাকু হোমিৰ ঔষধালয়,

কলেজ ৰোড, কুমিল্লা।

ইফ্ৰ ট্যাবলেট—প্ৰতি গ্ৰোছ মুদ্ৰিত সুবঞ্জিত টেমাট ভবোৱা থাকে। হুলাচ,
বগা, সবুজ, ভায়লেট প্ৰতিগ্ৰোছ ১ মাঃ ১০ অনা। স্বৰ্ণময়ী ইফ্ৰটোব, পোঃ ইটালী, কলিকতা।

বিনামূল্যত বুকুৰা—প্ৰতি ট্যাবলেটত এক দোৱাত খুব ভাল বুকুৰে চিয়াহী হয়। এক
গ্ৰোছ মুদ্ৰিত সুবঞ্জিত টিমৰ বাকছত প্যাক কৰা মূল্য ১/০ মাকুল ১/০; ইয়াৰ লগত বহুদিনলৈ
ভালে থকা আৰু খুব দাবাল হ'লো গ্ৰাউণ্ড খুব এখন ধাপে সৈতে বিনা মূল্যত দিয়া হব।

ষ্ট্ৰেট কোং ৭৮৮২ নং পোষ্ট বক্স—বোম্বায়া, কলিকতা।

বুলবীন ওৱাচ—ই মুখখোলা, চাৰিবিধীন, উৎকৃষ্ট জুয়েল থকা, মজপুত কল বিশিষ্ট
টিক সময় ৰখা, বহুদিনলৈ ভালৈ থকা। মূল্য ১নং ১০; ২নং ৫; ৩নং ৪; মাকুলামি ১/০ অনা।

বুলবীন স্যান গ্ৰাণ্ড কোং ১৪নং ডিহ জীৰামপুৰ ৰোড কলিকতা।

কালিন—প্ৰতি বড়ীয়ে ছন্দোৱাত খুব জাঠ চিয়াহী হয়। বুকুৰে ৫০০ টা ১/০ মাঃ ১০
বেঞ্জমা ৫০০ টা ১০ মাঃ ১/০ অনা ষ্ট্ৰেট কোং ১৪নং পোষ্ট বক্স

৭৮৮২ নং বক্স, কলিকতা।

ড. সছবি—মুঠিলে মুঠ ফিবত মি। দেব-দেৱী, শাহি, চিন্তবজ্জন, কল-কুল, জীৱ-জন্ত
প্ৰভৃতিৰে ভৰা খুব ডাঙৰ ১২ ছিট ১/০ মাঃ ১/০ ৩৬ ছিট ১০ মাঃ ১/০, ৭২ ছিট ২০
মাঃ ১/০। বুলবীন গ্ৰাণ্ড কোং, পোঃ ইটালী, কলিকতা।

Edited by S. J. Lakshminath Bezbaroa B. A.

Printed and Published by DUTIRAM MEDHI at THE NEW PRESS,
GAUHATI.